১

এই ক'দিন ধরে' আমি শুধু নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবছি, তার অক্লান্ত দিনগুলির কথা। এইখানে বসে' বসে' ভাবি—আমার সেই কুটীর, আর তার পেছনে সেই বনবীথি। আর সময় কাটাবার জন্য আবোল্ তাবোল্ লিখ্ছি, নিজেকে খুসি রাখ্বার জন্য—আর কিছু নয়। সময় ভাবি আস্তে যাচ্ছে, যেমনটি চাই তেম্নি তাড়াতাড়ি কাট্ছে না, যদিও দুঃখ কর্বার আমার কিছুই নেই এতে,—আর আমি বেশ ভালোই ত' আছি। সব কিছুতেই আমি খুসি, আর আমার ত্রিশ বছর বয়েস ত' কিছুই নয়।

ক'দিন আগে কে আমাকে দু'টি পালক পাঠিয়েছিল। একটি চিঠির কাগজে শিল-মোহর-করা একটি ধুক্ধুকির সঙ্গে দু'টি

প্যান্

পাখীর-পালক। অনেক দূর থেকে পাঠিয়েছে। এগুলোকে ফিরিয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। এ-ও আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল,—ঐ দু'টি ছোট্ট সবুজ পালক-গুছি। তা ছাড়া আমার কোনই কষ্ট নেই। শুধু, অনেকদিন আগেকার একটা গুলির ঘায়েব দরুণ বাঁ পায়ে মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা টের পাই একটু। এই যা।

দু'বছর আগে, আমার বেশ মনে আছে, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটেছিল—অন্তত এ দিনগুলির তুলনায়। আমাকে না জানিয়েই গ্রীষ্ম বিদায় নিয়েছিল। দু'বছর আগে—১৮৫৫ সনে—আমার জীবনে যা ঘটেছিল, বা যা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, নিজেকে একটু আমোদ দেবার জন্য এইখানে তা লিখে রাখি। এখন আমি তখনকার অনেক কথাই ভুলে গেছি। কিন্তু, বেশ মনে করতে পারছি, সে-বছরের রাত্রিগুলি ছিল ভাবি হাল্কা। আর অনেক জিনিসই অপরূপ ও আশ্চর্য্য লাগ্‌ত আমার কাছে। বছরে বারোটি মাস,—কিন্তু রাত্রি ছিল দিনেরই মতো, আকাশে একটি তারাও দেখা যেত না। আর যে-সব লোকের দেখা পেতাম,—অদ্ভুত; যাদের চিন্‌তাম এরা যেন তাদের থেকে ঢের আলাদা; এরা যেন এক রাতেই শৈশব থেকে গৌরবান্বিত প্রৌঢ়তায় বিকশিত হয়েছে। কোনো জাদুই এতে নেই; কেবল আমিই এমনটি আর দেখি নি। না, দেখি নি।

প্যান্

সমুদ্রের ধারে শাদা প্রকাণ্ড বাড়ীটায় একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে খানিকক্ষণের জন্য আমার মন তোলপাড় করে' দিয়েছিল। আমি এখন সব সময় আর তাব কথা মনে করি না,—না, ভাবি না আর; তাকে ভুলে গেছি। কিন্তু আর আর সব কথা ভাবি, সমুদ্র-পাখীদের কান্না, বনে বনে আমাব শিকার, আমার রাত্রি, আর সেই নিদাঘের তপ্ত মধুর মুহূর্ত্তগুলি। শুধু একদিন আচম্‌কা তাব সঙ্গে দেখা হ'যে গিযেছিল, নইলে একটি দিনের জন্যও তার কথা মনে পড়্‌ত না।

যে-কুটীরে থাকতাম, তার থেকে এলোমেলো দেখা যেত পাহাড়, জাহাজের পাল, দ্বীপের টুকরোগুলি, সাগরের খানিকটা জল আব নীলাভ পাহাড়েব চূড়ার একটুখানি। আর আমাব কুঁড়ের পেছনে ছিল বন,—অগাধ, প্রকাণ্ড। আমাব সারা মন খুসিতে ভরে' উঠ্‌ত শিকড় আর পাতার গন্ধ পেযে; ফার্‌-গাছের ভারী গন্ধ আমাব নাকে এসে লাগ্‌ত—চর্ব্বি গন্ধের মতো মিষ্টি! শুধু এই অরণ্য আমার সমস্ত মন জুড়িযে দিত মা'র মতো: আমার মন শান্ত হ'ত, চাঙ্গা হ'যে উঠ্‌ত। দিনের পর দিন ঈশপ্‌কে পাশে নিযে এই বুনো পাহাড় মাড়িযে যেতাম। এ ছাড়া আর কিছুই চাইতাম না,—থাক্ না বরফে আর নরম কাদায় সমস্ত মাটি ঢেকে। ঈশপ্ ছাড়া আমার আর কোনো সাথী ছিল না। এখন কোরা আমার সহচর; তখন ছিল

২

ঝড় আর বৃষ্টি—এমন কিছু নয় যাতে বিশেষ কিছু আসে যায়। বাদ্‌লা দিনের সঙ্গে প্রায়ই অল্প একটুখানি আনন্দ ভেসে আসে, মানুষকে তার আনন্দ নিয়ে একলা কোথাও উধাও হ'য়ে চলে' যাবার জন্যে উতলা করে' তোলে। কোথাও গিয়ে একটু দাঁড়াও, মাথার ওপরে সোজা তাকিয়ে থাক খানিকক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু একটু হাস আর চারিদিকে চোখ ফেরাও। কি ভাব্‌বার আছে আর? জান্‌লাতে ফর্সা একখানি পর্দ্দা, পর্দ্দার ওপর রৌদ্রের একটু ঝিকিমিকি, একটি ছোট্ট ঝর্ণার করতালি বা হয় ত' মেঘের মাঝখানে নীল আকাশের ছোট্ট একটি ফালি। এর বেশি কিছু চাইনে আর। দরকার হয় না।

আর আর সময় অপ্রত্যাশিত জম্‌কালো আনন্দও মানুষকে তার নিৰ্জ্জীবতা ও বিষণ্ণতা থেকে বাঁচাতে পারে না। নাচঘরে বসে' কেউ আরাম পেতে পারে বটে, কিন্তু উদাসীন,—কিছুই দোলা দিতে পারে না যে। দুঃখ আর আনন্দ নিংড়ে বের কর্‌তে হয় আপনার অন্তর থেকে।

প্যান্

এবার আমার একটি দিনের কথা মনে পড়্ছে। সমুদ্রের পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একেবারে না বলে' কয়ে' বৃষ্টি নেমে এল, খানিকক্ষণ মাথা গোঁজ্বার জন্যে একটা খোলা নৌকাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্লাম। গুন্‌গুনিয়ে একটা স্থর ভাঁজ্ছিলাম, মন খুসি ছিল বলে' নয়, এম্‌নি—সময় কাটাবার জন্যে। ঈশপ্ আমার সঙ্গেই ছিল, বসে' বসে' শুন্ছিল। আমিও আমার গুন্ গুন্ বন্ধ করে' শুন্তে পেলাম বাইরে গলার আওয়াজ—সাম্‌নে কারা জানি আস্ছে। ভাগ্যের কারসাজি; মামুলি মোটেই নয়। একটি ছোট দল—তু'টি পুরুষ আর একটি মেয়ে। যেখানে বসেছিলাম, হুড়মুড়িয়ে সেখানে ঢুকে পড়্ল। পরস্পরকে ডাকাডাকি কর্ছে আব হাস্ছে।

—"শিগ্‌গির। যতক্ষণ না ধরে, এখানেই বসে' পড়।"

উঠে দাঁড়ালাম।

এক জনের শাদা গরম শার্টটার সমুখটা একেবারে ভিজে ফুলে' উঠেছে, সেই ভিজা জামাটার সামনে একটা হীরার বোতাম। পায়ে লম্বা ধারালো-মুখ জুতো,—তাতে একটু কেমনতর যেন দেখাচ্ছিল। তাকে শুভ দিনের অভিনন্দন জানালাম—সে ম্যাক্, ব্যবসাদার; রুটির দোকান থেকে ওকে কত দিন দেখেছি; ও আমাকে কতদিন ওর বাড়িতে যেতে বলেছে, যখন খুসি,—আমি যাই নি।

প্যান্

—"আরে, তুমি যে!" আমাকে দেখে ম্যাক্ হেঁকে উঠ্‌ল। "আমরা কারখানায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিরে আস্‌তে হ'ল। এমন বিশ্রী দিন করেছে যে—কি হে লেফটেনেণ্ট, কবে সিরি-ল্যাণ্ড-এ আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে?"

তার সঙ্গী ছোট কালো দাড়িওয়ালা মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে,—ডাক্তার; ঐ গির্জ্জার কাছেই থাকে।

মেয়েটি তার ঘোম্‌টা নাক পর্য্যন্ত অল্প একটুখানি তুল্‌লে, ফিস্‌ফিসিয়ে ঈশপের সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু করেছে। তার জ্যাকেট্‌টি দেখ্‌লাম, জামার লাইনিং আর বোতামের গর্ত্তগুলি দেখে বোঝা যায় রং-করা এই জ্যাকেট্‌টি। ম্যাক্ তার সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিল, তার মেয়ে; এড্‌ভার্ডা।

ঘোম্‌টার আড়াল থেকে এড্‌ভার্ডা আমাকে একটি ভাঙা চাউনি উপহার দিল, আবার কুকুরটার সঙ্গে আলাপ সুরু করেছে, ওর কলারের লেখা পড়্‌ছে।

—"ও! তোমাকে ঈশপ্ বলে' ডাকে! ডাক্তার, ঈশপ কে ছিল? আমি ত' জানি,—অনেক গল্প লিখেছিল। ফ্রিজিয়ান্ ছিল, না? কিছুই মনে নেই।"

খুকি, পাঠশালার মেয়ে! ওর দিকে চাইলাম—দীর্ঘ, বয়স পনেরো-ষোলো হবে, পেলব দু'খানি হাত, দস্তানা নেই। হয় ত'

প্যান্

সেই সন্ধ্যায ঈশপের অর্থটা ভালো করে' জান্তে অভিধান খুঁজেছিল। কে জানে!

ম্যাক্ জিগগেস কর্লে কি খেলায় মেতে আছি আজকাল? কি কি বেশি শিকার করি? আমার যখনই দরকাব তখনই ওর নৌকা পেতে পারি—ওকে আগে একটু জানাতে হবে মাত্র। ডাক্তার কিছুই বল্লে না। যখন ওরা চলে' গেল, দেখ্লাম ডাক্তারের হাতে একটা লাঠি, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্ছে।

আগেব মতনই ফাঁকা মন নিয়ে পায়চারি করি, উদাসীন ভাবে গুন্গুনাই। নৌকোঘরের এই পবিচয় আমাব মনে কোনো পরিবর্ত্তন আনে নি, শুধু মনে পড়্ছে ম্যাকেব সেই ভিজা শার্টটা, হীরার সেই চাক্তিটা—হীরাটাও ভিজা, তেমন চাকচিক্যও আর তাতে নেই।



আমার কুঁড়ের পেছনে একখানি পাথর আছে—একটি ধূসর পাথর। বন্ধুর মতন আমার চোখের পানে তাকায়,—আমি যখন যাই তখন ও যেন আমাকে দেখেছে, এখনো ফিরে আস্‌বার সময় ফের দেখ্‌ছে। ভোর বেলা বেরুবার সময় এই পাথরের পাশ দিয়েই হেঁটে গেছি, একটি বন্ধু যেন পেছনে ফেলে এলাম; জানি, আবার যখন ফিরে যাব আমার সেই বন্ধুটি-ই তেম্‌নি সেখানে প্রতীক্ষা করে' বসে' থাকৃবে।

তারপর বনে বনে মৃগয়ায় মাতোয়ারা,—হয় ত' শিকার মিল্‌ল, হয় ত' বা কিছুই না।

ঐ দ্বীপগুলির পেছনে সমুদ্র গভীর শান্তিতে মূর্চ্ছিত হ'যে পড়ে' আছে। কতবার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে ঐ সমুদ্রকে আমি দেখেছি। শান্ত নিশুতি দিনে জাহাজগুলি যে চলে মনে হয় না, তিন দিন ধরে' বকের পালকের মতো শাদা একই পাল যেন আমি দেখ্‌তে পাই। তারপর হয় ত' যদি বা বাতাস একবার মেতে ওঠে, দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি মেঘে

প্যান্

মেঘে কালো হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। ঈশান কোণ থেকে ঝড় ক্ষেপ্‌লে আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর দেখি। আমার এ চমৎকার খেলা। সমস্ত কিছুই একটি বিস্তীর্ণ কুয়াসায় গা ঢেকেছে। মাটি আর আকাশেব মিলন; রূপকথাব বাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেহারা নিয়ে সাগরের ঢেউ লাফালাফি সুরু করে— বাতাসে সর্ব্বনাশের নিশান ওড়ায়। ঝুলে-পড়া পাহাড়েব কোটরে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবি—আমাব সমস্ত হৃদয় ভরা। ভাবি, এ কি দেখ্‌ছি আমি এখানে, এই সমুদ্র আমার সম্মুখে তার অতল বহস্যেব ভাণ্ডার উন্মোচন কবে'ই বা দেখাবে কেন? হয় ত' আমি মাটিব মস্তিষ্কের যন্ত্র-চালনাই দেখ্‌ছি—টগ্‌বগিয়ে ফুট্‌ছে আর ফেনায় ফেনায় শিউবে উঠ্‌ছে। কে জানে! ঈশপ্ ভারি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; বেচারা তার পা দুটো কষ্টে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাক সিঁট্‌কে খালি হাঁচে। তারপব আমাকে কিছু জান্‌তে না দিয়েই কখন যে আমার পায়ের তলায় শুয়ে আমারই মতন সমুদ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকে, কিছুই জানিনে। আর একটিও রা নেই, কোথা থেকেও মানুষের একটি আওয়াজ শোনা যায় না, খালি দুরন্ত বাতাসের গোঙানি আমার মাথার চারদিক দিয়ে ডুক্‌রে চলেছে। দূরে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়; সমুদ্র রাগে যখন ওদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনে হয় জলের দানব ভিজা বাতাসে উঠে এসে গর্জ্জন কর্‌ছে। ওর জটায় শ্মশ্রুতে

সমস্ত দিক অন্ধকার কালো হ'য়ে গেল বলে'। আবার ও ঢেউয়ের মাঝে এসে ডুব দেয়।

সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কয়লার মতো কালো একটি জাহাজ পথ বেয়ে···

বিকেল বেলা জাহাজঘাটে যখন পৌছুলাম, কয়লা-কালো জাহাজটা এসে পারে ভিড়েছে।—চিঠির জাহাজ। এই দুষ্প্রাপ্য অতিথিটিকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার জন্য ঘাটে লোক জমেছে বিস্তর। লক্ষ্য কর্‌লাম সবারই চোখ নীল,—থাক্ গে অন্য সব পার্থক্য, নীল তাদের চোখ! একটি মেয়ে মাথায় শাদা পশমের রুমাল বেঁধে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কালো নিবিড় চুলের গুচ্ছ, তার পাশে শাদা রুমালটিকে ভারি স্থন্দর অদ্ভুত মানিয়েছিল কিন্তু। মেয়েটি আমার পানে আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকাচ্ছে,—আমার এই পোষাক, এই বন্দুকটা। তার সঙ্গে যেই কথা কইলাম, একটু থতমত হ'য়ে মাথাটি সরিয়ে নিলে। বল্লাম—"তুমি সব সময়েই এম্‌নি শাদা রুমাল প'রো, কেমন? তোমাকে স্থন্দর মানায়।"

আইস্‌ল্যাণ্ড-এর ফতুয়া-পরা একটা মোটা লোক ওর কাছে এসে ওকে এভা বলে' ডাক্‌ল। তবে তারই মেয়ে ও নিশ্চয়। আমি এই মোটা লোকটাকে চিনি, পাড়ার কামার। এই ক'দিন আগেই ত' আমার বন্দুকটা মেরামত করে' দিয়েছে।

বাতাস বৃষ্টি তাদের কাজ করে' দিয়ে গেল, সমস্ত বরফ গলে'

গেছে। ক'দিন ধরে'ই একটা নিরানন্দ গুমোট্ পৃথিবীর বুক চেপে বসে' ছিল, পচা ডালপাতাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, কাকেরা দল বেঁধে নালিশ কর্ছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়। সূর্য্য কাছেই ছিল,—এক দিন বনেব পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল। যখনি সূর্য্য উঠে আসে, আমি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটি মধুর আনন্দের শিহরণ অনুভব করি, নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায কাঁধেব ওপর বন্দুকটা তুলে নি,…আমার বন্দুক।

৪

এ দিনগুলিতে আমার শিকারের কম্‌তি হয় নি, যা চাই তাই মারি ; খরগোস, বনমোরগ, পাহাড়ে-পাখী। আর কোনো দিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়্‌লে যদি সাগর-পাখী নজরে পড়ে তাকেও গুলি কর্‌তে ছাড়ি না। ভারি সুন্দর যাচ্ছে এ সময় ; দিনগুলি ক্রমেই বড় হয়, বাতাস আরো স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন দুয়েকের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠি, ল্যাপ্‌দের দেখা পাই, ওরা আমাকে মাখন খেতে দেয়,— চমৎকার মাখন, ঠিক শাকের মতো স্বাদ। সেই পথ দিয়ে কতবার হেঁটে গেছি। তারপর ফের বাড়ি ফিরে কোনো পাখী মেরে ঝোলাটার মধ্যে পুরে' রেখেছি। ঈশপ্‌কে সামনে নিয়ে আমি বসে' পড়ি। আমার কত মাইল নীচে সমুদ্র পড়ে' আছে, পাহাড়ের গা-গুলি ভিজা, জলের ছোঁয়া লেগে লেগে কালো হ'য়ে এসেছে,. একটি অনবিচ্ছিন্ন মধুর কলরব উঠ্‌ছে। আমার এই চেয়ে-থাকার সময়টি কত সঙ্ক্ষেপ করে' দিয়েছে এই পাহাড়েব নীচেকার জলধারার অস্ফুট কলতান ! এখানে আমি বসে' বসে' ভাবি, এই অশ্রান্ত মধুর গানটি নিজের খেয়ালেই বেজে চলেছে ;

প্যান্

কেউ ত' শোনে না, কেউ ভাবেও না এর কথা, তবু নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে সব সময়! বেশ অনুভব করি, যখন আমি এই মৃদুল গানটি শুনি তখন এই পাহাড়গুলি আর নির্জ্জন নেই, ভরে' উঠেছে। আবার আচম্‌কা কিছু ঘটে' ওঠে। বজ্রের করতালি শুনে পৃথিবীর বুকে চমক লাগে, পাহাড়গুলি সমুদ্রের বুকের মধ্যে পিছ্‌লে পিছ্‌লে ডুব দেয়, ধোঁয়াটে ধুলোয় দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। ঈশপ্ বাতাসে নাক বাড়িয়ে হাঁচে।

এক ঘণ্টা কেটে যায় হয় ত'—হয় ত' তারো বেশি,—সময়ের বুঝি পাখা আছে! ঈশপ্‌কে ছেড়ে দিই, ঝোলাটা কাঁধে তুলে বাড়ির দিকে পা ফেলি। দেরি হ'য়ে যায়। নীচে বনের কাছে এসে আমার পুরাণো অতি-পরিচিত পথ ধরি, ফিতের মতো সরু আঁকাবাঁকা পথ। ওর প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড় ঘ্রে চলি সময় কাটাবার জন্যে—কোন তাড়াতাড়ি ত' নেই। কেউই ত' নেই অপেক্ষা করে' বাড়িতে। শাসনকর্ত্তার মতো স্বাধীন, ইচ্ছা-মতো এই প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াই,—আমার যেমন খুসি। সমস্ত পাখীর কণ্ঠে গান থেমে গেছে, অনেক দূর থেকে শুধু একটা বুনো মোরগ ডেকে উঠ্‌ছিল—ও সব সময়েই খালি ডাকে।

বন থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে দু'টি চেহারা দেখলাম, দু'টি

লোক হাঁটছে। দেখেই চিন্‌লাম একজন জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা—তাকে অভিনন্দন জানালাম—সঙ্গে তার ডাক্তার। তাদের আমাকে বন্দুকটা দেখাতে হ'ল, আমার ঝোলা আর কম্পাস্‌টাও নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লে। আমার কুঁড়ে ঘরে তাদের নিমন্ত্রণ কর্‌লাম, তারা একদিন আস্‌বে বল্‌লে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ঘরে গিয়ে উনুন জ্বালালাম, একটা পাখী সিদ্ধ করে' খেলাম। কাল্‌কে আবার আর একটি দিন আসবে।

সমস্ত দিক নিঝুম নীরব হ'যে আসে। জান্‌লা দিয়ে চেয়ে সেই সন্ধ্যায় চুপ করে' পড়ে' থাকি। বন আর মাঠের ওপর সে সন্ধ্যায় যেন পরীস্থানের আলো ঝিল্‌মিল্ করে, সূর্য্য ডগ্‌ডগে লাল আলোয় আকাশ রাঙিয়ে ডুবে গেছে। সমস্ত আকাশ ভারি স্বচ্ছ নির্ম্মেঘ; সমুদ্রের পানে তাকাই, মনে হয় যেন সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি; আমার প্রাণে দ্রুত স্পন্দন উঠ্‌ছে, ভারি আরাম অনুভব কর্‌ছি কিন্তু। ঈশ্বর জানেন, আপন মনে ভাবি, ঈশ্বর জানেন, কেন আজ্‌কেব এই আকাশ সোনালি আর বেগুনি রঙে রঙিয়ে উঠেছে, ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে কোনো উৎসব আজ জমে' উঠ্‌ল কি না, তারায় তারায় কোনো আনন্দের মূর্চ্ছনা বাজ্‌ল কি না, কোনো নদীতে নৌকো নাচ্‌ল কি না, ঈশ্বর জানেন।...চোখ বুজি, নৌকো চালাই, আর চিন্তার পর চিন্তা মনের গাঙে ভেসে বেড়াতে থাকে।

প্যান্

আরো কত দিন চলে' যায়।

বেড়াই, দেখি বরফ কেমন করে' জল হ'য়ে গলে' পড়ে। কত দিন—ঘরে যখন খাবার থাকে,—একটা গুলিও ছুঁড়িনি। শুধু অগাধ মুক্তির উল্লাসে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর সময় চলে' গেছে। যে দিকেই তাকাই, সবখানেই কিছু না কিছু দেখ্‌বার ও শোন্‌বার পাই, রোজই প্রত্যেক জিনিস একটু না একটু বদ্‌লে যাচ্ছে। ওসিয়ার্ আর জুনিপার্-এর ঝোপ বসন্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে' আছে। এক দিন কারখানায় গিয়েছিলাম; তখনো বরফে সব ঢাকা,—তবুও তার চারপাশের জমি বছরের পর বছর মানুষের পায়ের ভারে ক্লেশ পাচ্ছে, বোঝা যায়, কত লোকের পর লোক তাদের কাঁধে শস্যের বোঝা নিয়ে এই পথ দিয়ে এসেছে ঐ কারখানায় গুঁড়ো কর্‌বার জন্যে। ওখানে যাওয়া মানে মানুষের দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে হাঁটা; শুনেছি, ওখানকার দেয়ালে নাকি অনেক কথা আর তারিখ খোদা আছে।

বেশ, বেশ…



আরো লিখব? না, না। শুধু নিজেকে একটুখানি আনন্দ দিতে; আর দু'বছর আগে আমার বসন্ত কী রূপ নিয়ে এসেছিল, কি রকম দেখিয়েছিল সমস্ত সৃষ্টির চাউনি—তা লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার সময় বেশ সুখে কেটে যায়। মাটি আর সমুদ্র সুগন্ধের নিশ্বাস ফেল্‌ছে, বনের মরা পাতা থেকে একটি পচা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আস্‌ছে; টুন্‌টুনিরা নীড় বাঁধ্‌বার জন্যে ঠোঁটে করে' খড়কুটো নিয়ে ফুর্‌ফুরিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আরো দুদিন কাট্‌ল, ঝর্ণাগুলি ভরে' ভরে' ফেনিল হ'য়ে উঠেছে, দু'একটা প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে, জেলেরা ইষ্টিশান্‌ থেকে বাড়ি ফিরে চলেছে। সওদাগরের নৌকো দু'টো মাছে বোঝাই হ'য়ে শুক্‌নো ডাঙায় এসে ভিড়্‌ল; যেখানে মাছগুলো শুকোতে দেওয়া হবে তাকে ঘিরে প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে' গেল হঠাৎ। আমার জান্‌লা দিয়ে আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কোনো কোলাহলই এই কুঁড়ের কাছে এসে পৌছুচ্ছে না কিন্তু। আমি একা, এই এক্‌লাই আমাকে থাকৃতে হ'ল।

মাঝে মাঝে কেউ সমুখ দিয়ে চলে' যায়। এভাকে দেখ্লাম, সেই কামারের মেয়ে; দেখ্লাম তার নাকে দু'টি ব্রণ উঠেছে।

জিগ্গেস কর্লাম,—"কোথায় যাচ্ছ?"

"জ্বালানি-কাঠের খোঁজে।" ও মৃদুস্বরে বল্লে। কাঠ বেঁধে নেবার জন্যে হাতে ওর একটা দড়ি, মাথায় শাদা একটি রুমাল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখ্তে লাগ্লাম, কিন্তু ও ফিরে চাইল না।

তারপর অনেকদিন আর কাউকে আমি দেখিনি।

বসন্ত ডাক্ছে, সমস্ত বন কান পেতে সেই ডাক শুন্ছে। ভারি সুখ হয় যখন দেখি পাখীরা গাছের আগ্ডালে বসে' রৌদ্রের দিকে চেয়ে গান কর্ছে। কোনো কোনোদিন আমি রাত দুটোতেই জেগে উঠি, ভোরবেলা পশু-পাখীরা যে নির্ম্মল আনন্দটি অনুভব করে তারই স্বাদ পাবার জন্যে।

বসন্ত হয় ত' আমারো মনের দুয়ারে এসেছে; বারে বারে আমার রক্ত কা'র দু'টি পা ফেলার তালের মতো দুলে দুলে উঠ্ছে। আমি আমার কুটীরেই বসে' থাকি, ছিপ্ সুতো বঁড়শিগুলি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে' দেখ্ব ভাবি, কিন্তু কাজ কর্বার জন্য একটি আঙুলও নাড়্তে ইচ্ছা করে না,—একটি রহস্যময় আনন্দদায়ক চাঞ্চল্য আমার মনের আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে' রেখেছে।

প্যান্

হঠাৎ ঈশপ্‌টা লাফিয়ে উঠে গলা মুড়ি দিয়ে একটুখানি ঘেউ কর্‌লে। কেউ কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে বুঝি। তাড়াতাড়ি টুপিটা টেনে ফেলে দিলাম, দোরের কাছে জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডার গলা শোনা যাচ্ছে। কোনো শিষ্টাচারের দাবী না করে' ও আর ডাক্তার ওদের কথা মতো করুণায় আমার বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

"হ্যাঁ"—আমি ওকে বল্‌তে শুন্‌লাম—"বাড়িতেই আছে সে।" এই বলে' ও এগিয়ে এসে আমার হাতে ওর হাতখানি শিশুর অপার সরলতায় তুলে দিল। বল্লে,—"আমরা কালকেও এসেছিলাম, কিন্তু তুমি বাড়ি ছিলে না তখন।"

আমার কাঠের তক্তপোষের ওপর ছেড়া ময়লা কম্বলটার ওপর বসে' ও কুঁড়ের চারদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ডাক্তার লম্বা বেঞ্চিটার ওপর আমার পাশেই বস্‌ল। আমরা কথা কইতে স্থরু কর্‌লাম। খুব আরামের সঙ্গে গালগল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। কত কথা শোনালাম ওদের—এই বনে কত রকম জানোয়ার আছে, এই শীতে আমি কি কি জোগাড় কর্‌তে পারি নি। খালি বন-মোরগই মিল্‌ল।

ডাক্তার বেশি কিছুই বল্লে না, শুধু আমার বন্দুকের ওপর প্যান্-এর একটি ছোট্ট ছবি আঁকা দেখে তার পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যাখ্যা স্থরু কর্‌ল।

এড্ভার্ডা আচম্কা জিগ্গেস কর্লে—"কিন্তু যখন কোনো শিকার জোটেনা, কি করে' চালাও?"

"মাছ। মাছই বেশি। সব সময়ই কিছু না কিছু খাবার জুটে যায়।"

"কিন্তু খাওয়ার জন্য আমাদের ওখানেও ত' যেতে পার। এইখেনে এই কুঁড়েতেই গেল-বছর এক ইংরেজ ভাড়াটে ছিল, সে প্রায়ই আমাদের ওখানে খেতে যেত।"

এড্ভার্ডা আমার দিকে তাকাল, আমিও তাকালাম ওর দিকে। মনে হ'ল একটি মধুর অভিনন্দনের ইঙ্গিত যেন আমার হৃদয় স্পর্শ করছে। এই-ই যেন বসন্তের নির্ম্মল উজ্জ্বল প্রভাত! কি সুন্দর ওর ভুরু দুটির ভঙ্গিমা!

আমার এই ঘর সাজানো সম্বন্ধে কিছু বল্লে ও। দেখালে, পাখীর ডানা আর নানান্ রকম চাম্ড়া টাঙিয়েছি, ভেতর থেকে এই ঘরটাকে একটা নোংরা গুহার মতোই দেখায়। ওর কিন্তু ভারি পছন্দ হয়েছে। বল্লে—"হ্যাঁ, গুহাই বটে।"

এই অভ্যাগতদের দেবার মতো আমার কিছুই ত' নেই। ভাবলাম, আমোদ করে' একটা পাখী ওদের সিদ্ধ করে' দিই, আঙুল দিয়ে শিকারীদের মতো ওরা খাক্। আমোদ পাবে।

পাখী একটা রাঁধ্লাম।

এড্ভার্ডা সেই ইংরেজের কথা বল্তে লাগ্ল,—বুড়ো,

সঙ্কীর্ণচিত্ত, আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করে' বকে। সে ছিল রোমান্ ক্যাথলিক্, যখন যেখানে যেত লাল কালো আখরভরা একটা শোলোকের পুঁথি পকেটে নিয়ে।

ডাক্তার বল্লে—"সে তা' হ'লে আইরিশ ছিল বল?"

"আইরিশ?"

"হ্যাঁ। কেন না সে যে রোমান্ ক্যাথলিক্।"

এড্‌ভার্ডার মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, থতমত খেযে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলে।

"হয় ত' আইরিশ-ই হবে।"

তার পর ও কিন্তু ওর প্রফুল্লতাটি হারিযে ফেল্‌লে। ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হ'ল। ব্যাপারটাকে সোজা করে' দেবার জন্য বল্লাম—"না, তুমিই ঠিক বলেছ। ইংরেজ-ই ছিল সে। আইরিশরা নরোয়েতে বেড়াতে আসে না।"

একদিন নৌকোয় করে' মাছ শুকোবার ক্ষেতগুলি সবাই দেখে আস্‌ব ঠিক হ'ল ··

যাবার পথে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে মাছ ধর্‌বার যন্ত্রগুলা নিয়ে বস্‌লাম। দরজার ধারে পেরেকে আমার ঝাঁকি-জালটা ঝুল্‌ছে, মর্চেতে অনেক জায়গায় গেরো-গুলি ছিঁড়ে গেছে। স্ঁচ বার করে' মেরামত কর্‌তে বস্‌লাম, অন্য জালগুলির পানে তাকাতে লাগ্‌লাম। আজ্‌কে

কাজ করা কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী শক্ত লাগছে। এই কাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—এম্নি নানান্ আজগুবি চিন্তা মনে খালি ভিড় করে' আস্ছে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, জোমফ্রু এড্ভার্ডাকে বেঞ্চিতে জায়গা না দিয়ে সমস্তক্ষণ বিছানায় বসিয়ে রেখে অন্যায় করেছি। ওকে হঠাৎ ফের দেখে ফেল্লাম—সেই রক্তাভ মুখখানি, সেই গলা, কোমর সরু কর্বার জন্য ও ঘাঘ্রাটি সাম্নের দিকে খানিকটা নীচু করে' দিয়েছে; ওর বুড়ো আঙুলটিতে খুকির সারল্যের স্নিগ্ধতা যেন আমাকে বিহ্বল করে' তুলেছে। ওর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চাম্ড়ার ছোট ছোট কুঁচ্কানিগুলি যেন করুণায় ভরা! ওর মুখখানি ডাগর একটা গোলাপের মতো, লাবণ্যময়!

উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছু শুন্তে পাচ্ছিলাম না, শোন্বার কিছুই ছিল না হয ত'। দরজাটা আবার বন্ধ করে' দিলাম। ঈশপ্ ওর বিশ্রামস্থান থেকে উঠে এল, বুঝ্ল—আমি কিছুর জন্য ভারি চঞ্চল হ'যে উঠেছি।

হঠাৎ মনে হ'ল, ছুটে গিয়ে জোমফ্রু এড্ভার্ডার পিছু ধরে' ওর কাছ থেকে কিছু রেশমের সুতো চাই গে, আমার ছেঁড়া জাল সেলাই কর্বার জন্যে! তাতে কোনই ত' ফাঁকি বা ছল থাক্বে না, আমি এই জালটা নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাব, মর্চেয় এ একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

প্যান্

দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ে' গেল, আমাব মাছ-ধরার মশলা রাখার বাক্সের মধ্যেই রেশমের সুতো আছে,—যা দবকার তার চেয়ে ঢের বেশি। ধীরে ধীবে ফিবে এলাম। নিজের কাছেই রেশম-সুতো আছে বলে' মনটা ভারি দমে' গেল।

ঘরে যখন ফিরে এলাম, কিসেব একটি নিঃশ্বাস আমাকে স্পর্শ কর্‌ল। মনে হ'ল, এখানে আব আমি এক্‌লা নই।

৬

গুলি ছোঁড়া ছেড়ে দিয়েছি কি না একজন আমাকে জিগ্‌গেস করলে। দু' দিন মাছ ধরতে বেরোলেও, পাহাড়ে পাহাড়ে আমার গুলি ছোঁড়ার সাড়া তাব কানে পৌছোয়নি। গুলি আর ছুঁড়িনি বটে। যত দিন খাবার ছিল ঘরেই বসে' ছিলাম।

তৃতীয় দিনে বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরুলাম। অবণ্যানী সবুজ হ'যে আসছে, মাটি আর গাছের গন্ধ পাচ্ছি, স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলার আবরণ ফুঁড়ে তরুণ তৃণ মাথা তুলেছে। মনটা খুব ভারী, খালি বসে' থাকতে ইচ্ছা করে।

কাল সেই জেলেটার সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়া এ তিন দিন একটি মুখও দেখিনি। ভাবি, যেখানে, বনের যে-ধারটায় আগে একদিন জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা আর ডাক্তারকে দেখেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরবার মুখে সেইখানেই কারু সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে হয় ত'। হয় ত' ওরা সেই পথ ধরে'ই আবার বেড়াতে বেরিয়েছে, হয় ত'—হয় ত' বা নয়। আর সব ছেড়ে ওদের দু'জনের কথাই বা কেন ভাবি? দু'টো পাখী মেরে তখুনি রেধে ফেল্লাম। কুকুরটা বেঁধে রাখ্‌লাম তার পর।

প্যান্

শুক্নো মাটিতে শুয়ে শুয়ে খাই। পৃথিবীকে কে ঘুম পাড়িয়েছে। খালি খোলা হাওয়ার মৃদুল একটি নিঃশ্বাস আর এখানে সেখানে পাখীদের গুঞ্জন। শুয়ে শুয়ে দেখি, হাওয়ায় গাছের ডালপালাগুলি আস্তে আস্তে দুল্ছে; দুষ্টু হাওয়া, শাখায় শাখায় পরাগ চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছে আর যত সরল কিশোরী-কুসুমের মর্ম্মকোষ পরিপূর্ণ কর্ছে। সমস্ত বন আনন্দে ভরে' গেছে।

গাছের ডালে শুঁয়োপোকা নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে—অবিশ্রান্ত ওর চলা, বিরাম নেই ওর। কিছুই যেন দেখে না, ওপরে মাথা তুলে কি যেন ধর্তে চায়, মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নীল সুতোর গুটি দিয়ে ডালটার বরাবর কে তুর্কি-সেলাই কর্ছে। হয় ত' সন্ধ্যাশেষে ও ওর চলার শেষ পাবে।

সুষুপ্ত! উঠি, চলি, ফের বসি, ফের উঠে পড়ি। প্রায় চারটে হ'ল। ছ'টার সময় বাড়ি গেলেই চল্বে, দেখি কারো সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় কি না। আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা কর্তে হবে। এম্নিই অস্থির হ'য়ে উঠেছি,—জুতোব থেকে ধূলো ঝাড়ি, জামার থেকে খড়কুটোগুলো। যে-সব জায়গা দিয়ে হাঁটি, সবাইর সঙ্গেই আমার চেনা আছে। গাছ আর পাথরগুলি তেম্নি চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে, পায়ের নীচে পাতাগুলি খস্খস্ ফিস্ফিস্ করে' ওঠে। এই একঘেয়ে নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া, এই সব পরিচিত

গাছপালা পাথর আমার কাছে অনেকখানি। আমার সমস্ত অন্তরে অব্যক্ত ধন্যবাদ পুঞ্জিত হ'য়ে উঠে—সবাই আমার প্রতি প্রসন্ন, সব যেন আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—সব কিছুকেই ভালোবাসি আমি।

একটা ছোট মরা ডাল কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বসে' বসে' ওর দিকে চেয়ে থাকি, আর নিজের কথা ভাবি। ডালটা প্রায় পচে' এসেছে, ওর জীর্ণ বাকল আমাকে স্পর্শ কর্‌ছে, সমস্ত হৃদয় করুণায় ভরে' উঠেছে। ফের যখন উঠে পড়ি, ডালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলি না, ধীরে ধীরে শুইয়ে রাখি, আর ওকে ভালোবাসি—এমন চোখে ওর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একেবারে চলে' যাবার আগে আর একবার ওর দিকে ভিজা চোখে তাকাই—হয় ত' ওখানে ও একলা পড়ে' থাক্‌বে।

পাঁচটা। রোদ আজ আর আমাকে সময় ঠিক করে' বলে' দিতে পার্‌ছে না। সমস্ত দিনই ত' পশ্চিমমুখে হাঁট্‌ছি। কুটীরের কাছে রৌদ্রের যে-চিহ্নটি আমার চেনা, সে-চিহ্নটি পড়্‌বার আধ ঘণ্টা আগেই এসে পড়ি যেন। জানি, তবু মনে হয়, ছ'টা বাজতে আরো এক ঘণ্টা বাকি। তাই ফের উঠে পড়ি, একটু হাঁটি। পায়ের তলে পাতাগুলি তেম্‌নি কথা কয়ে' ওঠে। এম্‌নি করে' এক ঘণ্টা কাটে।

ছোট ঝর্ণাটির পানে তাকাই—আর সেই কারখানাটার

দিকে। সারা শীত বরফেই ঢাকা ছিল ওটা। কারখানা চল্‌ছে, ওর গোলমাল আমাকে নাড়া দিলে, তক্ষুনিই থাম্‌লাম।

"অনেকক্ষণ বাইরে আছি।" জোরে বলি। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যাথার শিখা যেন ধেয়ে চলে, তক্ষুনি ফিরি, ঘরমুখো পাড়ি দিই। অনেকক্ষণ বাইরে কাটালাম—এই কেবল মনের মধ্যে গুম্‌রে ওঠে। জোরে চলি, তার পর দৌড়ুই। কি যেন কি একটা কিছু হয়েছে, ঈশপ্ বোঝে, দড়িটা টানে,—আমাকে টেনে নিয়ে চলে, মাটি শোঁকে আর সন্দেহে নিঃশ্বাস ফেলে—চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে যেন। শুক্‌নো পাতা চারিদিকে মর্ম্মরিত হচ্ছে! যখন বনের ধারে এলাম, কেউই নেই সেখানে —না; সব নিঝুম, সেখানে কেউ নেই।

"এখানে কেউই নেই।" নিজেকে বলি। আশা মিট্‌ল না বলে' খুব খারাপ লাগে না কিন্তু।

বেশিক্ষণ দেরি কর্‌লাম না, চল্‌লাম, কুটীর পেরিয়ে গেলাম, —একেবারে সিরিল্যাণ্ড-এ। সঙ্গে ঈশপ্, আমার ব্যাগ আর বন্দুক—যা কিছু আমার সম্পত্তি।

ম্যাক্ আন্তরিক বন্ধুতায় আমাকে আপ্যায়িত কর্‌লে। খাবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লে।

৭

আমার চার পাশের লোকেদের মন হয় ত' পাঠ করতে পারি একটু একটু—এমনি মনে হয়—কিন্তু মোটেই হয় ত' তা নয়। যখন আমার দিন ও মন ভালো থাকে, মনে হয় অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন ওদের প্রাণের তল খুঁজে পাই—আমি নাই বা হ'লাম বিদ্বান, নাই বা চতুর। একটি ঘরে সবাই বসি—কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি মেয়ে আর আমি, ওদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে, ওরা আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে, সব যেন দেখতে পাই, বুঝি। ওদের চোখের দীপ্তির দ্রুত অল্প একটুখানি পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি যেন আছে, মাঝে মাঝে রক্তের ছোপে ওদের গাল রঙিন হ'য়ে ওঠে, কখনো কখনো বা অন্যদিকে চাইবার ভাণ করে' লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখে। বসে' বসে' এই সব লক্ষ্য করি। কেউ কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে না, আমি ওদের সমস্ত হৃদয় আঁতি-পাতি করে' খুঁজে ফিরছি,—সব দেখে ফেলেছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাই মনে হ'ত—যার সঙ্গে দেখা তারই অন্তরখানি আমার চোখের কাছে খোলা রয়েছে। কিন্তু হয় ত' তা নয়, নয়।···

সমস্ত সন্ধ্যাটা ম্যাক্-এর বাড়িতেই কাটালাম। তক্ষুনি চলে'

যেতে পার্‌তাম, ওখানে বেশিক্ষণ বসে' থাক্‌তে ভালো লাগ্‌ছিল না বটে,—কিন্তু আমার সমস্ত মন এ দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলে'ই কি এখানে আসি নি? এখুনিই চলে' যাই কি করে'? হুইষ্ট খেল্‌লাম আমরা, খাওয়ার পব তাড়ি খেলাম। ঘবের খানিকটা আমার পেছনে, মাথা সমুখের দিকে নোযানো—আমাব পেছনে এড্‌ভার্ডা যাওয়া আসা কর্‌ছিল। ডাক্তাব বাড়ি চলে' গেছে।

ম্যাক্ তার নতুন বাতিগুলিব ঢং আমাকে দেখাতে লাগ্‌ল—উত্তব-জেলায় এই প্রথম মোমবাতির লণ্ঠন। চমৎকার ওগুলো, তলায় ভারী সিসের পা। ম্যাক্ রোজ সন্ধ্যায় নিজেই ওগুলো জ্বালায়, পাছে দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা হয়। সে দু' একবাব তাব ঠাকুরদা কন্‌সাল্-এর গল্প কর্‌লে।

আঙুল দিয়ে ওর জামার হীরেটা দেখিয়ে বল্লে—"এই ব্রুচ্‌টা কার্ল জোহান্ নিজের হাতে আমার ঠাকুবদা কন্‌সাল ম্যাক্‌কে দিয়েছিলেন।"

ওর স্ত্রী মরে' গেছে, একটা ঘরে তার চিত্রিত ফটোটা দেখাল। মেয়েটিকে দেখ্‌তে খুব সম্ভ্রান্ত, মাথায় লেস্-ওয়ালা টুপি, মুখের হাসিটি ভারি অকুণ্ঠ। সেই ঘরেই একটা বইয়ের তাকে কতকগুলি পুরোনো ফরাসী বই, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হয় ত'। সোনালিতে মোড়া, অনেক মালিকই গায়ে গায়ে তাঁদের নাম

খুদেছেন। কতগুলি শিক্ষাসম্বন্ধীয় বইও দেখা গেল—ম্যাক্-এর বিদ্যাবুদ্ধি বলে' কিছু আছে তা হ'লে।

গুদাম-ঘর থেকে ওর দুই সহকারীকে ডাকা হ'ল হুইষ্ট্-এর খেড়ু হ'তে। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে খেলে, ভয়ে ভয়ে হিসাব রাখে, গোণে অথচ ভুল করে। একজনকে এড্ভার্ডা নিজের হাতে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

আমি গ্লাশটা উল্টে দিলাম, দাঁড়িয়ে পড়লাম লজ্জায়।

"ঐ যা—গ্লাশটা উল্টে গেল।" বল্লাম।

এড্ভার্ডা খিল্খিল্ করে' হেসে উঠল। বল্লে—"যাক্ গে, তাতে আর কি।"

সবাই হেসে আমাকে আশ্বস্ত করলে যে ওতে কিছুই হয় নি। গা-টা মুছে ফেল্বার জন্য একটা তোয়ালে দিলে, ফের খেলা চল্ল। এগারোটা বেজে গেল দেখ্তে দেখ্তে।

এড্ভার্ডার হাসিতে মনে অস্পষ্ট একটি ব্যথা বোধ হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে চাইলাম, ওর মুখ যেন আর তত সুন্দর নয়, যেন নেহাৎ বাজে হ'য়ে গেছে। সহকারীদের ঘুমুতে যাবার সময় হয়েছে বলে' ম্যাক্ খেলা ভেঙে দিলে। তারপর সোফায় হেলান্ দিয়ে বসে' আমার সঙ্গে পরামর্শ সুরু করলে—বাড়ির সমুখে কি রকম সাইন-বোর্ড দেওয়া যায়। আমার মতে কি রঙ সব চেয়ে ভালো মানাবে ?

প্যান্

ভালো লাগ্‌ছিল না এ সব, কিছু না ভেবেই বল্লাম—"কালো।"

ম্যাক্ তক্ষুনিই তাতে রাজি হ'ল। বল্লে—"কালো? হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাব্‌ছিলাম। ঘন কালো রঙে 'নূন আর পিপে'—চমৎকার দেখাবে। এড্‌ভার্ডা, তোমার ঘুমুতে যাবার সময় হয় নি?"

এড্‌ভার্ডা উঠে আমাদের হাত নেড়ে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে' গেল। আমরা বসে'ই রইলাম। গেল-বছরে যে রেল-লাইন খোলা হয়েছে তারই গল্প সুরু হ'ল—প্রথম টেলিগ্রাফ লাইনের গল্প।

"যখন এখানে টেলিগ্রাফ্ আসবে, সে ভয়ানক আশ্চর্য্য কাণ্ড হবে কিন্তু।"

চুপচাপ।

"এই রকমই হয়।" ম্যাক্ বল্লে—"সময় ভেসে চলেছে। আজ আমার ছেচল্লিশ বছর বয়সে চুল আর দাড়ি পেকে উঠেছে। তুমি আমাকে দিনের বেলায় দেখ্‌লে যুবক বলে'ই ভাব্‌বে নিশ্চয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে একলা বসে' আমি আমার যৌবনকে বেশি করে' অনুভব করি। একা বসে' বসে' 'পেশান্স্' খেলি। চারদিক একটুখানি অগোছাল করে' রাখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়। হা হা।"

"অগোছাল করে' রাখ্‌লে?" জিগ্‌গেস কর্‌লাম।

"হ্যাঁ।"

মনে হ'ল ওর চোখে যেন পড়্তে পারি···

জায়গা ছেড়ে উঠে ও জান্লার কাছে গিয়ে বাইরের পানে তাকাল। একটুখানি নীচু হ'ল, ওর লোমশ ঘাড়টা দেখ্লাম। আমিও উঠ্লাম। চারদিক চেয়ে ও ওর লম্বা ধারালো-মুখ জুতো বাড়িয়ে আমার কাছে হেঁটে এল, ওয়েষ্ট্কোটের পকেটে দু'টো বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বাহু দু'টো একটু দোলালে, যেন ও দু'টো ওর পাখা,—তারপর হাস্ল। দরকার হ'লে ওর নৌকো নেবার কথা ফের বল্লে। পরে হাত বাড়িয়ে দিলে।

"দাঁড়াও একটু, আমিও যাব।" বলে' বাতিগুলি নিবিয়ে দিলে। "হ্যাঁ, একটু হাঁট্তে ইচ্ছে করছে; এখনো রাত ত' বেশি হয়নি।"

আমরা বেরুলাম।

কামারের বাড়ির ধারের রাস্তা দেখিয়ে ও বল্লে—"এই পথে;—সোজা হবে।"

"না। ঐ ঘাটের রাস্তা ঘুরেই সোজা হবে।"

এই নিয়ে একটু তর্ক হ'ল, কেউই কারু কথায় রাজি হই না। জান্তাম, আমারটাই সোজা, তবুও ও কেন যে বারে বারে ঐ রাস্তার পক্ষ নিচ্ছে বোঝা কঠিন। ও বল্লে, যে যার

রাস্তায় যাক্, যে আগে যাবে সে কুঁড়েতে অপরের জন্য অপেক্ষা করবে।

দু'জনে রওনা হ'লাম। ও দেখ্তে না দেখ্তেই বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

যেমন হাঁটি তেম্নি হাঁটছিলাম। মনে হ'ল নিশ্চয়ই পাঁচ-মিনিট্ আগে গিয়ে পৌঁছুব। কুঁড়েয় গিয়ে দেখি ও আগেই এসেছে কিন্তু। আমাকে দেখেই হেঁকে উঠ্ল—"কি বলেছিলাম হে? আমি বরাবর এ পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি—এ-ই সব চেয়ে সোজা।"

বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম। ও শ্রান্ত হয়নি, দৌড়ে এসেছে এম্নিও মনে হয় না কিন্তু। বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, বন্ধুর মতো শুভরাত্রি জানিয়ে চলে' গেল সেই পথ দিয়েই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্তে লাগ্লাম, এ ভারি অদ্ভুত তো! দূরত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাব কিছু ধারণা ছিল বলে'ই ত' জান্তাম—দু' পথ দিয়েই ত' বহুবার যাতায়াত করেছি। তবে? তুমি ফের ভাল মানুষ সেজে এম্নি করে' দুষ্টুমি কর্‌ছ, ম্যাক্! সমস্ত জিনিসই কি ফাঁকি?

বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে-না-যেতে ওর পিঠটা আবার দেখ্লাম।

ওর পেছনে পেছনে চলেছি তাড়াতাড়ি, কিন্তু অতি সন্তর্পণে।

প্যান্

সমস্ত রাস্তা ও ওর মুখ মুছ্ছে ; দৌড়ে আসেনি—এ কথা আর বিশ্বাস কর্‌ব না ! আবার খুব আস্তে আস্তে চলি, আব সতর্ক হ'য়ে ওকে পর্য্যবেক্ষণ কবি। কামারেব বাড়ির কাছে ও থাম্‌ল। লুকিয়ে পড়্‌লাম,—দরজা খুলে গেল ; ম্যাক্ বাড়ির মধ্যে ঢুক্‌লে।

সমুদ্র আর ঘাসেব দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌তে পারি রাত একটা হয়েছে।

৮

নিশ্চিন্তে আরো ক'টা দিন কাট্‌ল, অরণ্য আর এই অসীম নির্জ্জনতাই আমার বন্ধু। একাকী থাকা কা'কে বলে আগে জানি নি। এখন ভরা বসন্তের দিন, নানান্‌ গুল্মের জন্মোৎসব, কলকণ্ঠ পাখীর দল বেরিয়ে এসেছে,—সব পাখীকেই চিনি। নির্জ্জনতা ভাঙ্‌বার জন্য মাঝে মাঝে পকেট্‌ থেকে দু'টো মুদ্রা বা'র করে' বাজাই। ভাবি, যদি ডাইডেরিক্‌ আর ইসেলিন্‌ এসে দাঁড়ায় চোখের কাছে!

রাত ফের ছেয়ে আসে, সূর্য্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হ'য়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। এ রাতগুলি ভরে' যা-তা সব ভাব্‌ছি, কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না। প্যান্‌ কি তরুশাখায় বসে' আমাকে লক্ষ্য কর্‌ছে—কি করি আমি? ওর উদর বুঝি উন্মুক্ত, নীচু হ'য়ে বসে' নিজের উদর থেকেই বুঝি পান কর্‌ছে ও? তবু ভুরু কুঁচ্‌কে আমাকে দেখ্‌ছে, সারা গাছ ওর নিঃশব্দ হাসির আলোড়নে কাঁপ্‌ছে, আমার মায়াবী চিন্তাস্রোত দেখে।

বনের সবখানে মর্ম্মরধ্বনি জেগেছে, পশুগুলি জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পাখীরা পরস্পরকে ডাকাডাকি কর্‌ছে, ওদের ইসারায়

বাতাস যেন ভরে' গেল। মে-বাগ্ পাখীর বিদায় নেবার তারিখ এল, ওর অস্পষ্ট গুঞ্জন রাতের পোকার গুন্‌গুনানির সঙ্গে মিশে গেছে—যেন বনের আনাচে-কানাচে ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ চলেছে কা'দের। এত শোন্‌বার রয়েছে এখানে। দিন-রাত আমি ঘুমুইনি—খালি ডাইডেবিক্ আর ইসেলিন্-এর কথা ভেবেছি।

ভাবি, "হয় ত' ওবা এসে পড়্‌বে।" ইসেলিন্ ডাইডেরিক্‌কে হয় ত' একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বল্‌বে: "খাড়া থাক এখানে, পাহাবা দাও। এই শিকারীকে দিয়ে আমি আমার জুতোর ফিতে বেঁধে নেব।"

সেই শিকারী ত' আমি-ই। আমার দিকে এমন করে' ও চাইবে যে, সে-দৃষ্টির মানে আমি বুঝ্‌ব। কখন সে আসে আমার হৃদয় তা জানে, তখন হৃদয় আর দোলে না, ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে। ওর পোষাকের তলায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আগাগোড়া ও নগ্ন; ওর গায়ের ওপর আমার হাত রাখি।

"জুতোর ফিতে বেঁধে দাও।" রাঙা গালে ও আমাকে বলে। খানিকবাদে আমার মুখের, ঠোঁটের কাছে ওর মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে' বলে: "বাঃ, তুমি আমার জুতোর ফিতে বাঁধ্‌ছ না, তুমি বাঁধ্‌ছ না, বাঁধ্‌ছ না আমার..."

কিন্তু সূর্য্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হ'য়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। বাতাস অস্ফুট গুঞ্জরণে ভরা।

এক ঘণ্টা বাদে মুখের কাছে এসে ফের বলে: "এবার তোমাকে ছেড়ে চল্লাম।"

ফিরে ফিরে আমার পানে হাত নাড়ে, মুখ ওর তখনো রাঙা, কোমল, খুসিতে উছ্‌লে উঠেছে। আবার ফেরে, আবার হাত নাড়ে।

কিন্তু ডাইডেরিক্ গাছের তলা থেকে বেরিয়ে এসে শুধোয়: "ইসেলিন্, কি করেছ? আমি ত' দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্ বলে: "কি দেখ্‌লে? কিছুই করি নি ত'।"

"দেখেছি, কি করেছ।" ফের বলে: "দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্-এর হাসির তরঙ্গ বনে বনে প্রতিধ্বনিত হয় তারপর, ডাইডেরিক্-এর সঙ্গে যায়,—ওর সর্ব্বদেহ আতুর, আনন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে। কোথায় চলেছে ও? আর কোন্ মৃত্যুপিপাসু মানুষের দুয়ারে, কোন্ বনের শিকারীর কাছে!

মাঝ রাত। ঈশপ্ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে নিজের মনে শিকার খুঁজ্‌ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওর চীৎকার শুন্‌লাম। ওকে যখন পাকড়াও কর্‌লাম, রাত তখন একটা। একটি মেয়ে ছাগল চরিয়ে আস্‌ছে, পায়ে মোজা বাঁধা, গুন্‌গুনিয়ে সুর ভাঁজ্‌ছে আর চারদিক চাইছে। বনে এই মাঝরাতে কি কর্‌ছিল ও? না না, কিছুই না। অস্থির হ'য়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বুঝি, হয় ত' বা সুখেই, কে জানে! ভাব্‌লাম, নিশ্চয় ও বনে বনে

ঈশপের আর্তনাদ শুনেছে, আর নিশ্চয় ভেবেছে—আমি বাইরে বেরিয়েছি।

কাছে আস্তেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম—ভাবি পাৎলা টুক্‌টুকে মেয়েটি! ঈশপ্-ও দাঁড়িয়ে ওকে দেখ্‌ছে।

"কোত্থেকে আস্‌ছ?" শুধোই।

"কারখানা থেকে।" মেয়েটি বলে।

কিন্তু এত রাতে কারখানায় ও কী কাজ করে?

"এত রাতে বনে বেরিয়ে আস্‌তে ভয় করে না তোমার?" বলি—"তুমি এত হাল্‌কা, এত ছোট্টটি।"

মেয়েটি হাসে, বলে—"আমি আর ছোট্টটি নই—আমার বয়স উনিশ।"

কিন্তু উনিশ ও হ'তে পাবে না, নিশ্চয়ই দু' বছর মিথ্যা করে' বেশি বল্‌ছে, ও মোটে সতেরো। বয়েস ভাঁড়িয়ে ওর কি হবে?

বলি—"বোস, তোমার নাম কি?"

ও আমার পাশে বসে' লজ্জায় একটু রাঙা হ'ল, বল্‌ল—ওর নাম হেন্‌রিয়েট্‌।

শুধোই—"তোমাকে কি কেউ ভালোবাসে হেন্‌রিয়েট্? সে কি তোমাকে কখনো বাহুর মাঝে নিয়ে জড়িয়েছে?"

"হ্যাঁ।" লজ্জায় একটু হাসে মেয়েটি।

"ক'বার?"

প্যান্

মেয়েটি কথা কয় না।

"ক'বার ?" আবার শুধোই।

"দু'বার।" আস্তে বলে।

ওকে টেনে আন্‌লাম বুকের কাছে। বলি—"কেমন করে' জড়াত ? এম্‌নি করে' ?"

"হাঁ!" ও ফিস্‌ফিস্ করে' ভয়ে ভয়ে বলে।

তাড়াতাড়ি চারটে বাজে।

৯

এড্ভার্ডার সঙ্গে খানিক কথা হ'ল।

"শিগ্গিরই বৃষ্টি এসে পড়্বে।" বল্লাম।

"ক'টা বেজেছে?" ও শুধোল।

সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—"পাঁচটা হবে।'

"রোদ দেখে সময় ঠাহর কর্‌তে পার?"

"পারি।"

চুপচাপ।

"আর যখন রোদ থাকে না, কি করে' বল তখন?"

"তখন আর-আর সব জিনিস দেখে বলি। জোয়ার-ভাটা দেখে, ঘাসের রং বদ্‌লানো দেখে, পাখীর গান শুনে,—এক পাখীর দল বিদায় নেয়, অন্য পাখীর দল গান ধরে। সন্ধ্যায় যে-সব ফুল চোখ বোজে, তাদের দেখে বল্‌তে পারি,—ঘাসেরা কখনো তাজা সবুজ, কখনো ফ্যাকাশে। তা ছাড়া, আমি অনুভব-ই করতে পারি।"

"ও!"

বৃষ্টি এসে পড়্বে বুঝি, এড্ভার্ডাকে বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড়

করিয়ে রাখা ঠিক হবে না, টুপিটা তুল্‌লাম। কিন্তু তক্ষুনি ও কি একটা প্রশ্ন করে' আমাকে বাধা দিলে; দাঁড়ালাম। ও লজ্জিত হ'য়ে জিগ্‌গেস কর্‌লে আমি এখানে এসেছি কেন? কেন গুলি ছুঁড়ি, এ ও তা। খাবার যা দরকার তার বেশি কেন মারি না, কেন কুকুরটাকে আলসে করে' রাখি?…

ওকে ভারি রাঙা, নম্র দেখাচ্ছে। মনে হ'ল, কেউ কিছু আমার বিষয় ওকে বলে' থাক্‌বে, নিজের থেকে ও এ-সব কিছু জিগ্‌গেস কর্‌ছে না। কি জানি কেন, ওর প্রতি স্নেহে মন আর্দ্র হ'য়ে এল, ওকে ভারি অসহায় দুঃখী মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, বেচারীর মা নেই, ওর শীর্ণ বাহু দু'টি দেখে মনে হয়, ওকে কেউ যত্ন করে না। ওর জন্য মন যেন গলে' যায়।

আমি গুলি ছুঁড়ি হত্যা কর্‌তে নয়, জীবনধারণ করতে মাত্র। আজ্‌কে আমার শুধু একটা বিল-মোরগের দরকার ছিল, তাই দু'টো মারি নি, কাল্‌কে আরেকটা মার্‌ব। বেশি মেরে কি হবে? বনে থাকি বনের ছেলের মতো।

জুন্-এর গোড়ায় খরগোস, পাহাড়ি মোরগ পাওয়া যেত,—এখন মার্‌বার কিছুই নেই দেখ্‌ছি। বেশ, এবার জাল নিয়ে বেরুব, মাছ খেয়েই দিন যাবে। মেয়েটির বাপের কাছ থেকে নৌকা ধার নিয়ে দাঁড় টান্‌তে লেগে যাব। সত্যি সত্যিই, হত্যা কর্‌বার আনন্দে নয়, শুধু বনে থাক্‌তে হবে বলে'ই গুলি ছুঁড়ি।

প্যান্

বন আমার বেশ জায়গা। খাবার সময় সোজা হ'য়ে চেয়ারে বস্‌তে হয় না, মাটিতে গা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে খাই—এখানে গ্লাশ উল্টে ফেলি না আর। যা খুসি তাই করি এ বনে, ইচ্ছা কর্‌লে চিৎ হ'য়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকি, যা খুসি নিজের মনে আওড়াই। কখনো কখনো কারো কোনো কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছা করতে পারে,—মনে হয় যেন বনের ঘুমন্ত হৃদয় থেকে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

ওকে জিগ্‌গেস করি ও এ সব কিছু বুঝ্‌ছে কি না। ও হাঁ বলে।

ওর চোখ দু'টি আমার মুখের ওপর, তাই আরো বলে' চলি।

"এই বনে যা সব দেখি, তা যদি শোন!" বলি, "শীতকালে বরফের ওপর পাহাড়ি মোরগের পায়ের চিহ্ন ধরে' ধরে' চলি। হঠাৎ আর পথ চেনা যায় না, পাখীটা ডানা মেলে পালিয়েছে। শিকার কোন্ দিকে ভেগেছে, ডানার চিহ্ন দেখে বুঝি, তাকে ধরি। সব সময়েই কিছু না কিছু নতুন জুটে যায়। শরৎকালে উল্কা দেখা যায়। একা বসে' বসে' ভাবি—কি এটা? কোনো জগতের সহসা বুঝি ওলোট্‌পালোট্ হ'য়ে গেল? আমার চোখের সাম্‌নে একটা পৃথিবী টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেল বুঝি! ভাব্‌তে কী সুখ লাগে যে জীবনে এই উল্কাপাত দেখ্‌তে চোখের দৃষ্টি

পেয়েছিলাম। তারপর গ্রীষ্ম যখন আসে, মনে হয় প্রত্যেকটি পাতায় যেন একটি করে' পোকা বাসা বেঁধেছে। দেখি কারো কারো পাখা নেই, তাদের দিয়ে পৃথিবীতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না বটে, কিন্তু ঐ একটুখানি ছোট পাতার পৃথিবীতে ওরা বাঁচে আর মরে' যায়।

"মাঝে মাঝে নীল মাছি-ও দেখি। কিন্তু ও নেহাৎ-ই এত ছোট যে ওর বিষয় কি আর কইব? যা বল্‌ছি তুমি সব বুঝ্‌ছ ত'?"

"হাঁ, হাঁ, বুঝ্‌ছি।"

"বেশ। মাঝে মাঝে ঘাসের দিকে তাকাই, ও-ও হয় ত' আমাকে দেখে, কে বল্‌তে পারে? নিরালা ঘাসের ডগাটি দেখি, একটু একটু কাঁপ্‌ছে, ও হয় ত' আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবে। এখানে ছোট একটি তৃণাঙ্কুর কাঁপ্‌ছে—এই খালি ভাবি। যদি কখনো ফার্-গাছের দিকে চোখ পড়ে, ওর একটি শাখা আমার মনকে একটু নাড়া দেয় হয় ত'। কখনো ওপারে ঐ জলা-জায়গাটায় কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়,—মাঝে মাঝে।"

ওর দিকে তাকালাম, সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে' শুন্‌ছে। ওকে যেন চিনি না। এত তন্ময় হ'য়ে গেছে যে নিজের সম্বন্ধে কোন চেতনা নেই—ভারি কুৎসিত বোকার মতন দেখাচ্ছে ওকে, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে।

"বেশ।" ও উঠে পড়্ল।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা টপ্‌টপ্ ক'রে পড়্তে সুরু করেছে।

"বৃষ্টি এল।" বল্লাম।

"ও। হাঁ, বৃষ্টি এসে গেল।" বলে'ই চ'লে' গেল ও।

বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা হ'ল না, নিজের পথে নিজেই গেল। কুঁড়ের দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেল্‌তে লাগ্‌লাম। কয়েক মিনিট বাদে জল জোরে নেমে এল। কে যেন আমার পেছনে ছুটে আসছে, হঠাৎ শুনতে পেলাম। এড্‌ভার্ডা। দাঁড়ালাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ছিল ও—"ভুলে গেছ্‌লাম বল্‌তে। আমরা দ্বীপগুলিতে বেড়াতে যাচ্ছি—শুক্‌নো ডাঙায়, জান? ডাক্তার কাল আসবে। তোমার সময় হবে?"

"কাল? হাঁ, খুব। ঢের সময় আছে আমার।"

"বল্‌তে ভুলে গেছ্‌লাম।" ও ফের বল্লে, হাসলে-ও।

চ'লে' গেল, ওর পায়ের শীর্ণ সুন্দর পেছন দু'টি দেখ্‌লাম, গোড়ালি থেকে সুরু করে' সবটা ভিজা। ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে।

১০

আরেক দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সে-দিন আমার গ্রীষ্ম এসেছিল। রাত থাক্‌তেই রোদ উঠে পড়্‌ল, ভোরবেলাকার ভিজা মাটি শুকিয়ে গেল। গেল-দিনের বৃষ্টির পর বাতাস হাল্‌কা হ'য়ে এসেছে।

জলা-মাটিতে বিকেলের দিকে এসে পৌছুলাম। জল একটুও নড়্‌ছে না, দ্বীপ থেকে ওদের কথা ও হাসির টুক্‌রো ভেসে আস্‌ছিল, পুরুষ ও মেয়েরা মাছ ধর্‌ছে। সুখ-সন্ধ্যা।

সুখের সন্ধ্যাই নয় কি? দুই নৌকায় দল বেঁধে চলেছি, সঙ্গে ঝুড়ি-ভরা খাবার আর মদ, আর তরুণী মেয়েরা,—পরনে পাৎলা ফুর্‌ফুরে পোষাক। এত স্ফূর্ত্তি লাগ্‌ছিল যে গুন্‌গুনাতে সুরু কর্‌লাম।

নৌকোয় বসে' ভাব্‌ছিলাম এ সব তরুণ তরুণীদের বাড়ি কোথায়? লেন্সমেণ্ড্‌-এর আর জেলা-ডাক্তারের মেয়েরা, একটি শিক্ষয়িত্রী, আর মঠের কয়েকটি মহিলা—আগে এদের কাউকে দেখিনি। আমার অচেনা সবাই, কিন্তু এমন বন্ধুতা বোধ কর্‌ছিলাম যে আমাদের যেন বহু বছর আগের থেকেই চেনা

আছে। কয়েকটা ভুলও করে' বস্‌লাম, এত ঘনিষ্ঠতা লাগ্‌ছিল যে মাঝে মাঝে যুবতী মহিলাদের 'তুমি' বলে' ফেলেছি, কিন্তু তারা তাতে কোনো দোষ নেয় নি। একবার 'আমার প্রিয়া' পর্য্যন্ত বলে' ফেলেছিলাম, ওরা আমাকে তাও ক্ষমা করেছে,—যেন শোনে নি।

ম্যাক্-এর গায়ে সেই ইস্ত্রি-না-করা শার্টটা—বুকের কাছে সেই হীরেটা। মেজাজ খুব স্ফূর্ত্তিবাজ,—পাশের নৌকোর সঙ্গে ডাকাডাকি কর্‌ছে।

"ঐ পাগ্‌লারা, বোতলের ঝুড়ি দেখ্‌ছ ত'? ডাক্তার, মদের জন্য দায়ী কিন্তু তুমি।"

"ঠিক।" ডাক্তার চেঁচাল। পাশাপাশি নৌকো দু'টোর আলাপ শুন্‌তে ভারি মিঠা লাগ্‌ছিল।

কাল্‌কের সেই জামাটা এড্‌ভার্ডা আজো পরে' এসেছে, যেন ওর আর জামা নেই, বা যেন আর কিছু পর্‌তে চায় না ও। জুতো জোড়াও তেম্‌নি। মনে হ'ল ওর হাত দু'খানি আজ্‌কে আর তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু মাথায় খুব আন্‌কোরা নতুন টুপি, তাতে পালক গোঁজা। সঙ্গে সেই রঙ্-করা জ্যাকেট্‌টা নিয়ে এসেছে, সেটা পেতে তার ওপর ও বস্‌ল।

ম্যাক্ অনুরোধ কর্‌তে ডাঙায় নাম্‌বার আগে একটা গুলি ছুঁড়লাম; দুটোই পাখী—ওরা হুল্লোড় করে' উঠ্‌ল। দ্বীপটা

প্যান্

সবাই ঢুঁডলাম, মজুববা আমাদেব অভিনন্দন কবুল—ম্যাক্ তাব স্বজনবর্গেব সঙ্গে আলাপ সুরু কবুল। ডেজি আব গাঁদাফুল বোতামেব গর্ত্তে গুঁজ্‌লাম, কেউ কেউ বা ঘেঁটুফুল।

আব, সমুদ্র-পাখীদেব চীৎকাব পাবে আব ওপবে—

ঘাসেব ওপব তাবু ফেল্‌লাম, কযেকটা বেঁটে ভূর্জ্জগাছ মাথা চাডা দিযে উঠেছে, বাকলগুলি সব শাদা। ঝুডি খোলা হ'ল, ম্যাক্ বোতলেব তদাবক কবুতে লাগ্‌ল। ফুবফুবে পোষাক, নীল চোখ, গ্লাশেব ঠিন্‌ঠিন্, সমুদ্র, শাদা পাল। একটু গানও হ'ল।

গালগুলি সব বাঙা।

এক ঘণ্টা বাদে। আমাব মন তাজা হ'যে উঠেছে, ছোট ছোট জিনিসগুলি পর্য্যন্ত আমাকে নাডা দেয়। টুপিব থেকে একটি ওডনা হাওযায দোলে, একটি মেযেব চুল নীচেব দিকে নেমে এসেছে, হাসিব চোটে ছু'টি ডাগব চোখেব পাতা বুজে আসছে—সব আমাকে ছোঁয়। সেই দিন, সেই দিন।

"শুনেছি আপনাব ওখানে অদ্ভুত একটি কুঁডে আছে।"

"হাঁ, পাখীব-বাসা। সেই আমাব 'সব পেযেছি'-ব দেশ। একদিন চলুন না,—ধাবে পাবে কোথাও এমন কুঁডে নেই। ওব পেছনে অগাধ বিশাল বন।"

আরেক জন আসে, মিষ্টি করে' বলে: "উত্তরে এদিকে আর আসেন নি কোনো দিন?"

বলি—"না। সবই জান্তাম বটে আগে। রাত্রে আমি পাহাড়েব মুখোমুখি দাঁড়াই, পৃথিবীব, সূর্য্যের। যাক্, কবিত্ব করব না। কী চমৎকাব গ্রীষ্ম এখানে! আমাদের ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ও জন্ম নেয়, সকাল বেলা ওর ছোঁয়া পেয়ে আমরা চম্‌কে উঠি। সেদিন জান্‌লা দিয়ে চেয়ে থাক্‌তে-থাক্‌তে ওকে দেখে ফেল্‌লাম। আমাব ঘরে ছোট্ট দুটি জান্‌লা আছে।"

আবেক জন আসে। মিষ্টি গলা, ছোট দু'টি হাত,—সুন্দব মেয়েটি! বলে: "ফুল বদল কর্‌বে?—ববাত খোলে।"

হাত বাড়িয়ে বলি—"করব। তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি কি সুন্দব, কি মিষ্টি গলা, সমস্ত ক্ষণ শুন্‌ছিলাম।"

তক্ষুনি ঘেঁটু ফুলের গুছিটা সরিয়ে নেয়, বলে: "কি বল্‌ছেন আপনি? আপনাকে আমি জিগ্‌গেস করিনি।"

আমাকে জিগ্‌গেস করেনি? ভুল করে' কথাগুলি বল্‌লাম বলে' দুঃখ হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, আমার সেই অনেক দূরের কুঁড়ের তলায় ফিবে যাই,—খালি হাওয়ার কথা শুনি। বলি—"আপনার কাছে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করুন।"

মহিলারা পরস্পরের দিকে তাকায়, চলে' যায়,—অবশ্যি আমাকে অপমান করতে নয়।

প্যান্

কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে, সবাই দেখ্‌তে পেলে—এড্‌ভার্ডা। একেবারে আমারই কাছে এসে কি যেন বল্‌লে, হঠাৎ ওর বাহুদুটি দিয়ে আমার গ্রীবা বেষ্টন করে' ঠোঁটের ওপর চুম্বন বৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌ল। প্রত্যেকবারই কি যেন বলে, শুন্‌তে পাই না। কিছুই বুঝ্‌লাম না, আমার হৃদয় স্তব্ধ হ'য়ে গেছে,—খালি ওর ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির তাপ বোধ কর্‌ছি। তারপর নিজেকে ও মুক্ত করে' নিলে, ওর ছোট বুকখানি দুল্‌ছে। ও কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই আছে, ওর মুখ গ্রীবা কটা, দীর্ঘ ও কৃশ দেহলতা, দু'টি উদাস উজ্জ্বল চোখ,—সবারই চোখ ওর দিকে। এই দ্বিতীয় বার ওর ঘন ভ্রূর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হ'লাম,—ভ্রূ-রেখা দু'টি কেমন বেঁকে কপালের ওপর উঠে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য,—সবাইর সাম্‌নে আমাকে ও চুম্বন কর্‌ল!

"এ কি এড্‌ভার্ডা?" জিগ্‌গেস করে' ফেল্‌লাম। আমার রক্ত তখনো ফুট্‌ছে শুন্‌তে পাচ্ছি, আমার গলা দিয়ে যেন নেমে আস্‌ছে, কথা কইতে পার্‌ছি না।

ও বলে,—"কিছুই না। ইচ্ছে হয়েছিল—ও কিছু না।"

টুপিটা তুলে চুলগুলি যন্ত্রচালিতের মতো হাত দিয়ে আঁচ্‌ড়ে নিয়ে ওর দিকে তাকাই,—"কিছু না?…"

ম্যাক্ দূরে দাঁড়িয়ে কা'র সঙ্গে জানি কথা কইছে,এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। ভাগ্যিস্ কিছুই দেখেনি, কিছু জানেও না এর।

ভাগ্যিস্ এ সময়টা ও দলের থেকে একটু বাইরে ছিল। নিশ্চিন্ত হ'লাম যেন, আর সবাইর কাছে গিয়ে উদাসীনের মতো বলি— "আশা করি আগের মুহূর্ত্তের বে-টপ্‌কা ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আমি তার জন্য নিতান্ত দুঃখিত। এড্‌ভার্ডা একান্ত করুণায় আমার সঙ্গে ফুল-বদল কর্‌তে চেয়েছিলেন, আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছিলাম। আমি ওঁর, আপনাদেরো ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি। আমার অবস্থায় নিজেদেব দাঁড় করান্; আমি একা থাকি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। তা ছাড়া, এতক্ষণ মদ খেয়েছি, তাতেও অভ্যস্ত নই। এ সব কথা মনে করে' আমাকে মার্জ্জনা করুন্।"

হাস্‌লাম, বাইরে ঔদাসীন্যের ভাণ-ও কর্‌লাম,—যেন এটা একটা সামান্য ব্যাপার, সহজেই ভুলে যাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে মনটা ভারী হ'য়ে উঠ্‌ছিল। আমার কথা এড্‌ভার্ডাকে একটুও মুগ্ধ কর্‌ল না কিন্তু, লুকোবারো কিছু চেষ্টা কর্‌ল না, এই আকস্মিক আচরণের পর কিছু সাফাই পর্য্যন্ত না, সারাক্ষণ আমার পানে চেয়েই রইল। মাঝে মাঝে দু'টি একটি কথাও কইল। তারপর যখন 'এক্কি' খেলা সুরু হ'ল, ও বল্লে— "আমি লেফ্‌টেনেণ্ট গ্লাহ্‌নকে চাই,—আর কেউ আমার খেল্লু নয়।"

প্যান্

"দুষ্টু মেয়ে, চুপ কর।" পা ঠুকে বল্লাম।

ও অবাক হ'ল, ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে,যেন আঘাত পেয়েছে, পরে লজ্জায় একটু হাস্‌লে, মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল কিন্তু,—ওর সেই দু'টি অসহায় আতুর দৃষ্টি, ওর পাত্‌লা শীর্ণ তনুলতা! আমাকে কে যেন টান্‌ছিল, ওর লম্বা পাত্‌লা হাতটি মুঠির মধ্যে টেনে এনে বল্লাম—"এখন না, পরে। কাল্‌কেই ত' ফের দেখা হবে।"

১১

রাতে হঠাৎ শুনতে পেলাম ঈশপ্ ওর কুঁড়ের কোণটি ছেড়ে চেঁচাতে সুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে থেকে শুন্‌লাম, গুলি ছোঁড়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম তখন, তাই কুকুরের ডাকটা স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, তাই তখুনি জাগিনি বুঝি। রাত দু'টোয় যখন কুঁড়ে ছেড়ে বেরুলাম, দেখি ঘাসের ওপর দু'টি পায়ের চিহ্ন! কে যেন এসেছিল, আগে প্রথম-জান্‌লাটায় এসে শেষে শেষেরটায় এসেছিল। পদচিহ্ন পথের ধূলায় হারিয়ে গেছে।

গাল দু'টি গরম, মুখখানি উজ্জ্বল--এসেই বল্লে—"আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ বুঝি? তখুনি ভেবেছিলাম তুমি হয় ত' দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।"

আমি ওর জন্য অপেক্ষা করে' থাকিনি। ও ত' পথের ওপর, আমার আগে।

"রাতে ভালো ঘুমিয়েছ ত'?"—কি বল্‌ব, বুঝতে পার্‌ছিলাম না।

প্যান্

"না, ঘুম আসেনি। জেগেই ছিলাম।" বল্লে। ও সে-রাতে নাকি একটুও ঘুমোয়নি, চোখ বুজে একটা চেয়ারে পড়ে' ছিল। একটুখানি ঘুরে আস্‌বার জন্য ঘরের বাইরে এসেছিল একবার।

বল্লাম—"কাল রাতে আমার কুঁড়ের বাইরে কে যেন এসেছিল। সকালবেলা ঘাসের ওপর তার পায়ের দাগ দেখ্‌লাম।"

ওর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, আমার হাত ও টেনে নিল রাস্তার ওপরেই; কোন কথা বল্‌লে না। ওর দিকে তাকিয়ে বল্লাম—"তুমিই কি?"

"হ্যাঁ," আমার বুকের কাছে এগিয়ে এল ও, "আমিই। তোমার ঘুম ভেঙে দিইনি ত'? যদ্দূর সম্ভব চুপি চুপি এসেছিলাম। হ্যাঁ, আমিই। তোমার কাছে এসেছিলাম আবার। তোমাকে এত ভালোবাসি।"

১২

রোজ, রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ভারি খুসি হ'তাম ওকে দেখে, আমার হৃদয় যেন উড়্‌ত। দু' বছরের পুরোনো কথা, এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে, সমস্তটা কাহিনী আনন্দও দেয়, বিভ্রান্তও করে। সেই দু'টি সবুজ পালকের কথা,—সময়-মতো বল্‌ব।

নানান্ জায়গায় আমাদের দেখা হয়,—কারখানায়, রাস্তার ওপারে, এমন কি আমাব কুটীরেও। যেখানে বলি সেখানেই আসে। "শুভদিন!" ও-ই প্রথম বলে, আমিও বলি—"শুভদিন!"

"তোমাকে ভারি খুসি দেখাচ্ছে।" ও বলে। ওর চোখ চক্‌চক্ করে।

"হ্যাঁ, খুসি বৈ কি।" বলি—"তোমার ঘাড়ের ওপর কিসের একটা দাগ, ধুলো হয় ত', রাস্তার কাদার দাগ হবে-ও বা। ঐ ছোট্ট দাগটিতে আমি চুমু দেব। না, না, এস,—দেব। তোমার সব কিছু আমাকে এমন ছোঁয়, আমি যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে থাকি। জান, কাল সারা রাত ঘুমুইনি।"

প্যান্

সত্যি সত্যিই। অনেক রাত—অনেক রাতই শুয়ে থাকি বটে, ঘুম আসে না।

পাশাপাশি হাঁটি।

"তুমি আমাকে কি ভাব, বল না? যেমনটি চাও ঠিক তেমনটি?" ও জিগ্‌গেস করে—"আমি বড্ড বেশি বকি, না? বল না, আমাকে কি ভাব তুমি? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে কিছুই স্থফল হবে না।"

"কি স্থফল হবে না?" প্রশ্ন করি।

"এই আমাদের মধ্যে—কোনো স্থফল হবে না। তুমি বিশ্বাস কর না কর, আমার সমস্ত গা কালিয়ে আস্‌ছে; যখুনিই তোমার কাছে আসি আমার সারা পিঠটায় ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে। আনন্দে হয় ত'।"

"আমারো তাই।" বলি—"তোমাকে দেখ্‌লেই থর্‌থর্ করে' ওঠে বুক। কিন্তু কিছু-না-কিছু স্থফল এর হবেই। এস, তোমার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিই, গরম হ'য়ে উঠ্‌বে।"

একটুখানি অনিচ্ছা থাক্‌লেও পিঠ পেতে দেয়। একবার জোরে একটু চড়ের মতো করে' মারি ঠাট্টা করে', হাসি,—নিশ্চয়ই এখন ওর খুব ভালো লাগ্‌ছে, জিগ্‌গেস করি।

"যখন না বল্‌ব, তখন আর দিয়ো না।" ও বলে।

ঐ ক'টি কথা। ওর বলার মধ্যে এমন অসহায় একটি স্বর : যখন না বল্‌ব, তখন দিয়োনা আর।…

ফের রাস্তা ধরে' চল্লাম দু'জনে। আমার এ-ঠাট্টায় ও রাগ করেনি ত'? ভাব্‌লাম, দেখা যাক! বল্লাম—"আমার একটা কথা মনে পড়্‌ছে। একবার এক পার্টিতে গেছ্‌লাম; একটি তরুণী তার ঘাড়ের থেকে একটি সিল্কের রুমাল খুলে আমার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছিল। বিকেলে তাকে বল্লাম—'কাল তুমি তোমার রুমাল ফিরে পাবে,—ওটা ধুয়ে দেব।' মেয়েটি বল্লে—'না। এই দাও। তোমার পরবার পর যেম্‌নি আছে, তেম্‌নিই ওকে রেখে দেব।' আমি ওকে দিয়ে দিলাম। তিন বছর পর সেই মেয়েটির সঙ্গে ফের দেখা। বল্লাম—'সেই রুমাল?' মেয়েটি তখুনি তা বের করে' দেখাল। একটা কাগজের মধ্যে তেম্‌নি ভাঁজ করা রয়েছে—ধোয়া হয়নি। আমি নিজে দেখ্‌লাম।"

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"সত্যি? তারপর?"

"তারপর আবার কি?" বল্লাম—"তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু মনে হয়, কি সুন্দর!"

চুপচাপ।

"সেই মেয়েটি এখন কোথায়?"

"বিদেশে।"

আর কোন কথা হ'ল না···বাড়ি যাবার সময় ও বল্লে—"আচ্ছা।···যাই। কিন্তু তুমি ঐ মেয়েটির কথা আর ভাব্বে না, বল। আমি ত' তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবি না।"

ওকে আমার ভারি বিশ্বাস হ'ল। ও যেন ওর মনের কথাই বল্ছে। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ও ভাবে না,—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ওর পেছনে হাঁট্‌তে লাগ্‌লাম।

"তোমাকে ধন্যবাদ, এডভার্ডা!" তারপর সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলাম—"তোমরা সবাই আমার কাছে অপূর্ব্ব, অতুলনীয়,—আমি সবার চেয়ে তুচ্ছ। কিন্তু, তুমি আমাকে নেবে,—ভাব্‌তে, ধন্যবাদে আমার সকল প্রাণ ভরে' উঠেছে;—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কারুর মতোই আমি সুন্দর নই, কখনো না; কিন্তু আমি তোমার, একেবারে তোমার,—অনন্ত জীবনের জন্যে তোমার। কি ভাব্‌ছ? তোমার চোখে জল এসে পড়্‌ছে কেন?"

"কিছু না।" ও বল্লে। "ভারি অদ্ভুত লাগ্‌ছিল শুনতে—'বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।' তুমি এমন সব কথা বল যে—। আমি তোমাকে এত ভালবাসি।"

হঠাৎ ও ওর বাহু দু'টি আমার গলার ওপর মালার মতো

করে' ফেলে আমাকে নিবিড় তপ্ত চুম্বন কর্‌লে,—রাস্তার মাঝখানেই।

ও চলে' গেলে বনের ভেতর গিয়ে লুকোলাম—আমার আনন্দ নিয়ে একা থাকতে। কেউ আবার দেখে ফেল্‌লে কি না,—তাই তাড়াতাড়ি ফের রাস্তায় এসে একটু দাঁড়ালাম। কেউ নেই।

১৩

নিদাঘ রাত্রি, ঘুমন্ত জল,—আর অনন্ত কালের জন্য সুষুপ্ত অরণ্য। কোনো কোলাহল নেই,—রাস্তা থেকে কোনো পদশব্দ আসে না,—আমার হৃদয় যেন মদিরায় ভরা।

রাধা মাছের গন্ধ পেয়ে রাতের পোকারা আওয়াজ করতে-করতে আমার জান্‌লা দিয়ে আসে উনুনের আগুনে লুব্ধ হ'য়ে। ছাতের গায়ে ধাক্কা খায়, আমার কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে' ঘুরে যায়,—আমার বুক কেঁপে ওঠে,—তারপর দেয়ালের শাদা বারুদদানের ওপর বসে। ওদের দেখি, ওরাও কাঁপে আর আমার দিকে তাকায়। কারু কারু পাখা দেখ্‌তে ঠিক প্যান্‌সি-র মতো।

কুটীরের বাইরে আসি, শুনি। কিছু নেই, একটি স্বা-ও নেই,—সব ঘুমিয়েছে। উড়ন্ত পোকায় বাতাস ছেয়ে গেছে। বনের ধারে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে—ঐ ছোট ফুলগুলিকে ভালোবাসি। যে কয়েকটি ফুলন্ত মাঠ দেখ্‌লাম তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,—ওরা যেন আমার পথের ধারের টুক্‌টুকে রাঙা গোলাপ, ওদের প্রতি ভালোবাসায় আমার চোখে

জল আসে। কাছেই কোথায় বুনো কার্নেশান্ ফুটেছে—দেখ্তে পাই না, তবু গন্ধ আসে।

রাতে হঠাৎ শাদা ফুলগুলি ওদের হৃদয় খুলে দিয়েছে, ওরা নিঃশ্বাস ফেল্ছে। লোমশ ধূসর পোকারা ওদের পাপ্ড়িতে মুখ গোঁজে,—ছোট গাছটা কাঁপে। আমি এক ফুল থেকে আরেক ফুলে যাই,—ওরা সব মাতাল, কামাতুর,—কি ক'রে ওদের নেশা জমে তাই দেখি।

লঘু পদপাত, মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার হাল্কা শব্দ, আনন্দিত "শুভসন্ধ্যা"।

আর আমিও উত্তর দিই,—রাস্তার ওপর নুয়ে পড়ি, দু'টি হাঁটু আর একটি জীর্ণ জামা জড়িয়ে ধরি।

"শুভসন্ধ্যা, এড্ভার্ডা!" আবার বলি। আনন্দে আমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

"তুমি আমাকে এত স্নেহ কর।" ও আস্তে বলে ফিস্ফিস করে'।

আর আমি বলি—"তুমি যদি জান্তে তোমার কাছে আমি কি কৃতজ্ঞ! আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয় সারাদিন স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, যখন ভাবি—তুমি আমার, এই ধূলার পৃথিবীতে তুমি সব চেয়ে সুন্দর, তোমাকে আমি চুম্বন করেছি। আমি তোমাকে চুম্বন করেছি এই কথা যখন ভাবি, মাঝে মাঝে আনন্দে আমি অবশ আত্মহারা হই।"

প্যান্

"আজ্‌কে সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কেন এত আদর কর্‌ছ?" ও শুধোয়।

তার ঢের কাবণ আছে; ও বুঝুক যে আমি আদব কর্‌ছি ওকে—এইটুকুই শুধু বুঝ্‌তে চাই। বাঁকানো ভুরুর অন্তরাল থেকে ওর সেই চাউনি;—আর ওর গায়ের চামড়া,—উজ্জ্বল, উগ্র।

"আদর কর্‌ব না তোমাকে? তুমি সুস্থ আর সবল এই কথা ভাবি, আর আমাব পথেব প্রত্যেকটি গাছকে অভিবাদন কবি। একবার এক নাচে একটি তরুণী মেয়ে প্রত্যেকটি নাচের পর নিরালায় বসে' জিরোচ্ছিল, আমি ওকে চিন্‌তাম না, কিন্তু ওর মুখখানি আমার হৃদয় স্পর্শ কর্‌ল,—আমি ওকে নমস্কার কর্‌লাম। তারপব? না, না, ও শুধু মাথা নাড়্‌ল। 'আমার সঙ্গে নাচ্‌বে?'—ওকে জিগ্‌গেস কর্‌লাম। ও বল্লে—'তুমি ভাব্‌তে পার এ-কথা? আমার বাবা সুন্দর কান্তিমান পুরুষ, মা সেরা সুন্দরী,—আমার বাবা ঝড়ের মতো তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি খোঁড়া—জন্ম থেকেই।' "

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"এস, বসি।" বল্লে।

বুনো মাঠটায় দু'জনে বস্‌লাম।

প্যান্

"আমার বন্ধু তোমার বিষয় আমাকে কি বলে, জান?" ও বল্‌তে সুরু কর্‌ল,—"তোমার চোঁখ নাকি জানোয়ারের মতো। মেয়েটি বলে—যখন তুমি ওর দিকে তাকাও, ওকে পাগল করে' দাও নাকি। তুমি যেন ওকে স্পর্শ কর্‌ছ,—ও বলে।"

শুনে অপূর্ব্ব সুখে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লাম, আমার জন্যে নয়, এড্‌ভার্ডার। ভাব্‌লাম, পৃথিবীতে ত' মাত্র একজনকে ভালোবাসি, আমার চোখ্ দেখে সে কি বলে? বল্লাম—"কে সে তোমার বন্ধু?"

"তা বল্‌ব না।" ও বল্লে,—"সে-দিন দ্বীপে যারা গিয়েছিল তাদেরই একজন।"

"তা হলে ত' বেশ।"

তারপর আর সব বিষয়ে কথা হ'ল।

"বাবা দু' একদিনের মধ্যেই রাস্তায় যাচ্ছেন।" ও বল্লে—"আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। তুমি কখনো কোরহোলমার্ন-এ গেছ? এবার কিন্তু আমাদের দুই ধামা মদ চাই, মঠ থেকে সেই মেয়েরাও আস্‌ছেন, বাবা আমাকে এর মধ্যে মদ দিয়েও দিয়েছেন। বল, সত্যি করে' বল, তুমি সেই বন্ধু-মেয়েটির দিকে ফিরেও চাইবে না? সত্যিই চেয়ো না কিন্তু লক্ষীটি। তা হ'লে ওকে কক্‌খনো নিমন্ত্রণ কর্‌ব না।"

আর কোনো কথা না বলে' ও আমার গলার ওপর নিজেকে

নিবিড় আবেগে সমর্পণ কর্‌লে, আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল,—জোরে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। ওর দৃষ্টি যেন ঘোর অন্ধকার।

আচম্‌কা উঠে পড়্‌লাম, তাড়াতাড়ি বল্লাম—"তোমার বাবা তা হ'লে রাস্তায় যাচ্ছেন ?"

"তুমি ও রকম করে' হঠাৎ উঠে পড়্‌লে কেন !"

"দেরি হ'য়ে গেছে, এড্‌ভার্ডা।" বল্লাম—"শাদা ফুলগুলি বুজ্‌ছে, সূর্য্য উঠ্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না। এখুনি ভোর হ'য়ে যাবে !"

বনের মধ্য দিয়ে ওকে নিয়ে এগোলাম। যদ্দূর চোখ যায় ওকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, অনেক দূর গিয়ে ও পেছন ফিরে অতি ধীরে 'শুভরাত্রি' জানালে। ··· তারপর হারিয়ে গেল। তক্ষুনি কামারের বাড়ির দরজা খুলে গেল, শাদা-শার্ট পরা একটি লোক বেরিয়ে এল, চারদিক চাইতে লাগ্‌ল, টুপিটা কপালের ওপর আরো একটু টেনে দিল—তারপর সিরিলাণ্ড-এর পথ ধরে' পাড়ি দিল।

এডভার্ডার 'শুভরাত্রি' এখনো আমার কানে লেগে আছে।

১৪

মানুষ আনন্দে মাতাল হ'য়ে যেতে পারে। গুলি ছুঁড়ি, পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগে—সে-ধ্বনি ভোলা যায় না,—সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, কোনো ঘুমন্ত মাঝির কানে বেজে ওঠে হয় ত'। কি জন্যেই বা আনন্দ করব? কি কথা যেন মনে হয়,—ক্ষণিকের স্মৃতি, বনের একটি অস্ফুট শব্দ, একটি মেয়ে। ওর কথা ভাবি, চোখ বুজে রাস্তার ওপর দাঁড়াই, মুহূর্ত্ত গুনি।

পিপাসা পায়, ঝর্না থেকে জল খাই। ইচ্ছে হ'লে সাম্নের দিকে একশো পা হাঁটি, পেছনের দিকেও; নিশ্চয় এতক্ষণে আস্বার সময় ফুরিয়ে গেছে, মনে মনে বলি।

কোনো বিপদ হয় নি ত'? এক মাস কেটে গেছে—এক মাস আর কি-ই বা সময়—না, কোনো বিপদ হয় নি। ঈশ্বর জানেন এই মাসটা ভারি স্বল্পায়ু। কিন্তু রাত্রি ভারি দীর্ঘ, যতক্ষণ ওর আশায় পথ চেয়ে থাকি, টুপিটা ঝর্নার জলে ভিজিয়ে খালি শুকোই,—এই, সময় কাটাবার জন্যে।

রাত দিয়ে সময়ের হিসেব কষি। কোনো কোনো রাতে

এড্ভার্ডা আস্ত না, একবার একসঙ্গে দু' রাত ও দেখা দেয় নি। দু' রাত! না, কোনো বিপদ হয় নি ওর। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল আমার সুখ চরম চূড়ায় পৌঁচেছে।

তাই কি নয়?

"এড্ভার্ডা, শুন্তে পাচ্ছ, আজকের বন কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তৃণে আগাছায় কী অবিশ্রান্ত কোলাহল, বড় বড় পাতাগুলি কাঁপ্ছে। কী যেন চোঁয়াচ্ছে; হবে, থাক্ সে কথা। ওপরে, পাহাড়ে একটা পাখীর আওয়াজ শুন্ছি,—ওখানে বনে দু'রাত ধরে' ও আলাপ কর্ছে। তুমি সেই, সেই পুরোনো চেনা আওয়াজ শুন্তে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। কেন জিগ্গেস কর্ছ এ-কথা?"

"এম্নি। দু' রাত ধরে' ও ওখানে—শুধু এইটুকু। আজ যে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। এখানে বসে' আজ সন্ধ্যায় তোমার প্রতীক্ষা কর্ছিলাম; হয় ত' বা কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কর্তাম,—কতক্ষণে তুমি আস্বে।"

"আমিও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে' আছি। খালি তোমার কথা ভাবি।—সেই যে গ্লাশটা উল্টে ভেঙে দিয়েছিলে,—মনে আছে? তার সেই ভাঙা টুক্রোগুলি আমি যত্ন করে' রেখে দিয়েছি। বাবা কাল রাতে চলে' গেলেন। আমি আস্তে পারি নি, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে মহা হাঙ্গামা,—সব জিনিস গুছিয়ে

মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। আমি জান্তাম তুমি বনে আমার প্রতীক্ষায় বসে' আছ,—জিনিসপত্র বাঁধ্ছি, আর কাঁদ্ছি।”

কিন্তু দু'টো রাত,—নিজের মনেই ভাব্লাম। প্রথম রাতে কি কর্ছিল ও? ওর চোখের কোণে খুসির ছোপ আগের চেয়ে কম কেন?

এক ঘণ্টা কাট্‌ল। পাহাড়ের সেই পাখীটা চুপ করে' গেছে, বন যেন মরে' আছে। না, না, কিছুই বদ্‌লায় নি; সব-ই যে-কে-সে। শুভরাত্রি জানাতে ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, স্নেহে আমার দিকে তাকাল।

“কাল? কেমন?” বল্লাম।

“না। কাল হবে না।”

কেন নয়, জিগ্‌গেস কর্‌লাম না।

“কাল আমাদের পার্টি।” হেসে ও বল্লে। “তোমাকে অবাক করে' দেব ভাব্ছিলাম, কিন্তু তুমি এম্‌নি মন-মরা হ'য়ে আছ যে, বলে' ফেল্লাম। তোমাকে কাগজে লিখে নিমন্ত্রণ করে' পাঠাব ভেবেছিলাম।”

আমার মন একেবারে হাল্‌কা হ'য়ে গেল।

ও চলে' গেল ঘাড় নেড়ে বিদায় জানিয়ে।

“আরেক কথা।” যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই

বল্লাম,—"সেই যে গ্লাশের ভাঙা টুকরোগুলি গুছিয়ে রেখেছিলে—কত দিন হ'ল ?"

"কেন ? এক হপ্তা আগে,...দিন পনেরো আগে হয় ত'।. হঁ্যা, দিন পনেরো আগেই। কেন এ কথা জিগ্‌গেস কর্‌ছ ? যাঃ, সত্যি কথা বল্‌ছি তোমাকে;—কাল।"

কাল! কাল-ও ও আমার কথা ভেবেছে। সব আবার ঠিক হ'য়ে গেল।

১৮

নৌকো ছু'টো তৈরি-ই ছিল, সবাই চেপে বস্‌লাম। হল্লা আর গান। দ্বীপ ছাড়িয়ে কোরহোলমার্ন,—দাঁড় বেয়ে যেতে অনেক-ক্ষণ কেটে গেল, পথে এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় তেম্‌নি গল্পগুজব কর্‌ছি। মেয়েদের মতো ডাক্তারও পাত্‌লা পোষাক পরেছে, এর আগে ওকে এত খুসি কোনো দিন দেখি নি। চুপ করে' কিছুই শুন্‌ছে না, সবারই সঙ্গে খালি কথা কইছে। বোধ হয় বেশ একটু টেনেছে, তাই আজ ও এত দিল্‌খোলা। পারে যখন ভিড়্‌লাম, ও সবাইর মনোযোগ আকর্ষ করে' হঠাৎ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা কর্‌লে। বুঝ্‌লাম, এড্‌ভার্ডা ওকে আজ অতিথি-সৎকারের ভার দিয়েছে।

খুব বিনয়ের সঙ্গেই ও মেয়েদের আনন্দবর্দ্ধন কর্‌তে লাগ্‌ল। এড্‌ভার্ডার কাছে ও ত' নেহাৎই নম্র, স্নেহশীল,—বাপের মতো; আগের মতোই বিদ্যা ফলিয়ে উপদেশ দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডা হয় ত' কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করে' বল্‌ছে, "আমি আটত্রিশ সালে জন্মেছি।" ও জিগ্‌গেস কর্‌লেঃ "আঠারো শো আটত্রিশ নিশ্চয়?" যদি এড্‌ভার্ডা উত্তর দেয় "না, উনিশ শো

আটত্রিশ", ও একটুও না ভড়্কে' ওকে শুদ্ধ করে' দেবার জন্যেই যেন বলে ঃ "তোমার ভুল হয়েছে।" আমি যদি কিছু বলি, ও বিনয়ে মনোযোগ দিয়েই শোনে, আমাকে অশ্রদ্ধা করে না।

একটি মেয়ে এসে আমাকে অভিবাদন করলে। আমার মনে নেই ওকে, আর কোনো দিন দেখিও নি ; অবাক হ'য়ে দু'একটা কথা বল্লাম, ও হাস্ল। 'ডিন্'-এর মেয়ে হয ত'। যেদিন দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওকে, আমার কুঁড়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিছুক্ষণ দু'জনে আলাপও হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভাল লাগ্ছিল না কিছুই, মদ খেলাম, সবারই সঙ্গে মিশে কলরব সুরু করলাম। আবার দু'একটা ভুল করে' ফেলেছি, ছোটখাটো ভদ্রতার বিনিময়ে বাঁধা বুলি আওড়াতে পারি না। বাজে বকি, কখনো বা মুখে কথাই জুযায না,—ভারি বিশ্রী লাগে।

পাহাড়ের টিলাটা আমাদের টেবিল, ডাক্তার ধারে বসে' ভঙ্গী করে' বল্ছে,—"আত্মা ? আত্মা আবার কি ?" 'ডিন্'-এর মেয়ে ওকে নাস্তিক বল্ছিল ;—বাঃ, মানুষ বুঝি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবে না ? লোকে ভাবে নরক বুঝি মাটির তলার কুঠুরি, শয়তান বুঝি সেখানকার অতিথি-সেবক, সেখানকার রাজা।

তারপর ও গির্জ্জার খ্রীষ্টের মূর্ত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করলে,—ধারে-পাশে নাকি কয়েকটি য়িহুদি ও য়িহুদি-মেয়েও আছে,—মদের মধ্যে জল,—বেশ, বলুক ওর যা খুসি। কিন্তু যীশুর মাথার চারিদিকে আলোকমণ্ডল! আলোকমণ্ডল কাকে বলে? তিনটে চুলের সঙ্গে একটা হল্‌দে রঙের খেল্‌না-চাকা লাগিয়ে দেওয়া শুধু।

দু'টি মহিলা দারুণ বিস্মিত হ'যে ওর হাত আঁক্‌ড়ে রইল, কিন্তু ডাক্তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলে' চল্‌ল—"খুব ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে, না? মানি। কিন্তু যদি এই কথাই বার সাত আট নিজেদের মনে আওড়ান্ ও একটু পরে ভাবেন এ কথা, ত' শিগ্‌গিরই সব সোজা হ'য়ে যাবে।...আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করি!"

এই বলে' ও সেই দু'টি মেয়ের পায়ের কাছেই ঘাসের ওপর নতজানু হ'য়ে, মাথাটা পেছনের দিকে ঠেলে গ্লাশটা শেষ করে' ফেল্লে,—টুপিটা মাথার থেকে নামিয়ে সাম্‌নে রেখে দিলে না পর্য্যন্ত। ওর ব্যবহারে এ রকম স্বচ্ছন্দতা দেখে আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম; ওর সঙ্গেই মদ খেতাম, কিন্তু ওর গ্লাশ একদম্ ফাঁকা হ'য়ে গেছে।

এড্‌ভার্ডা দু'টি চোখে খালি ওকেই দেখে বেড়াচ্ছে। ওর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। বল্লাম—" 'এক্কি' খেল্‌ব আজ?

ও একটু চম্‌কাল। উঠে দাঁড়াল।

" 'তুমি' বলে' এখন আর ডেকো না। সাবধান!" আস্তে বল্লে।

আমি ত' এখন ওকে মোটেই 'তুমি' বলে' ডাকি নি। চলে' গেলাম।

আর এক ঘণ্টা ফুরোল। দিন যেন ক্রমেই লম্বা হচ্ছে,—আর একটা নৌকো থাক্‌লে আমি কখন একাই দাঁড় বেয়ে বাড়ি চলে' যেতাম,—কুঁড়েতে ঈশপ্ বাঁধা রয়েছে, আমারই কথা ভাবছে হয় ত'। এড্‌ভার্ডাব মন এখন আমার থেকে অনেক দূরে, নিশ্চয়ই, বেড়াতে কি মজা, ও এখন সেই কথাই বল্‌ছে, বিদেশ দেখে বেড়াতে কত সুখ! এ কথা ভাব্‌তেই ওর গাল রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ছে,—কথার মধ্যে হোঁচট্ খেয়ে পড়্‌ছে পর্য্যন্ত।

"সেই দিন আমার চেয়ে অধিকতর বেশি সুখী কেউ নি ··"

"অধিকতর বেশি সুখী·· ?" ডাক্তার বল্লে।

"কি ?"

"অধিকতর বেশি সুখী !"

"বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" ও বল্লে।

"তুমি বল্লে কি না, অধিকতর বেশি সুখী, তাই।"

প্যান্

"বলেছি নাকি? ভুল হ'য়ে গেছে। সেই দিন জাহাজে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম আমার চেয়ে অধিকতর সুখী কেউ নেই। যা নিজে জানি না, দেখি নি, সে-সব জায়গার জন্যেই মন কাঁদে।"

ও দূরে চলে' যেতে চাইছে, ও আমার কথা ভাব্‌ছে না। ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে যেন পড়্‌তে পেলাম, ও আমাকে ভুলে গেছে। না, কিছুই বল্‌বার নেই এতে,—কিন্তু ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে সেই লেখাটাই পড়্‌লাম। মুহূর্ত্তগুলি কি ভীষণ আস্তেই যে চলেছে। এখুনি আমরা ফির্‌ব কি না কত লোককে জিগ্‌গেস করলাম। ভীষণ দেরি হ'য়ে যাচ্ছে যে; ঈশপ্‌কে কুঁড়েতে একলা বেঁধে রেখে এসেছি;—কত লোককে বল্লাম, কেউই ফিরে যেতে চায় না।

'ডিন্'-এর মেয়ের কাছে ফের গেলাম,—তৃতীয় বার মনে হ'ল ওই বলে' থাক্‌বে যে আমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো! দু'জনে একত্র মদ খেলাম,—ওর চঞ্চল চোখ কখনো জিরোয় না, খালি আমার দিকে তাকায়, আবার ফিরিয়ে নেয়।

বল্লাম,—"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না এদেশের লোকেরা এই গ্রীষ্মের মতোই স্বল্পায়ু? মানে, তাদের হৃদয়ব্যাপারে? সুন্দর, কিন্তু ক্ষণিক।"

কথাটা জোরে বল্লাম, খুব জোরে,—উদ্দেশ্য ছিল। জোরেই বলে' চল্লাম, জিগ্‌গেস করলাম তরুণী মেয়েটি দয়া করে' আমার

কুটীর দেখ্‌তে আস্‌বেন কি না। বেদনায় বলে' ফেল্লাম,—"ঈশ্বর আপনার ভাল করুন।" নিজের মনে ভাব্‌ছিলাম ও যদি আসে, তবে কেমন করে' ওকে কি উপহার দেব? বারুদদান ছাড়া ওকে দেবার ত' আমার কিছুই নেই।

ও আস্‌বে বল্‌লে।

এড্‌ভার্ডা মুখ ফিরিয়ে বসে' আছে, আমাকে যা খুসি তাই বল্‌তে দিচ্ছে। অন্য লোকে যা-যা বলছে তাই শুন্‌ছে; মাঝে মাঝে দু' একটা কথাও বল্‌ছে। ডাক্তার তরুণী মেয়েদের হাত দেখে ভাগ্য গুণ্‌ছে,—বক্‌ছে ঢের! ওরো হাত দু'খানি ছোট, পাত্‌লা,—আঙুলে একটি আঙটি। আমাকে কেউই চায় না, একটা পাথরের ওপর একা চুপচাপ বসে' আছি। সন্ধ্যাও কাবার হ'য়ে এল। এইখানে আমি একেবারে একা,—নিজের মনে বলি—পাথরের ওপর বসে' আছি, আর যে-লোকটিই খালি আমাকে চঞ্চল ক'রে দিতে পারে, সে আমাকে এম্‌নি স্তব্ধ নিঃসম্বল করে' বসিয়ে রেখেছে। বেশ, ওর মতো আমিও কিছু গ্রাহ্য করি নে আর।

আমি নির্ব্বাসিত, নিরালা। আমরা পেছনে বসে' ওরা কথা কইছে শুন্‌তে পাচ্ছি, এড্‌ভার্ডা কেমন হাস্‌ছে তা-ও শুন্‌ছি; —চট্‌ করে' উঠে পড়ে' তক্ষুনি পার্টিতে যোগ দিলাম। যেন ক্ষেপে গেছি।

"এক মিনিট।" বল্লাম,—"ওখানে বসে' বসে' মনে হ'ল আপনাদের কাউকে আমার মাছির খাতাটা দেখানো হয় নি।" মাছির খাতাটা বের করলাম। "এ কথাটা যে কেন আগে মনে হয় নি, তার জন্যে আমার সত্যিই আফশোষ হচ্ছে। দেখুন। আপনারা দেখলে আমি খুব খুসি হব, সবাই দেখুন—লাল আর হল্‌দে মাছি দুইই আছে।" বলে' টুপি তুল্লাম। টুপি তোলাটা অন্যায় হ'ল বুঝলাম, তাড়াতাড়ি ফের মাথায় রাখলাম।

এক মুহূর্ত্তের জন্য গাঢ় নীরবতা—কেউই খাতাটা দেখতে চাইল না। শেষকালে ডাক্তারই হাত বাড়িয়ে নম্রস্বরে বল্লে —"অশেষ ধন্যবাদ। দেখি। মাছিগুলি কি করে' কাগজে জুড়ে রাখা হয়েছে, দেখবার জিনিষ বটে, আশ্চর্য্য!"

ওর প্রতি ধন্যবাদে আমার মন ভরে' গেল। বল্লাম,—"ওগুলো আমি নিজেই বানাই।" কি করে' কি হ'ল তাই ওকে তখুনি বোঝাতে লাগলাম। খুব সোজা,—পালক আর হুকগুলি আমিই কিনেছি,—খুব ভালো তৈরি হয় নি,—আমারই নিজের ব্যবহারের জন্য কি না! দোকানে তৈরি মাছি কিনতে পাওয়া যায়,—সুন্দর জিনিস।

এডভার্ডা আমাকে একবার একটি শিথিল চাউনি উপহার দিলে। ওর মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে কথাই কইছে।

"এই যে কয়েকটি পালক!" ডাক্তার বল্লে,—"দেখ, ভারি সুন্দর কিন্তু।"

এড্ভার্ডা তাকাল।

"সবুজগুলি বেশি সুন্দর।" ও বল্লে,—"দেখি ডাক্তাব।"

"ওগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।" আবেগে বল্লাম,—"হ্যাঁ, রেখে দাও, আমি বল্‌ছি। দু'টো সবুজ পালক! আমাকে এই দয়াটুকু কর, আমার স্মৃতিচিহ্ন।"

ও ও-দু'টির দিকে তাকাল, বল্লে,—"রোদ্দুরে ধর্‌লে সবুজ আর সোনালি এক সঙ্গে। আমাকে যদি দাও, তা হ'লে ধন্যবাদ তোমাকে ··"

"আনন্দের সঙ্গে।" বল্লাম।

ও পালক দু'টি নিলে।

খানিক বাদে ডাক্তার ধন্যবাদের সঙ্গে খাতাটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে। উঠে পড়ে' জিগ্‌গেস কর্‌লে—এখন ফিরে যাবার সময় হয়েছে কি?

বল্লাম,—"হ্যাঁ, সত্যিই হয়েছে। ঘরে আমার কুকুর বাঁধা আছে,—আমার একটি কুকুর আছে কি না, ও-ই আমার বন্ধু। ও ওখানে বসে' আমার কথা ভাবে, আর যখন ফিরে যাই, ও জান্‌লার ওপর ওর সাম্‌নের থাবা দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে। চমৎকার দিন গেল আজ,—এখন প্রায় ফুরিয়ে

এসেছে, এবার যাই, চলুন। আপনাদের সবাইর কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।"

পারে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম এড্‌ভার্ডা কোন্ নৌকোটায় গিয়ে ওঠে,—আমি অন্য নৌকোয় উঠ্‌ব, ঠিক কর্‌লাম। হঠাৎ ও আমাকে ডাক্‌লে। বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম, ওর মুখ রাঙা। আমার কাছে এসে ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে স্নেহে বল্লে— "পালক দু'টির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে এক নৌকায় আস্‌বে না?"

"তোমার ইচ্ছে!"

নৌকোয় ও আমার পাশেই বস্‌ল, ওর হাঁটু আমার হাঁটুকে স্পর্শ কর্‌ছে। ওর দিকে তাকালাম, তাই ও-ও আমার দিকে তাকাল—একটি মুহূর্ত্তের জন্য। ওর হাঁটু দিয়ে ও আমাকে স্পর্শ কর্‌ছে,—এ ওর দয়া। এই তেতো দিনটা হঠাৎ যেন মিঠা হ'য়ে উঠ্‌ল এখন, আবার খুসি লাগ্‌ছে। কিন্তু হঠাৎ ও জায়গা বদ্‌লে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে' দাঁড়ের কাছে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল্‌তে স্বরু কর্‌ল। প্রায় মিনিট পনেরো আমি ওর কাছে মরে' রইলাম।

তারপর এমন একটা কাজ ক'রে ফেল্লাম যার জন্য আজো অনুতাপ হচ্ছে,—আজো ভুলি নি। ওর জুতো খুলে গেল; আমি ওটা তুলে নিয়ে দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম,—ও আমার

কাছে বসে' আছে এই আনন্দেই হয় ত', হয় ত' বা আমিও যে ওব কাছেই আছি, বেঁচে আছি—সে-সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে' দিতে। এত তাড়াতাড়ি ঘটে' গেল ব্যাপারটা,—কিছু ভাব্লাম না পর্য্যন্ত, ঝোঁকের মাথায় করে' ফেল্লাম। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠ্ল; আমি যেন পক্ষাহতের মতো পঙ্গু হ'য়ে গেছি, কিন্তু কি হবে? যা হ'বার তা ত' হ'য়েই গেছে। ডাক্তার আমাকে বাঁচালে, বল্লে—"দাঁড টানুন।"

বলে' ডুবন্ত জুতোটার দিকে হাল ঘুবিযে দিলে, সেই মু্হূর্ত্তেই মাঝি জুতোটা ধরে' ফেল্লে—জল খেযে এখুনিই ডুবে যাচ্ছিল ওটা। মাঝিব হাতটা কনুই পর্য্যন্ত ভিজা। তাবপর অনেকের মুখ থেকেই তুমুল আনন্দধ্বনি উঠ্ল—জুতোটা বেঁচেছে।

আমার দারুণ লজ্জা করতে লাগ্ল, আমার মুখ শাদা হ'যে গেছে,—রুমাল দিয়ে জুতোটা মুছে দিলাম। একটিও কথা কইল না এড্ভার্ডা। নিল। পরে বল্লে—এ-রকম আর কখনো দেখি নি।"

"দেখ নি?" বল্লাম। বলে' হাস্লাম, এম্নি ভাণ কর্লাম যেন কোনো বিশেষ কারণেই এই ঠাট্টাটা করে' ফেলেছি। কিন্তু কি-ই বা কারণ? ডাক্তার ঘৃণায় আমার দিকে তাকাল—এই প্রথম।

আরো একটু সময় কাট্‌ল—বাড়ির মুখে নৌকো ভেসে

চলেছে, ধীরে ধীরে এই ব্যাপারের বিসদৃশতা মুছে গেল; আমরা গান গাইলাম, ডাঙা এসে গেছে।

এডভার্ডা বল্লে—"মদ এখনো ফুরোয় নি, ঢের প'ড়ে' আছে। আমাদের আরেকটা পার্টি দিতে হবে, নতুন পার্টি একটা,—একটা প্রকাণ্ড ঘরে নাচ।"

পারে নেমে এড্ভার্ডার কাছে মাপ চাইলাম।

"তুমি যদি জান্‌তে কুঁড়েতে ফিরে আস্‌বার জন্যে আমার কি দারুণ ব্যাকুলতা হচ্ছিল!" বল্লাম—"এ দিনটা বড্ড বড়, ভারি দুঃখের।"

"খুব দুঃখের লেফ্‌টেনেণ্ট্, না?"

"মানে, নিজের ও অন্যের কাছে কি বিসদৃশ হ'য়েই দেখা দিলাম।" কথাটা ঘুরিয়ে বল্লাম—"তোমার জুতো জলে ফেলে দিলাম পর্য্যন্ত।"

'হ্যাঁ, এ একটা অসাধারণ ব্যাপার বটে।"

"তোমার ক্ষমা চাই।"

১৬

এর থেকে কি আর হবে বল? যা হবার হোক্, চুপ করে' থাক্‌ব। আমিই কি গায়ে পড়ে' ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ কর্‌তে গেছি? কক্‌খনো না, ওর যাবার পথে একদিন আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম শুধু। কি সুন্দর গ্রীষ্ম এখানে। সূর্য্যের আলো পেয়ে লোকজন রহস্যময় হ'যে উঠেছে। ওরা ওদের নীল চোখ দিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওদের ঐ ভুরুর তলায় কিসের অভিসন্ধি? যাক, আমি সবার 'পরেই উদাসীন,—এ ক'দিন ছিপ নিয়ে মাছ ধর্‌ছি খুব,—রাতে আমার কুঁড়ে ঘরে শুধু চোখ মেলে শুয়ে থাকি।

"এড্‌ভার্ডা, তোমাকে চার দিন দেখিনি।"

"চার দিন? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলাম, দেখ্‌বে এস।"

একটা বড় ঘরে আমাকে নিয়ে এল। টেবিল চেয়ার সব ওলোটপালোট, ঘরের একেবারে অদলবদল হ'যে গেছে। বেলোয়ারি ঝাড়, ষ্টোভ্—সব কিছুই সুন্দর করে' সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো। পিয়ানোটা কোণে দাঁড়িয়ে।

এই সব ওর নাচের সরঞ্জাম।

"তোমার কি রকম লাগ্‌ছে ?" ও শুধোয়।

"চমৎকার !"

ঘরের বাইরে এলাম।

বল্লাম,—"এড্‌ভার্ডা, তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ ?"

"কি বল্‌ছ বুঝ্‌ছি না", ও অবাক হ'য়ে বল্লে, "দেখ্‌ছ ত' কাজে কত ব্যস্ত ছিলাম। কি করে' আসি তোমাকে দেখ্‌তে ?"

"না, আস্‌তে পার না বটে।" সায় দিলাম। এ ক'দিন ভারি অসুস্থ ছিলাম, ঘুমুতে পারিনি, তাই কি রকম আবোল্-তাবোল্ বক্‌ছিলাম বুঝি। সমস্ত দিন ধরে'ই মন অত্যন্ত বেজুত লাগ্‌ছে। "না, তুমি আসনি বটে,···কিন্তু, কি যেন হয়েছে, তুমি বদ্‌লে গেছ। তোমার ঐ দুটি ভুরুর টানে কি যেন রহস্য রয়েছে, হ্যাঁ, এখন তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

"কিন্তু আমি ত' তোমাকে ভুলিনি।" লজ্জার ভাণ করে' ও ওর বাহু আমার বাহুর মধ্যে প্রসারিত করে' দিল।

"হয় ত' আমাকে ভোলনি। তাই যদি হয় তবে কি বল্‌ছি আমি এ সব।"

"কাল তুমি এক নেমন্তন্ন পাবে। আমার সঙ্গে নাচ্‌তে হবে কিন্তু। কেমন, দুজনে আমরা নাচ্‌ব !"

প্যান্

"আমার সঙ্গে রাস্তায় একটু আস্‌বে ?"

"এখন ? না, এখন না। ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে ; অনেক কাজ এখনো পড়ে' আছে। ঘর-সাজানো তা হ'লে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে ?"

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

"ডাক্তারই হাঁকাচ্ছে নাকি ?" বলি।

'হাঁ, ওকে একটা ঘোড়া পাঠিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল—"

"ওব খোঁড়া পা-টাকে জিরোতে দিতে, না ? আচ্ছা, আমি চল্লাম। শুভদিন ডাক্তাব, আপনাকে দেখে খুসি হ'লাম ফের। বেশ ভালো ত' ? আমি যাচ্ছি, মনে কিছু করবেন না…"

সিঁড়িতে নেমে আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। এড্‌ভার্ডা জানালায় দাঁডিয়ে আমাকে দেখ্‌ছে—দুই হাত দিয়ে জান্‌লার পর্দা টেনে ধরেছে,—ওর চোখে নিবিড় ঔদাস্য। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাই,—চোখে যেন অন্ধকার ছেয়ে এসেছে ; আমার হাতের বন্দুকটা ছড়ির মতোই হাল্‌কা। যদি ওকে পেতাম ত' একেবারে ভালো হ'য়ে যেতাম,— এই খালি মনে হচ্ছিল। বনে পৌছুলাম ; ফের মনে হ'ল, ওকে যদি পেতাম,—সবার চেয়ে বেশি সেবা করতাম ওকে ; যদি ও অপকৃষ্ট-ই প্রতিপন্ন হ'ত, কোনোদিন তবু ওকে

ছাড়্তাম না, কোনোদিন না ; আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত ওকে পেড়ে দিতাম,—এই ভেবেই সুখ হ'ত, ও আমার—খালি আমার।··· থাম্লাম, হাঁটু গেড়ে বসে' পড়্লাম, কয়েকটি ঘাসের ডগা চুম্বন কর্লাম, এই আশা করে',—যেন ওকে পাই ;---পরে উঠে পড়্লাম।

মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। সময়ে ওর আচার ব্যবহারেরই যা একটু বদল হয়েছে,---ও কিছু নয়। যখন চলে' যাই ও আমাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখ্তে লাগ্ল,---যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণ ওর চোখ দিয়ে ও আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, ---এর বেশি আর কি কর্বে ও ? আনন্দে একেবারে অবশ হ'য়ে গেলাম, ক্ষুধা পর্য্যন্ত ঘুচে' গেল।

ঈশপ্ আগে আগে ছুট্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্ল। দেখি, কুঁড়ের কিনারায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় শাদা রুমাল বাঁধা। এভা—কামারের মেয়ে।

"শুভদিন, এভা !"

ধুসো পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে,—ওর মুখ রাঙা,—একটি আঙুল ও চুষ্ছে।

"এ কী এভা ? কি হয়েছে ?"

"ঈশপ্ আমাকে কাম্ড়েছে।" অপ্রস্তুতের মতো হঠাৎ বলে' ফেলে ও চোখ নামাল।

প্যান্

ওর আঙুলটি দেখ্‌লাম। ও নিজেই কাম্‌ড়েছে। হঠাৎ কি মনে করে' বল্লাম, "অনেকক্ষণ ধরে' দাঁড়িয়ে আছ ?"

"না, বেশিক্ষণ নয়।" ও বল্লে।

আর কোনো কথা নেই,—ওর হাত ধরে' ওকে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে এলাম।

১৭

মাছধরা শেষ করে'ই নাচঘরে এলাম বন্দুক আর ব্যাগ নিয়ে—সব চেয়ে ভালো পোষাকই পরে' ছিলাম!

সিরিলাণ্ড্-এ যখন পৌছুলাম, বেশ দেরি হ'য়ে গেছে,—ভেতরে ওদের নাচ শুন্‌তে পাচ্ছি। খানিক বাদে কে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"এই যে আমাদের শিকারী, লেফ্‌টেনেণ্ট্।" জন কয়েক আমাকে ঘিরে দাড়িয়ে কি মাছ ও পাখী ধরেছি তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এড্‌ভার্ডা মৃদু একটু হেসে আমাকে অভিবাদন জানালে,—ও নাচ্‌ছে, ওর সর্ব্বাঙ্গ যৌবনচ্ছটায় আরক্তিম হ'য়ে উঠেছে।

"আমার সঙ্গেই প্রথম নাচ্‌বে এস!" ও বল্লে।

দু' জনে নাচ্‌লাম, উদ্ভট কাণ্ড কিছুই ঘট্‌ল না যা হোক্,—মাথা ঘুর্‌ছিল বটে, কিন্তু পড়িনি। আমার ভারী বুট্ দু'টো খুব আওয়াজ কর্‌ছিল,—নিজেরই ইচ্ছা হচ্ছিল আর নেচে কাজ নেই। ওদের রঙ্‌চঙে মেঝেটা পর্য্যন্ত নষ্ট করে' দিয়েছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বিতিকিচ্ছি কাণ্ড যে হ'ল না, এ জন্য ভারি খুসি ছিলাম!

প্যান্

ম্যাক্-এর সহকারী দু'জন প্রাণপণে নাচ্ছে—ডাক্তার প্রায় প্রত্যেক জোড়া-নাচেই যোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া আরো চার জন যুবক ছিল। এক বিদেশী,—মুসাফির বণিক-ও—কি সুন্দর ওর গলা, বাজ্নার সঙ্গে তাল দিচ্ছে,—খানিক বাদে-বাদেই পিয়ানো বাজিয়ে বাজ্নাওয়ালি মেয়েদের শ্রান্তি লঘু করছে।

রাতের গোড়ার দিকের কথা মনে নেই তত,—কিন্তু রাত যতই ঘনিয়ে আস্ছিল,—একটি কথাও তার ভুলিনি। জ্বান্‌লা দিয়ে সূর্য্য চেয়ে আছে—সিন্ধুশকুনের দল ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। মদ আর রুটি,—গান আব হৈ-চৈ,—সমস্ত ঘরে এড্ভার্ডার হাসি বিকীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর কি একটাও কথা নেই আজ? ও যেখানে বসে' আছে, এগিয়ে গেলাম; ইচ্ছা হ'ল খুব নম্র হ'য়ে ওকে দু'টি কথা কই—ওর পরনে কালো পোষাক, কন্ফার্মেশানের সময়কার হয় ত'—এখন কিন্তু ওর গায়ে খুব ছোট হ'য়ে গেছে! কিন্তু নাচ্বার বেলা ঐ পোষাকে ওকে ভারি চমৎকার মানায়, ইচ্ছা হ'ল এই কথাই ওকে বলি।

"এই কালো পোষাক···" সুরু কর্‌লাম।

কিন্তু ও উঠে পড়ে' ওর এক মেয়ে-বন্ধুর কোমরে হাত জড়িয়ে চলে' গেল। বার দুই তিন এ রকম হ'তে লাগ্‌ল। বেশ,—তাই বটে।···কিন্তু, তা হ'লে আমার যাবার বেলায় ও কেন চোখে অমন নিঃশব্দ বেদনা ভরে' জান্‌লায় এসে দাঁড়ায়? কেন?

প্যান্

একটি মহিলা আমাকে নাচ্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন। এডভার্ডা কাছেই বসে' ছিল; জোরে বল্লাম, "না, আমি এখুনি বাড়ি যাচ্ছি।"

এড্‌ভার্ডা জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইল। বল্লে—"যাচ্ছ? না, তুমি যাবে না।"

চম্‌কে উঠ্‌লাম, নিজের ঠোঁট কাম্‌ড়াচ্ছি বুঝি,—উঠে পড়্‌লাম।

"তোমার কথায় বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে।" উদাসীনের মতো বলে' দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

ডাক্তার পথ আট্‌কাল, এড্‌ভার্ড তাড়াতাড়ি পিছু নিলে। গাঢ় গলায় বল্লে,—"আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি বল্‌ছিলাম, সব্বাইর শেষেই তুমি যাবে,—এখন ত' মোটে একটা।...আর, শোন,"—ওর দুই চোখ ডাগর হ'য়ে উঠেছে—"তুমি আমাদের মাঝিকে পাঁচটা ডেলার্ * দিয়েছ,—আমার সেই জুতোটা বাঁচিয়েছিল বলে'? এ তোমার বাড়াবাড়ি।" প্রাণ খুলে হেসে ও সবাইকার দিকে তাকাল।

আমি হাঁ হ'য়ে গেলাম,—বিমূঢ়, নির্ব্বাক।

"ঠাট্টায় তোমার বেশ দক্ষতা আছে। আমি কোনোদিন তোমার মাঝিকে ডেলার দিইনি।"

* নরোয়ের মুদ্রা

"দাওনি ?" ও রান্নাঘরের দরজা খুলে মাঝিকে ডেকে আন্‌লে। "জেকব্, তোমার মনে আছে সেই কোর্‌হোল্‌মার্ণ-এ একদিন তুমি আমাদের নৌকা করে' নিয়ে গেছ্‌লে, আমার জুতো জলে পড়ে' গেল,—তুমি বাঁচালে ? মনে নেই ?"

"আছে।" জেকব্ বল্লে।

"আর, তাব জন্য তোমাকে পাঁচটা ডেলার্ দেওয়া হ'ল ?"

"হ্যাঁ, আপনি দিযেছিলেন "

"আচ্ছা, আচ্ছা, যাও,—তাই,—যাও।"

কি মানে এই চাতুরীব ? আমাকে কি লজ্জা দিতে চায় ? পারবে না,—লজ্জায় আমি কখনোও নুয়ে পড্‌ব না। জোবে, স্পষ্ট কবে' বল্লাম—"এখানে সবাইকে বলে' বাখা ভালো,—এ হয় ভুল, নয় মিথ্যে কথা। তোমাব জুতো বাঁচাবাব জন্যে মাঝিকে ডেলার্ দেবার কথা আমাব মনেই হযনি। দেওয়া অবশ্য উচিত ছিল,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত হ'যে ওঠেনি তা।"

ভুরু কুঁচ্‌কে ও বল্লে,—"নাচ বন্ধ হ'য়ে গেল কেন ? ফের সুরু হোক্।"

হ্যাঁ,—এ-কথার ওর উত্তর দিতে হবে, ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। ও একটা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল,—আমিও গেলাম।

একটা গ্লাশ মুখের কাছে তুলে ওর স্বাস্থ্য কামনা কর্‌লাম।

"আমার গ্লাশ খালি।" ও শুধু বল্লে।

কিন্তু সাম্‌নেই ওর গ্লাশ,—ভরা।

"ভেবেছিলাম ঐ বুঝি তোমার গ্লাশ।"

"না, আমার না।" বলে' আর কারো সঙ্গে গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গেল।

"তা হ'লে আমাকে মাপ কোরো।"

অতিথিদের কয়েকজন এই ছোট্ট অভিনয়টি দেখে নিয়েছে।

আমার হৃদয় ছি ছি করে' উঠ্‌ল, আহত স্বরে বল্লাম,—"কিন্তু ও-কথা তুমি কেন বল্‌লে, আমাকে বুঝিয়ে দাও···"

ও উঠে আমার ছু'টি হাত ধরে' আকুল হ'য়ে বল্লে,—"আজ না, এখন নয়। আমি এত কষ্ট পাচ্ছি আজ। তুমি আমার দিকে এ রকম করে' তাকাচ্ছ কেন? আমরা এককালে বন্ধু ছিলাম···"

বুক ভরে' উঠ্‌ল, নাচ্‌ওয়ালাদের কাছে গেলাম।

খানিকবাদে এড্‌ভার্ডাও এল, সেই মুসাফির যেখানে বসে' পিয়ানোয় একটা নাচের গৎ বাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে ও বস্‌ল। ওর মুখ দুঃখে করুণ।

নিবিড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে,—"কোনোদিন বাজাতে শিখ্‌লাম না। যদি পার্‌তাম!"

কি জবাব দেব এর? আমার হৃদয় ওর দিকে এত নুয়ে রয়েছে, ওর দিকে উড়ে গেছে একেবারে। বল্লাম,—"তুমি হঠাৎ

প্যান্

এ রকম ম্লান হ'য়ে গেলে কেন, এড্ভার্ডা? দেখে আমাব এত কষ্ট হচ্ছে, তুমি যদি জান্তে!"

"কেন, জানি না।" ও বল্লে—"সব কিছুব জন্যই হয় ত'। ভালো লাগে না। ইচ্ছে হচ্ছে, সব এবাব চলে' যায়,—সব্বাই। না, না, তুমি না,—শেষ পর্য্যন্ত খালি তুমি থাক।"

ওর কথা আবাব আমাকে তাজা কর্‌লে, ঘবে বৌদ্র দেখে আমার চক্ষু খুসি হ'ল। 'ডিন্'-এব মেয়ে কাছে এসে কথা কইছে,—আমার ভালো লাগ্ছেনা এখন,—খুব কাটা কাটা উত্তব দিচ্ছি। ইচ্ছে করে'ই ওব দিকে তাকাই না,—ও বলেছিল আমার চোখ নাকি পশুদের মতোই ধাবালো। ও এড্ভার্ডাকে বল্‌ছিল এখন—একবার এক জায়গায়,—'বিগা'য় হয ত'—কে একজন ওব পিছু নিয়েছিল রাস্তাব পব রাস্তা।

"আমি যে রাস্তায় যাই, ও-ও সেই বাস্তাযই আসে, আর আমার দিকে চেয়ে হাসে।" ও বল্লে।

"কেন, লোকটা কি অন্ধ?" বল্লাম, এড্ভার্ডাকে খুসি কর্‌তে, ঘাড় দু'টো নাড়্লাম পর্য্যন্ত।

তরুণী আমার কথার কর্কশতা তখুনি বুঝে ফেল্লে, বল্লে—"হ্যাঁ, আমার মতো বুড়ি ও কুৎসিত মেয়েব পিছু যে নেয় সে অন্ধ-ই বটে।"

এড্ভার্ডা আমাকে কিছু না বলে' ওর বন্ধুকে নিয়ে চলে'

গেল,—ওরা একসঙ্গে মাথা নেড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি সব বলাবলি কর্‌ছে। তারপর থেকে আমি একেবারে একা।

আরেক ঘণ্টা কাট্‌ল; সিন্ধুশকুনরা জেগে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে; খোলা জান্‌লা দিয়ে ওদের ডাক বুকে এসে লাগ্‌ছে। পাখীদের প্রথম ডাক শুনে আমার শরীর যেন আনন্দে কম্পিত হ'তে লাগ্‌ল, ইচ্ছে হ'ল—সেই দ্বীপে ফিরে যাই,—একা।

ডাক্তারের মেজাজ খুব দরাজ আজ, সবাইকে খুসি রাখ্‌ছে। মেয়েরা ওর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে এতটুকু শ্রান্ত হয় না। ঐ জিনিসটাই কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? ওর খোঁড়া পা ও কৃশ চেহারা দেখে—এই মনে হচ্ছে। ও বারে বারে অদ্ভুত ভঙ্গী করে' কথাবার্ত্তা কয়, আমি জোরে হেসে উঠি। ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কি না, তাই ওকে সমস্ত কিছু সুবিধা করে' দিই,—আর আমি নির্জীব হ'য়ে চেয়ে থাকি। এখানে ওখানে সর্ব্বত্রই ডাক্তার,—বলি—"ডাক্তারের কথা শোন সবাই।" আর ও যা বলে সবতাতেই হেসে উঠি।

ডাক্তার বল্লে,—"পৃথিবীকে খুব ভালবাসি আমি। দাঁত ও নোখ্ দিয়ে জীবনকে আমি আঁকড়ে থাকি। আর, যখন মর্‌ব, লণ্ডন কি প্যারির কোনোখানে যেন একটু কোণ পাই, আর যেন নাচগানের হল্লা শুনি,—সব সময়।"

"চমৎকার।" হেসে-হেসে গড়িয়ে পড়্লাম, দম আট্কে এল। একটুও মদ খাইনি কিন্তু।

এড্ভার্ডাকেও খুসি দেখাচ্ছে।

অতিথিরা সব বিদায় নিচ্ছে,—পাশের ছোট্ট ঘরটাতে পালিয়ে গিয়ে চুপ করে' বসে'-বসে' প্রতীক্ষা কর্তে লাগ্লাম। সিঁড়িতে একের পর এক সবাইর বিদায়জ্ঞাপন শুন্তে পাচ্ছি—ডাক্তারও বিদায় নিয়ে চলে' গেল টের পেলাম।—সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। আমার হৃদয় কাঁপ্ছিল, কখন ও আসে।

এড্ভার্ডা এল। আমাকে দেখে ভারি অবাক হ'য়ে গেল, হেসে বল্লে—"তুমি আছ? শেষ পর্য্যন্ত যে থেকে গেলে,—এ তোমার অসীম দয়া। আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি আজ।"

দাঁড়িয়েই রইল।

উঠে পড়ে' বল্লাম,—"তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার তা হ'লে। আশা করি, তুমি আমার ওপর বিরক্ত হওনি, এড্ভার্ডা। খানিক আগে তুমি ভারি মনমরা ছিলে, আমার এত খারাপ লাগছিল।"

"ঘুমুলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

আর কিছু না বলে' দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"ধন্যবাদ! সন্ধ্যাটা

ভারি সুখে কাটল।” দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে আস্‌ছিল, বাধা দিলাম।

“কিছু দরকার নেই। আমি নিজেই পথ চিনে যেতে পারব।”

তবুও আমার সঙ্গে ও এল। আমি আমার টুপি, বন্দুক ও ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, ও ততক্ষণ বারান্দাতে চুপ করে’ দাঁড়িয়ে আছে। কোণে একটা ছড়ি; বেশ দেখা যাচ্ছিল, ভালো করে’ তাকিয়ে চিন্‌লাম ওটা কা’র,—ডাক্তারের। ছড়িটা দেখে ফেলেছি বলে’ ও যেন একটু অপ্রস্তুত হ’ল;—ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল ও এর কিছুই জানে না। পুরো এক মিনিট্ কেটে গেল,—কোনো কথা নেই। হঠাৎ ও অধৈর্য্যের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে’ উঠ্‌ল,—“তোমার ছড়ি,—তোমার ছড়ি নিতে ভুলো না।”

আমারই চোখের ওপর ডাক্তারের ছড়িটা ও আমার হাতে তুলে দিল।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম,—ছড়িটা ও এখনো ধরে’ আছে, ওর হাত কাঁপ্‌ছে। আমি ছড়িটা নিয়ে আবার কোণে তেম্‌নি ঠেসান্ দিয়ে রেখে দিলাম। বল্লাম—“এ তো ডাক্তারের ছড়ি। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কি করে’ খোঁড়া লোক তার ছড়ি ভুলে ফেলে যেতে পারে।”

প্যান্

"খোঁড়া লোক !" ও চীৎকার করে' উঠ্ল,—এক পা আমার দিকে এগিয়েও এল—"তুমি খোঁড়া নও, জানি,—খোঁড়া হ'লেও তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয না, না কখনোই না। তুমি যাও।"

কিছু বল্‌তে চাইলাম হয় ত', কিন্তু বুক সহসা খালি হ'যে গেছে,—মুখে রা নেই, গভীর নমস্কার করে' দরজার পেছন দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। সাম্‌নের দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে যেন কি দেখে নিলাম,—চলে' গেলাম তারপর।

তাই ও ওর ছড়ি ফেলে রেখে গেছে,—মনে হ'ল,—ফের ও ফিরে আস্‌বে ছড়িটা নিয়ে যাবার জন্য। আমিই তা হ'লে এ রাত্রির শেষ অতিথি নই।

আস্তে হেঁটে চলেছি, বনের কিনারে এসে থাম্‌লাম। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই বুঝি খুব জোরে পা চালিয়েছে। ওর কথা কইবার আগেই টুপি তুল্লাম,—ওকে পরখ কর্‌তে। ও-ও তুল্‌ল। বরাবর ওর কাছে গিয়ে বল্লাম—"আমি ত' তোমাকে কোন অভিবাদন জানাইনি।"

ও চোখের দিকে চেয়ে রইল।—"অভিবাদন জানাওনি ?"

"না।"

চুপচাপ।

"তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।" হঠাৎ ও বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। "আমি আমার ছড়িটা ফিরিয়ে আন্তে চলেছি,—ফেলে এসেছি কি না।"

এর কিছু উত্তর দেওয়া যায় না, তাই অন্য দিক দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলাম। ওর সামনে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম—"লাফাও।"

ও যেন একটা কুকুর। ওর লাফাবার জন্য শিস্ দিলাম।

ওর মুখ শুকিয়ে পাংশু হ'য়ে গেছে, ঠোঁট কাম্ড়াচ্ছে,—ওর চোখের দৃষ্টি মাটিতে মিশে গেছে! হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল,—অস্ফুট হাসিতে মুখ একটুখানি কোমল হ'ল হয় ত',—বল্লে—"তার মানে? কি বল্‌তে চাও তুমি? কি হয়েছে তোমার?"

কি-ই বা বল্‌ব? ওর কথা বুঝি মন ছুঁয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ও ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে,—"তোমার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। বল না কি হয়েছে? আমাকে বল্‌তে কি বাধা?"

লজ্জায়, হতাশায় মন নুয়ে পড়্‌ল। ওর শান্ত কথাগুলি আমাকে দস্তুরমতো নাড়া দিলে। ইচ্ছা কর্‌ল ওর প্রতি আমিও এম্‌নি সদয় হই,—আমার বাহু দিয়ে ওকে জড়ালাম, বল্লাম—"এর জন্য আমাকে মাপ কর, ডাক্তার। কি-ই বা আমার হবে?

কিছুই হয়নি,—তাই তোমার সাহায্যেবো দবকার নেই কিছু। তুমি এড্ভার্ডাকে খুঁজ্ছ, না? বাড়িতেই ওকে পাবে। শিগ্গির যাও, নইলে এখুনি ঘুমিয়ে পড়্বে হয ত'। ও আজ ভারি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে,—আমি নিজেব চোখে দেখে এলাম। তোমাকে সব চেয়ে শুভসংবাদ দিলাম,—বাড়িতেই পাবে ওকে, যাও। শিগ্গিব।"

ডাক্তাবকে ছেড়ে দিযে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে বন পেরিয়ে কুটীবে এসে পৌছুলাম।

এসেই বিছানাব ওপব বস্লাম,—হাতে বন্দুক, কাঁধে সেই ব্যাগ্টা। মনে নানা রকম আজ্গুবি চিন্তা ভিড় কর্ছিল। ডাক্তারের কাছে নিজেকে এত খেলো কবে' দিলাম কেন? গলায বন্ধুব মতো বাহু রেখেছি, ওর দিকে সস্নেহে চেযেছি—ভাব্তে ভারি বাগ হচ্ছিল এখন, হয় ত' এই কথা নিযে ও মনে মনে ঠাট্টা কর্বে,—হয় ত' এতক্ষণে এই নিয়ে এড্ভার্ডাব সঙ্গে ও খুব হাস্ছে। আচ্ছা, ও ওর ছড়িটা দেয়ালের কোণে বেখে এল! হাঁ, আমি যদি খোঁড়া হ'তাম, তবুও ডাক্তারেব সঙ্গে আমার তুলনা চলে না,—কক্খনো না, এড্ভার্ডা আমাকে তাই বল্লে।

মেঝের মাঝখানে এসে, বন্দুকটা খাড়া কর্লাম। আমার বাঁ পায়ের পাতার কুঁজো ওপর-পিঠে বন্দুকের মুখটা লাগিয়ে ঘোড়া

টিপে দিলাম। পা ভেদ করে' গুলিটা মেঝের মধ্যে গিয়ে সেঁধোল। ঈশপ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

খানিক বাদে দরজায় কে টোকা দিলে।

ডাক্তার।

"তোমাকে বিরক্ত কর্লাম বলে' দুঃখিত।" ও বল্লে,—"তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে' গেলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পর্য্যন্ত পার্লাম না। এ কি, বারুদের গন্ধ?"

ওর মধ্যে একটুও অস্থিরতা নেই।

"এড্ভার্ডাব সঙ্গে দেখা হ'ল? ছড়ি পেলে?" শুধোলাম।

"পেয়েছি। কিন্তু এড্ভার্ডা শুতে চলে' গেছে। এ কি, তোমাব পা থেকে রক্ত পড়্ছে?"

"ও কিছু না। বন্দুকটা সরিয়ে রাখ্তে যাচ্ছিলাম,—তাইতেই এ কাণ্ড। কিছু না তেমন। যাও, আমি কি তোমাকে এম্নি বসে' বসে' সব মাগ্না খবর দেব নাকি? তুমি বল—ছড়ি ফিরে পেলে?"

ও আমার কথা যেন শুন্লও না, আমার ছেঁড়া বুট ও রক্তাক্ত পায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছড়িটা রেখে ও ওর হাতের দস্তানা খুলে ফেল্লে।

"চুপ করে' বসে' থাক—ন'ড়োনা,—বুটটা আস্তে আস্তে খুলে ফেল্ছি। বন্দুকের এই আওয়াজটাই হয় ত' দূর থেকে শুনেছিলাম।"

১৮

বন্দুক নিযে কি কাণ্ডটাই করলাম,—পরে কত অনুতাপ হচ্ছে। পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম বুঝি। কোন কাজই হ'ল না তাতে, শুধু বহুদিন ধরে' বিছানায় আটক রইলাম। কী অস্বস্তির মধ্য দিয়েই দিন কেটেছে, এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার ধোপানি রোজ এসে কাছে থাক্‌ত, খাবার কিনে আন্‌ত, ঘর গুছিয়ে দিত,—কত দিন! তারপর···

ডাক্তার একদিন এড্‌ভার্ডার কথা পাড়্‌লে। ওর নামটি আবার শুন্‌লাম, ও কি করেছে কি বলেছে সব শুন্‌লাম,—যেন এ সবে আমার কিছু এসে যায় না, ডাক্তার যেন বাজে গল্প কর্‌ছে! এত শিগ্‌গির লোকে ভুলে যেতে পারে, ভাব্‌তে অবাক হ'য়ে যাই।

"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার নিজেরই বা কি মত? সত্য কথা বলতে কি, আমি ওর কথা কতদিন ভাবি নি। দাঁড়াও, তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে,—তোমরা এত কাছাকাছি থাক্‌তে। একদিন সেই দ্বীপে চড়ুইভাতির সময় তুমি ছিলে ভোজদাতা আব ও তোমার সহচরী। অস্বীকার ক'রো না

ডাক্তার, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু বোঝাপড়া হয়েছে। না, থাক্, আমাব কথাব উত্তব দিয়ে কাজ নেই,—আমাকে কেন বল্‌তে যাবে? এস, অন্য কথা পাড়ি। আবার কবে বাইবে বেরুতে পাব?"

কি বল্‌লাম তাই ভাবছিলাম বসে'। পাছে ডাক্তার কিছু বলে' বসে— তাব জন্য এত ভয় কেন? এড্‌ভার্ডা আমার কে? আমি ওকে ভুলে গেছি।

ঘুবে ফিরে আবাব এড্‌ভার্ডার কথা উঠল,—ওকে বাধা দিলাম। কিন্তু, শুন্‌তে এত ভয় কিসেব?

"কেন এমনি করে' কথাব মাঝে থেমে যাচ্ছ?" ও বল্লে,— "আমি ওর নাম বলি, এ কি তোমার সহ্য হয় না?"

বল্লাম,—"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার সত্যিকাবের মত কি, বল। শুন্‌ব।"

অবাক হ'যে আমাব দিকে তাকাল ও।—"সত্যিকাবের মত?"

"হয় ত' তোমার কাছ থেকে আজ কিছু নতুন কথা শুন্‌ব! তুমি হয় ত' ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তোমাকে হয় ত' ও গ্রহণ করেছে। তোমাকে অভিনন্দিত করব নাকি? না? সে কি?"

"তুমি বুঝি এই ভয় করছিলে?"

"ভয়? ডাক্তার—"

চুপচাপ।

"না।" ও বল্লে—"প্রস্তাব-ও করি নি, আমাকে ও গ্রহণ-ও করে নি। তুমিই হয় ত' করেছ, কেমন? এড্‌ভার্ডার কাছে প্রস্তাব চলে না,—যাকে ও খুসি তাকেই ও নেয়। ও কি শুধু একটি মেঠো মেয়ে ভাব? শিশুকালে ও শাসন পায় নি,—একেবারে খামখেয়ালি, বড় হ'য়েও। উদাসীন? তাই বা কি করে' বলি? উত্তপ্ত?—আমি বলি, বরফ। তবে কি ও? এক টুক্‌রো মেয়ে, ষোলো কি সতেরো,—ঠিক তাই। ঐ ঠুন্‌কো একটুখানি মেয়েকে বুঝ্‌তে যাও, দিশেহারা হ'য়ে গিয়ে নিজের বোকামিতে হাস্‌বে। ওর বাপ পর্য্যন্ত ওকে বশে আন্‌তে পারে নি, বাইরে ও বাপের কথা একটু-আধটু শোনে বটে, কিন্তু আসলে ও-ই কর্ত্রী। ও বলে, তোমার চোখ ঠিক জানোয়ারের চোখের মতো"

"তোমার ভুল হয়েছে, ও নয়। আর কেউ।"

"আর কেউ? কে আবার?

'তা জানি না। ওর মেয়ে-বন্ধুদের কেউ। এড্‌ভার্ডা না। দাঁড়াও, এড্‌ভার্ডাই"

"তুমি যখন ওর দিকে তাকাও, ও তাই ভাবে, ও বলে। কিন্তু তোমার কি তাতে মনে হ'ল যে তুমি ওর এক চুল কাছে

এগিয়েছ ? না। যত খুসি যেমন খুসি ওর দিকে তাকাও, ও দেখে ফেলে আপন মনে বল্‌বে,—ঐ লোকটা আমার দিকে খুব চোখ মার্‌ছে ; ভাব্‌ছে, ওতেই আমাকে বেঁধে ফেল্‌বে ! এই ভেবে শুধু একটি চাউনি বা একটি কথার খোঁচায় তোমাকে দশ মাইল দূরে ঠেলে দেবে। তুমি কি ভাব্‌ছ আমি তাকে চিনি না ? কত বয়েস ওর ?"

" '৩৮ সালে ও জন্মেছে,—ও ত' বলে।"

"মিথ্যে কথা। আমি একদিন এম্‌নি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওর বয়েস কুড়ি, যদিও পনেরো বলে' ওকে চালানো যায়। ও সুখী নয়,—ওর ঐ ছোট্ট মাথার মধ্যে অনেক কিছুর বিপ্লব চলেছে। যখন ঐ পাহাড় আর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বেদনায় মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে' ওঠে,—তখন, সেইখেনেই ওর দুঃখ। কিন্তু অহঙ্কারে চোখের জল ফেল্‌ল না কোন দিন। একটু বেশি রকম কল্পনাপ্রিয়,—ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করছে। তুমি নাকি একজনকে একবার একটা পাঁচ ডেলার্‌-এর নোট্‌ দিয়েছিলে,—সত্যি ? কি ব্যাপার ?"

"ঠাট্টা করেছিল। কিছু নয়।"

"কিছু বৈ কি। আমারো সঙ্গে এম্‌নি করেছিল একবার। বছরখানেক আগে। ডাক-জাহাজে আমরা তখন যাচ্ছিলাম,—জাহাজ ডাঙায় ভিড়েছে। বৃষ্টি পড়্‌ছিল, ভারি ঠাণ্ডা। কোলে

ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে ডেক্-এ বসে' কাঁপ্ছিল। এড্ভার্ডা তাকে শুধোল,—'বড্ড শীত করছে তোমার?' করছে বৈ কি। 'ছোট্ট খোকাটিরো?' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এড্ভার্ডা বল্লে,—'ক্যাবিনের মধ্যে যাও না কেন?' মেয়েটি বল্লে,—'ডেক্-এর এই বাইরে-দিকটার টিকিট্ আমার।' এড্ভার্ডা আমার দিকে তাকাল। বল্লে—'এই মেয়েটির ডেক্-এর বাইরে-দিকের টিকিট্।' তাতে কি? কিন্তু ওর চাউনি বুঝ্তে দেরি হ'ল না! খুব বড়লোক ত' নিজে নই, যাই পাই তার জন্যে কী ভীষণ খাট্তে হয়, এক আধ্লা খরচ কর্বার আগে দু' বার ভাবি,—চলে' গেলাম সেখান থেকে। মেয়েটিকে কেউ সাহায্য করুক্ এই যদি এড্ভার্ডা চায়, তবে ও নিজেই দিক্ না। ও আর ওর বাপ আমার চেয়ে ঢের টাকাতে! সত্যি-সত্যি এড্ভার্ডাই দিল। সে-দিক দিয়ে ও চমৎকার,—কে বলে ওর হৃদয় নেই? কিন্তু আমি ঐ মেয়েটি ও তার ছেলের সেলুন্ ভাড়া দিই এই ত' ও সর্ব্বান্তঃকরণে চাইছিল,—ওর দুই চোখে ত' তাই পড়্ছিলাম। তারপর কি হ'ল, ভাব্তে পার? মেয়েটি উঠে ওকে ধন্যবাদ জানালে। 'ধন্যবাদ আমাকে নয়।' এড্ভার্ডা বল্লে,—'ঐ ভদ্রলোকটিকে।' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে। মেয়েটি আমাকেও ধন্যবাদ দিলে,—কি বল্ব? চলে' গেলাম শুধু। ঐ ওর রকম। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরো কত

কথা বলা যায়। মাঝিকে সেই পাঁচ ডেলার্,—ও নিজেই দিয়েছিল তা'। তুমি যদি দিতে তবে ও ওর দুই বাহু দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করে' সেখেনেই চুম্বন কর্ত। একটা ছেঁড়া জুতোর জন্যে এতগুলি টাকা খরচ কর্লে তুমি ওর মনে নিশ্চয়ই রাজ-পুত্রেরই মতো বিরাজ কর্তে,—তা' ওর ভাবি মনোমত হ'ত—তোমার কাছ থেকে ও তাই আশা কর্ছিল। তুমি তা' কর্লে না,—ও নিজে তোমার নামে তাই কর্‌লে। ঐ ওর ধরন,—খামখেয়ালি, কিন্তু ভারি হিসেবি।"

"এমন কি কেউ নেই যে, ওকে জয় কর্তে পারে?" শুধোলাম।

সে-প্রশ্ন এড়িয়ে ডাক্তার বল্লে,—"ওর দরকার শাসন। বড্ড বাড় ওর, যা খুসি তাই ও করে, আর, সব সময়েই জেতে। কেউ ওকে আমান্য করে না,—কিছু-না-কিছু কর্বার হাতের কাছে আছেই ওর। আমি ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি, দেখেছ? পাঠশালার মেয়ে, খুকি! ওকে হুকুম করি, ওর কথা বলার ধরনকে নিন্দা করি, কড়া চোখ রাখি,—ও কি কিছু বোঝে না, ভাব? গর্ব্বিত, কঠিন,—প্রত্যেকবার ওর ঘা লাগে, প্রত্যেকবার অহঙ্কারে ও মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায়। কিন্তু ওর সঙ্গে অম্‌নিই ব্যবহার করা উচিত। তুমি যখন এখানে প্রথম এলে,—আমি তখন ওর সঙ্গে প্রায় এক বছর মিশ্‌ছি,—সব শুধ্‌রে আস্‌ছিল; বিরক্ত

হ'তে-হ'তে বেশ বুঝ্ হ'য়ে উঠ্ছিল ও। তুমি এসে সব উল্টে দিলে,—সব। এম্নি করে'ই যায় সব,—একজন ছাড়ে আরেক-জন এসে তুলে নেয়। তোমার পরে তৃতীয় আরেকজন আস্বেন,—নিশ্চয়ই,—তুমি তাঁকে চেন না।"

মনে হ'ল, ডাক্তার কিসের যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। বল্লাম,—"এত কষ্ট করে' আমাকে এ লম্বা গল্প বল্বার কি দায় পড়েছে তোমার, ডাক্তার? কেন? ওর শিক্ষা সম্বন্ধে আমাকেও কিছু সাহায্য করতে হবে নাকি?"

"আবার একেবারে আগুন।" আমার কথায় কান-ও পাত্ল না, বলে' চল্ল,—"জিজ্ঞেস করেছিলে, কেউ ওকে পেতে পাবে কি না। কেন পাব্বে না? ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা কর্ছে, সে এখনো আসে নি। বারে-বারে ও ভাবে, তাকে পেয়েছে বুঝি, বারে-বারে ওর ভুল ভাঙে। তোমাকেও ভেবেছিল,—বিশেষত জানোয়ারের চোখের মত তোমার চোখ। হা হা! তোমার ইউনিফর্মটা সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে, কাজে লাগ্ত। কেন ওকে পাবে না? কতদিন ওকে দেখেছি, বেদনায় দুই হাত মুচ্ড়ে-মুচ্ড়ে ও ক'ার প্রতীক্ষা কর্ছে, কে এসে ওকে কেড়ে নিয়ে যাবে, ওর প্রাণ আর সর্ব্ব-দেহের ওপর রাজত্ব কর্বে হ্যাঁ, একদিন সে আস্বে, হঠাৎ—একেবারে অসাধারণের মতো। ম্যাক্ ভ্রমণে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই

কিছু মত্‌লব আছে ওর। অনেকদিন আগে এমনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে একটি লোক নিয়ে এসেছিল।”

“লোক নিয়ে এসেছিল ?”

“সে কোনো কাজের নয়।” মলিন হাসি ডাক্তারের মুখে,—“আমারই বয়সী সে,—আমারই মতন খোঁড়া। রাজপুত্র হ’তে পার্‌ল না।”

“তারপর চলে’ গেল ? কোথায় গেল ?” ওর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

“চলে’ গেল ? কোথায় ?—জানি না।” অস্পষ্ট ডাক্তারের কথা,—“অনেকক্ষণ বাজে বক্‌ছি আমরা। তোমার পা,—তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, চল্লাম, বিদায় !”

১৯

কুটীরের বাইরে নারীকণ্ঠ,—রক্ত যেন মাথায় উঠে এল,—এড্ভার্ডা।

"গ্লাহ্ন—গ্লাহ্নের অসুখ, শুন্লাম।"

হোপানি বাইরে ছিল, বল্লে,—"প্রায় সেরে উঠেছেন।"

ওর মুখে আমার নামোচ্চারণটা যেন একেবারে হৃদ্পিণ্ডে এসে লাগ্ল, ও দু'বার আমার নাম বলেছে, কত ভালো লাগ্ছে তাতে। পরিষ্কার মিষ্টি ওর গলা।

টোকা না দিয়েই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঢুকে আমার দিকে চাইল ও। হঠাৎ মনে হ'ল,—যেন সেই পুরানো দিনের মতো—সেই রং-করা জ্যাকেট্ গায়ে, কোমর সরু দেখাবার জন্য সেই নীচু করে' ঘাগ্রা পরা। ওকে আবার দেখ্লাম, সেই দৃষ্টি, মুখ, কপালের নীচে দু'টি বাঁকানো ভ্রধনু, দু'টি শিথিল হাত,—আমার মাথা ঘুরে' উঠ্ল। ভাব্লাম, ওকে আমি চুম্বন করেছি!

উঠে দাঁড়ালাম।

"আমি এলেই তুমি দাঁড়াও। কেন? বোস, তোমার পায়ে লাগ্বে। কেন বন্দুক ছুঁড়েছিলে বল ত'? আমি

কিছুই জান্তাম না, সবে শুন্লাম। এতদিন কেবল ভেবেছি ঃ গ্নাহ্নের কি হ’ল ?—আর আসে না। সত্যিই কিছু জান্তাম না, জান্তাম না। প্রায় একমাসের ওপর তুমি ভুগ্ছ, অথচ কেউ আমাকে কিছু বলে নি। কেমন আছ এখন ? ভারি শুকিয়ে গেছ কিন্তু, চেনা যাচ্ছে না। তোমার পা,—তুমি খোঁড়া হ’যে যাবে নাকি ? ডাক্তার বল্ছে, কিছু ভয় নেই, পা ঠিক থাক্বে। সত্যি, যদি খোঁড়া না হও, কি সুখী যে হই, কত যে ভালোবাসি তোমাকে ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। না বলে’ হঠাৎ চলে’ এলাম বলে’ ক্ষমা করেছ আশা করি,—ছুটে আস্ছি…”

আমার কাছে নুয়ে এল,—এত কাছে,—মুখের ওপর ওর নিঃশ্বাস পাচ্ছি। ওকে ধর্বার জন্য হাত বাড়ালাম। ও একটু সরে’ গেল। ওর দু’টি চোখ ভিজা !

বল্লাম,—“বন্দুকটা ঐ কোণে ছিল, বোকার মত এম্নি ধরে’ ছিলাম, হঠাৎ গুলি ছুট্ল। হঠাৎ—”

মাথা নেড়ে ও বল্লে—“হঠাৎ। দেখি, বাঁ পা,—ডান্ না হ’য়ে বাঁ-ই বা কেন ? হ্যাঁ, হঠাৎ—”

“সত্যিই হঠাৎ।” বল্লাম,—“কি করে’ জান্ব বাঁ না ডান্ ? দেখ না, বন্দুকটা যদি এম্নি থাকে, তবে কোন পায়ে লাগে ? ডান্ ? যা-তা কাণ্ড—”

অদ্ভুত ভাবে তাকায়। চারিদিকে চেয়ে বলে,—“ভালো আছ

তা হ'লে? খাবারের জন্য ঐ মেয়েটাকে কেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি? কি খাচ্ছ?"

আরো কতক্ষণ আলাপ হ'ল। বল্লাম,—"যখন তুমি এলে, তোমার সমস্ত দেহে চাঞ্চল্য, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতি, তুমি তোমার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার চোখ আবার ম্লান হ'যে এসেছে। কিছু কি অপরাধ করেছি?"

স্তব্ধ।

"মানুষে সব সময়েই একরকম থাক্‌তে পারে না···"

বল্লাম,—"একটা কথা আমাকে বল। তোমাকে কী আঘাত দিলাম—ভবিষ্যতে শোধ্‌রাতে পার্‌ব তা হ'লে—"

ও জান্‌লা দিয়ে দূর আকাশের দিকে চাইল, ব্যথিত স্বরে বল্লে,—"কিছুই না, গ্লাহ্‌ন। শুধু-শুধু মনে ভাবনা আসে। তুমি রাগ করেছ? কেউ অল্প দেয়,—কিন্তু তাদের পক্ষে সেটুকুন্ দেওয়াই কত দুঃসাধ্য,—কেউ বা ঢেলে দেয়, একটুও যায় আসে না তাতে—এদের মধ্যে কে সত্যিই বেশি দেয়,—বল্‌তে পার? অসুখে তুমি ভারি মলিন হ'যে গেছ। আমরা কেন এ সব বাজে বকছি?" হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লে,—মুখ ওর খুসিতে রাঙা,—"শিগ্‌গিরই তুমি ভালো হ'য়ে যাবে। আবার দেখা হবে আমাদের।"

ও হাত বাড়িয়ে দিল।

প্যান্

কি যে মাথায় এল,—হাত নিলাম না। আমার হাত দু'টো পেছনে রেখে উঠে দাঁড়ালাম,—নীচু হ'য়ে নমস্কার জানালাম,—দয়া করে' আমাকে যে দেখ্‌তে এসেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।

"তোমাকে বাড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লাম না, মাফ কোরো।"

ও চলে' গেলে চুপ করে' বসে' রইলাম বিছানায়। ইউনি ফর্মটা ফিরিয়ে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখ্‌লাম।

২০

বনে প্রথম দিন।

শ্রান্ত—অথচ সুখী।—সমস্ত প্রাণী কাছে এসে মুখের দিকে তাকাচ্ছে, গাছের পোকা, পথের পোকা। সুপ্রভাত, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। অবশ্য যেন আমার মধ্যে সম্মিলিত হচ্ছে, ওর প্রতি নিবিড় স্নেহ অনুভব করলাম,—আমি যেন আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় গলে' যাচ্ছি। বন্ধু অবশ্য, হৃদয় থেকে তোমার জন্যে শুভকামনা করছি, সুখী হও।

আমি, সমস্ত পথ ঘুরি ফিরি, সমস্ত কিছুর নাম ধরে' ডাকি, চোখ জলে ভরে' ওঠে। পাখী, গাছ, পাথর, ঘাস, পিঁপড়ে,—সবাইকে সম্বোধন করি। উঁচু পাহাড়ের দিকে তাকাই, ভাবি, ওরা যেন আমাকে ডাকে! 'এই যাচ্ছি—' কথা কয়ে' উঠি। ঐ বাজপাখীটার বাসা চিনি। পাহাড়ের উপরে ওদের শব্দ শুনে মন উড়ে' চলে।

দুপুরে নৌকো নিয়ে একটা ছোট দ্বীপে এসে ভিড়লাম। আমার হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু, পেলব বৃন্ত—বেগুনি রঙের ফুল—বুনো ঘাস ও কাঁটা-গাছ ভিড় করে' আছে, ঠেলে চলেছি। একটা

প্যান্

পশু নেই,—মানুষ-ও না। পাহাড়ের নীচে সমুদ্র ধীরে ফেনায়িত হচ্ছে, দূরে পাহাড়ের ওপর দলে-দলে পাখীরা উড়্ছে, চেঁচাচ্ছে। চতুর্দ্দিক থেকে সমুদ্র যেন আমাকে প্রিয়ার মত আলিঙ্গন করে' ধরেছে; ধন্য এই জীবন ও পৃথিবী ও আকাশ, ধন্য আমার শত্রু, ধন্য;—আমি এখন আমার নিদারুণ শত্রুকেও বিনীত সম্ভাষণ করতে পারি, তার জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে পারি।

ম্যাক্-এর নৌকা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল,—পরিচিত গানের স্বর, সমস্ত মন যেন রৌদ্র লেগে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। দাড় বেয়ে চলে' জেলেদের কুটীর পেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি। দিন মরে' এসেছে, ঈশপের সঙ্গে একত্র খাদ্য সেরে আবার বনে বেরিয়েছি। আমার মুখে মৃদু বাতাসের স্পর্শ লাগ্ছে। আমার মুখ স্পর্শ করেছে বলে' বাতাসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওদের বলি-ও সে কথা, ধন্যবাদে আমার শিরায় রক্তধারা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আমার হাঁটুর ওপর ঈশপ্ ওর একটি থাবা তুলে দেয়।

দেহে ক্লান্তি নামে, ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘণ্টা বাজ্ছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে একটা পাহাড়। দুইবার প্রার্থনা করি, একবার আমার জন্য, আরেকবার কুকুরের; —পাহাড়ে যাই

প্যান্

টক্‌টকে লাল আকাশ ,—আমার চোখের স্থমুখে স্থর্য্য, নমস্কার ! রাত্রি যেন আলোকের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করছে। আমি ও ঈশপ্,—সব শান্ত, স্থষুপ্ত। আমরা আর ঘুমুব না,—শিকারে বেরুব, কুকুরকে বলি,—আমাদের মাথার ওপরে লাল স্থর্য্য হাসছে, ফিরে যাব না আর। মনে পাগল চিন্তার ভিড় জমে।

উত্তেজিত, অথচ দুর্ব্বল,—মনে হ'ল কে যেন আমাকে চুম্বন করছে, ঠোঁটে তার চুম্বন লেগে আছে। বাঃ, কেউ নেই ত'। "ইসেলিন্ !" ঘাসের ওপর অস্ফুট একটি শব্দ,—হয় ত' একটি শুকনো পাতা খস্‌ল, হয় ত' বা পদধ্বনি কা'র। বনের মধ্যে অপরূপ চাঞ্চল্য,—নিশ্চয়ই এ ইসেলিন্-এর নিঃশ্বাস। এখেনেই ওর বাসা, এখেনে ও হল্‌দে-জুতো-পরা নীল-কুর্ত্তি-গায়ে কত শিকারীর প্রার্থনা শুনেছে। চার-পুরুষ আগে ও ওর জান্‌লায় বসে' বনে-বনে শিঙা-নাদের প্রতিধ্বনি শুন্‌ত। ছিল বল্‌গা হরিণ, নেকড়ে আর ভালুক,—অসংখ্য শিকারী। তারা সবাই দেখেছে কেমন ক'রে ও ছোট্টটি থেকে ডাগর হ'ল, ওরা সবাই ওর জন্য প্রতীক্ষা করে' গেছে। কেউ-কেউ দেখেছে ওর চোখ, কেউ শুনেছে ওর গলা,—কিন্তু এক রাতে এক বিনিদ্র গেঁয়ো শিকারী উঠে পড়ে' লুকিয়ে ওর ঘরে গিয়ে ওর কোমরের স্থমুখের শাদা মখ্‌মলটি দেখে এল। যখন সবে ওর বারো বছর বয়েস, ডাণ্ডাস্ এল। স্কচ্, জেলে,—দেদার্ জাহাজ ওর। ছেলে ছিল

একটা। যখন ইসেলিন্ ষোলো হ'ল, ডাণ্ডাস্‌কে দেখ্‌লে। ঐ ওর প্রথম প্রেমিক···

এম্‌নি সব আজ্‌গুবি চিন্তা,—মাথা ভারী হ'য়ে আসে। চোখ বুজে ইসেলিন্-এর চুম্বনের প্রতীক্ষা করি। ইসেলিন্, অন্তরঙ্গ, তুমি কি এখেনে? ডাইডেরিক্‌কে কি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ? ··মাথা আরো ভারী হয়, ঘুমের তরঙ্গের ওপর ভাসি।

কে যেন কথা কইছে, যেন সপ্তর্ষি আমার রক্তের ছন্দে গান গাইছে।—ইসেলিন্-এর গলা :

"ঘুমোও, ঘুমোও। আমি আমাব প্রথম প্রেমেব গল্প বলি, প্রথম রাত্রির। মনে আছে দরজা বন্ধ করে' রাখ্‌তে ভুলে গেছ্‌লাম। আমার ষোলো বছর বয়েস, বসন্তের বেলা তখন, মিঠে বাতাস। ডাণ্ডাস্ এল, ঈগলের পাখার ঝাপটের মতো। শিকারে বেরুবার আগে ওর সঙ্গে একদিন মোটে দেখা হয়েছিল, পঁচিশ ওর বয়েস, অনেক দূর থেকে এসেছে। বাগানে আমার পাশে-পাশেই হাঁট্‌ল, আর যেমনি আমাকে ছুঁ'ল, ভালবাস্‌লাম। কপালে ওর দুটি লাল দাগ, ইচ্ছে হ'ল ঐ দুটো দাগের ওপর চুমু দিই।

"শিকারের পর বিকেলে ওকে বাগানে খুঁজ্‌তে বেরুলাম,— যদি ওকে না পাই, ভারি ভয় কর্‌ছিল। আপন মনে ওর নামটা

আস্তে একটু আওড়ালাম, ও যেন না শোনে! ঝোপেব ভেতব থেকে বেবিয়ে এসে বল্লে,—'মাঝ রাতেব এক ঘণ্টা বাদে।'

"চলে' গেল।

" 'এক ঘণ্টা বাদে মাঝ বাতেব', নিজেব মনে বল্লাম,— 'কি তাব মানে? জানি না। হয ত' ও দূব দেশে চলে' যাচ্ছে, হয ত' মাঝ বাতেব এক ঘণ্টা বাদেই, কিন্তু আমাব তাতে কি?'

"তাবপব,—আমাব দবজা বন্ধ কবে' বাখ্‌তে হঠাৎ ভুল হ'ল ·

"মাঝবাতেব এক ঘণ্টা বাদে ও আসে।

" 'দোব কি বন্ধ ছিল না?' শুধোই।

" 'এখন বন্ধ কবে' দিচ্ছি।' ও বলে।

"দবজা বন্ধ করে' দেয়। শুধু আমবা।

"কি বিশ্রী ওব ভারী বুটের শব্দ! 'আমাব ঝিকে জাগিয়ে দিযো না।' বলি: 'চেযাবটা পর্য্যন্ত নডবডে, বসলেই আওযাজ হয। না না, ঐ চেয়ারটায় বসো না, ভাঙা।'

" 'তোমাব পাশে বসি তা হ'লে?'

" 'বসো।' বলি।

"শুধু ঐ চেয়াবটা ভাঙা বলে'—

"সোফায় আমবা দু'জনে বসি।

প্যান্

" 'ঠাণ্ডা গা তোমার।' আমার হাত ধরে' ও বল্লে,—'তুমি সত্যিই কি কালিয়ে গেছ!' আমাকে ঘিরে ওর বাহু।

"ওর বাহুবন্ধনে তপ্ত হ'য়ে উঠ্লাম। তাই আরো একটু বস্লাম দু'জনে। একটা মোরগ ডেকে উঠ্ল।

" 'শুন্লে, মোরগ ডাক্ছে ?' ও বল্লে,—'ভোব হ'যে এল।'

"আমাকে ও ছুঁল! হারিয়ে গেলাম।

" 'সত্যিই কি মোরগ ডাক্ছে ?' ঢোক গিলে বল্লাম।

"ওর কপালে সেই দুটি জ্বরে-পোড়া লাল দাগ! উঠ্তে চাইলাম; দিল না উঠ্তে, ধরে' রইল। সেই দুটি মিষ্টি দাগে চুমু দিলাম,—ওর সাম্নে চোখ বুজে আছি।

"ভোর হ'য়ে গেল। উঠ্লাম,—সব অচেনা,—এ যেন আমার ঘবেব দেয়াল নয়, নিজের জুতো যেন চিন্তে পাচ্ছি না,—একটা আকুল শিহরণে যেন সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কি এ? হাসি পেল। ক'টা এখন? জানি না,—শুধু মনে আছে দোরে খিল দিতে ভুলে গেছ্লাম।

"ঝি আসে।

" 'ফুল গাছে এখনো জল দেওয়া হয় নি।' বলে।

"ফুলের কথা ভুলে গেছি।

" 'তোমার পোষাক কুঁচ্কে গেছে—' ও বলে।

"হাসি পেল। গত রাত্রে বোধ হয়।

প্যান্

"দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়ায়।

" 'বেরালটার জন্যে দুধ নেই।' ও বলে।

"ফুলের কথা ভাবি না, না পোষাক, না বেরালের।

"শুধোই, 'ডাণ্ডাস্ এল কি না ছাখ্ ত'। ওকে আস্তে বল্, ওর জন্যে বসে' আছি।'···ভাবি, এসে আজো কি দোর বন্ধ করে' দেবে ?

"দরজায় কে টোকা দেয়। খুলে দরজাটা নিজেই বন্ধ কবি, ওকেই বরং একটু সাহায্য করা হ'ল।

" 'ইসেলিন্।' ও ডাকে। পুরো এক মিনিট্ ধরে' ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।

" 'তোমাকে ডেকে পাঠাই নি।' কানে-কানে বলি।

" 'পাঠাও নি ?'

"ব্যথা পাই যেন, বলি, 'না, পাঠিয়েছিলাম। তোমার জন্যে এত অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। একটু থাক।'

"ওরই জন্য চোখ ঢেকে রইলাম। ও আমাকে ছেড়ে দিল না; ওর কাছে সরে' এসে লুকিয়ে আছি।

" 'মোরগ ডাক্‌ছে।' ও বল্লে।

" 'না, কোথায় মোরগ ?'

"ও আমার বুক চুম্বন কর্‌ল।

" 'দাঁড়াও দোর বন্ধ করে' দিয়ে আসি।' ও উঠ্‌তে চাইল।

প্যান্

"উঠ্‌তে দিলাম না। বল্লাম কানে-কানে,—'দরজা বন্ধ আছে।'

"আবার সন্ধ্যা,—চলে' গেল ডাগুাস্। আয়নার সাম্‌নে দাড়ালাম, দু'টি প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু আমাকে সম্ভাষণ করছে—হৃদয় দুলে' কেঁপে শিউরে উঠ্‌ছে। আমার চোখ যে এত সুন্দর তা ত' জানি নি আগে, নিজের ঠোঁটের ওপর আয়নায় চুমু দিলাম—

"এই আমার প্রথম রাত্রি,—প্রভাত ও সন্ধ্যা। আরেক সময় তোমাকে ভেগু্ হালুফ্‌সেন্-এর গল্প করব। ওকেও ভাল-বাস্‌তাম, ঐ দূরে দ্বীপে ও থাকত,—এখান থেকে দেখা যায়—কতদিন বিকেলে নৌকো করে' ঐ পারে গেছি, ওর কাছে। ষ্টেমার্-এর গল্পও বলব তোমাকে। ছিল পুরুত, কিন্তু ভাল-বাস্‌তাম। সবাইকেই ভালবাসি"

আধ ঘুমের মধ্যে মোরগের ডাক শুনি—নীচে, সিরিলাগু-এ।

"শোন ইসেলিন্। আমাদের জন্যেও মোরগ ডাক্‌ছে—"

"সুখে চেঁচিয়ে উঠি, দুই হাত বাড়িয়ে দিই। জাগি। ঈশপ্-ও নড়ে' উঠেছে। 'চলে' গেল'—দারুণ বেদনায় বলে' ফেলি, চারপাশে তাকাই। কেউ নেই,—ফাঁকা। ভোর হ'য়ে গেছে, নীচে সিরিলাগু-এ এখনো মোরগ ডাক্‌ছে।

কুঁড়ের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে,—এভা। হাতে একটা দড়ি, কাঠ আন্‌তে যাচ্ছে। মেয়েটির জীবনের এই ভোর

বেলা, তরুণ ওর দেহ,—নিঃশ্বাসে ওর বুক দুল্‌ছে, রোদ এসে পড়েছে।

"তুমি ভেবো না···" কথা শেষ কর্‌তে পারে না।

"কি ভাব্‌ব না এভা?"

"যে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তেই এ পথে এসেছি। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে'—"

লজ্জায় ওর মুখ ঈষৎ রাঙা হ'য়ে ওঠে।

২৭

পা'র ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না, রাতে মাঝে-মাঝে টন্‌টন্ করে,—জেগে থাকি। হঠাৎ চিড়িক্ দিয়ে ওঠে, বাদ্‌লা নাম্‌লেই বাতে ধরে। ঢের দিন হ'য়ে গেল। কিন্তু খোঁড়া হ'লাম না একেবারে।

দিন যায়।

ম্যাক্ ফিরেছে, খবর পেলাম। আমার নৌকো নিয়ে গেল; বেজায় অসুবিধায় পড়তে হ'ল কিন্তু,—শিকার কিছুই জুট্‌ছে না। কিন্তু হঠাৎ নৌকোটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল কেন? ম্যাক্-এর দু'জন লোক এক বিদেশী লোককে নিয়ে সকালবেলা নৌকা করে' হাওয়া খায়।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা।

"আমার নৌকোটা নিয়ে গেল।" বল্লাম।

"নতুন লোক এসেছে।" বল্লে ও,—"সকালে বেড়াতে নিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে আন্‌তে হয়। সমুদ্র দেখছে।"

ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোক। ষ্টিমারে হঠাৎ ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে,—ওকে সবাই ব্যারন্ বলে' ডাকে। ম্যাক্-এর বাড়িতে

ওকে দু'টো ঘর দেওয়া হয়েছে। ও আসাতে বেশ একটা সোরগোল পড়ে' গেছে যা হোক্।

মাংসের জন্যে ভারি অসুবিধা হচ্ছে, বিকেলের জন্যে এড্ভার্ডার কাছে কিছু চাইব ভাব্লাম। চল্লাম সিরিলাণ্ড্-এ। এড্ভার্ডার পরনে নতুন পোষাক, ও আরো একটু ঢ্যাঙা হয়েছে,—ওর পোষাকের ঝুল্ আরো একটু লম্বা হয়েছে।

"উঠ্তে পাচ্ছি না, মাফ কর।" এইটুকু শুধু বল্লে, হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

"ওর শরীর ভাল না।" ম্যাক্ বল্লে,—"ঠাণ্ডা লেগেছে। একটুও সাবধানতা নেয় না। তোমার নৌকো চাইতে এসেছ বুঝি? ওটার বদলে তোমাকে আরেকটা দেব,—পুরোনো, তা হোক্,—এখানে একজন নতুন লোক এসেছেন, কি না—বৈজ্ঞানিক, তায় অতিথি, বুঝ্ছই ত'।...তাঁর একটুও সময় নেই, সারাদিন খাটেন, সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এক্ষুনি যেয়ো না, আসুন্ তিনি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে' খুব খুসি হবে। এই ওঁর কার্ড,—মুকুট-ছাপ-মারা—তিনি ব্যারন্। ভারি চমৎকার লোক। হঠাৎ দেখা হ'ল।"

যাক্, খেতে বল্লে না। খালি যাচাই কর্তে এসেছি, বাড়ি ফিরে যাব এবার, ঘরে কিছু মাছ হয় ত' এখনো আছে। খুব খাওয়া হ'ল,...বেশ!

প্যান্

ব্যারন্ এল। বেঁটে, প্রায় চল্লিশ, চিম্‌সে মুখ, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, পাত্‌লা কালো-দাড়ি। চোখা চোখ, জোরালো চশ্‌মা। শার্টের বোতামেও পাঁচ-মুখো মুকুটের ছবি। একটু নীচ্ হ'ল, কৃশ হাতে নীল শিরা ফুলে' উঠেছে, হাতের নোখ্‌গুলি হল্‌দে।

"খুব খুসি হ'লাম, লেফ্‌টেনেণ্ট্। আপনি কি এ জায়গায় বরাবর আছেন?"

"কয়েক মাস।"

বেশ ভদ্র। ম্যাক্ ওকে ওর সব মাপকাঠি তোলদাঁড়ি সমুদ্রের নানান্ খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বল্‌তে অনুরোধ করলে,—ও-ও খুসি হ'য়ে বলে' চল্‌ল,—কোথায় কি রকম কাদা, কোথায় কি ঘাস। বারে-বারেই আঙুল দিয়ে মোটা চশ্‌মাটা নাকের ওপর ঠিক মতো বসাচ্ছে। ম্যাক্ খুব উৎফুল্ল। এক ঘণ্টা কাট্‌ল।

ব্যারন্ আমার সেই দুর্ঘটনার কথাও বল্লে,—সেই বন্দুক নিয়ে বিতিকিচ্ছি কাণ্ডটা। ভালো হ'য়ে গেছি কি? শুনে খুসি হ'লাম।

কিন্তু কে ওকে বলেছে এ কথা? বল্লাম, "কার কাছে শুন্‌লেন?"

'কে আবার? শ্রীমতী ম্যাক্। তুমিই নও?"

পর্যান্

এড্‌ভার্ডা লজ্জার ভাণ করল।

বেচারা আমি,—এতদিন ধরে' কি দারুণ বেদনা বুক চেপে ছিল, বিদেশীর শেষ কথা শুনে ভারি সুখ হ'ল। এড্‌ভার্ডার দিকে তাকাই নি, কিন্তু মনে-মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। ধন্যবাদ, তুমি আমার কথা বলেছ, তোমার জিভ্ দিয়ে আমার নাম উচ্চারণ করেছ—নাই বা রইল তার কিছু দাম,—ধন্যবাদ!

বিদায় নিলাম। এড্‌ভার্ডা চুপ করে' বসে'ই রইল, ওর যে অসুখ। উদাসীনের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

ম্যাক্ উৎসুক হ'য়ে ব্যারনের সঙ্গে বকে' চলেছে। কন্‌সাল্-ম্যাক্-এর গল্প করছে এখন: "সে-কথা তোমাকে এখনো বলি নি বুঝি? এই হীরেটা রাজা কার্ল জোহান্ আমার ঠাকুরদার বুকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছি, কেউই দোর পর্যান্ত এগিয়ে দিল না। যেতে-যেতে জান্‌লা দিয়ে একবার চাইলাম, এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে দুই হাতে পর্দা সরিয়ে দেখ্‌ছে—দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী! নমস্কার করতে ভুলে গেলাম, অপ্রতিভ হয়ে চলে' গেলাম তাড়াতাড়ি।

বনে এসে পড়েছি। "দাঁড়াও।" নিজেকে বলি। বিধাতা, এর শেষ কোথায়? মনে আর কোনো অহঙ্কার নেই। এড্‌ভার্ডার করুণা আমার প্রতি সারাদিন বর্ষিত হয়েছিল—ফুরিয়ে গেছে!

প্যান্

সেই সাতদিনের সম্বল নিয়ে আর কতদূর পথ ভাঙ্‌ব? এবার থেকে হৃদয় কেঁদে বেড়াবে,—ধূলো, হাওয়া, মাটি!…

ঘরে গিয়ে মাছ পেলাম, খেলাম।

একটা পাঠশালার ক্ষুদে মেয়ের জন্য জীবন দগ্ধ করছ, দুর্ব্বহ তোমার রজনী। তপ্ত বাতাস হা হা করছে, গত বছরের দীর্ঘশ্বাস। অনির্ব্বচনীয় নীল আকাশ, পাহাড় ডেকেছে আমাকে। আয় ঈশপ্…

এক সপ্তাহ কাটে। কামারের নৌকো ভাড়া করে' মাছ ধরে' চালাই। ব্যারন্-এর সমুদ্র-ভ্রমণ বুঝি সাঙ্গ হয়েছে, বাড়িতেই আছে আজকাল, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে থাকে। কারখানায় দেখেছিলাম একদিন। একদিন সন্ধ্যায় আমারই কুঁড়ের দিকে আস্‌ছিল ওরা, জান্‌লা থেকে সরে' গিয়ে দোর বন্ধ করে' দিলাম। ওদের একত্র দেখে কিছুই হয় না মনে, একটু কাঁধ দোলাই শুধু। একদিন রাস্তার ওপরেই দেখা—অভিবাদনের বিনিময় হ'ল; ব্যারন্-ই আমাকে আগে দেখ্‌ল, ইচ্ছে করে' অভদ্র হ'বার জন্যে টুপিতে শুধু দুটো আঙুল ঠেকালাম। ওদের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চলে' গেলাম,—তাচ্ছিল্য করে' চেয়েও গেলাম একবার।

প্যান্

আরেক দিন কাট্‌ল।

অনেকগুলি দিন কাটে নি? মনমরা হ'য়ে গেছি,—সেই স্নেহার্দ্র ধূসর পাথরটিও পর্যন্ত বেদনা ও হতাশার চোখে আমার দিকে চাইছে, বৃষ্টি,—আবার বাতে ধরেছে, বাঁ পায়ে। এই বেরুবার সময়—

ঈশপ্‌কে বেঁধে রেখে ছিপ্ আর বন্দুক নিয়ে বেরুলাম। মন ভারি অস্থির।

"ডাকের জাহাজ কবে আস্‌বে রে?" একটা জেলেকে শুধোলাম।

"ডাকের জাহাজ? তিন হপ্তার মধ্যে—"

"ইউনিফর্মটার জন্যে অপেক্ষা করছি।" বল্লাম।

ম্যাক্-এর সহকারীর সঙ্গে দেখা। অভিবাদন হ'ল। বল্লাম,—"তোমরা আর তেম্‌নি হুইষ্ট্ খেল? সত্যি করে' বল না।"

"হ্যা, প্রায়ই।"

চুপচাপ।

"অনেক দিন যাই নি।" বল্লাম।

মাছ ধর্‌তে বেরুলাম। ভিজা দিন, মশারা ঝাঁক বেঁধেছে, ওদের তাড়াবার জন্য সমস্তক্ষণ তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে হয়। কয়েক ক্ষেপ বেশ হ'ল। দুটো জলো-পাখীও শিকার করলাম।

কামাব সেখানে কি কাজ করছে। বল্লাম,—"আমাব ওদিকে যাচ্ছ ?"

"না।" ও বল্লে,—"ম্যাক্ আমাকে একটা কাজ দিয়েছে, অনেক বাত জাগ্তে হবে।"

কামাবেব বাড়িব কাছ দিয়ে ঘুবে গেলাম। একা এভা দাড়িয়ে।

"সমস্ত মন দিযে তোমাকে চাইছিলাম,"—ওকে দেখে যেন চঞ্চল হ'যে উঠেছি, ও কিন্তু বিস্ময়ে আমাব মুখেব দিকে তাকাতে পর্যান্ত পাবছে না,—"তোমাব ঐ দুটি চোখ আব এই যৌবন খুব ভালবাসি। আজ সমস্ত দিন তোমাকে না ভেবে আবেক জনেব কথা ভেবেছি বলে' শাস্তি দাও আমাকে। তোমাকে দেখ্তেই এলাম, তোমাকে দেখলে ভাবি সুখ হয। কাল বাতে তোমাকে ডাকছিলাম, টেব পেযেছিলে ?"

"না।" ও যেন ভয় পেযে গেছে।

"ডাক্ছিলাম—এড্ভার্ডা,—জোমক্রু এড্ভার্ডা—কিন্তু সেই তোমাকেই। জেগে উঠ্লাম, শুন্লাম। সত্যি সত্যিই, তোমাকেই ডাক্ছিলাম। ভুলে এড্ভার্ডা নামটা মুখে এসেছে। তুমিই আমাব প্রিযা, এভা। কি সুন্দব লাল তোমার ঠোঁট! এড্ভার্ডাব চেয়ে কত সুন্দব তোমার দু'টি পা,—দেখ, চেয়ে দেখ।" ওর পোষাকটা একটু তুলে ওর পা দু'টি ওকে দেখালাম।

ওর মুখ খুসিতে ভরে' উঠেছে, চলে' যেতে চাইল। আবার কি ভেবে ওর বাহুটি আমার কাঁধের ওপর রাখ্‌ল।

একটু সময় কাটে। একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে' দু'জনে খানিক কথা কই, কত কথা। বল্লাম,—"তুমি শুন্‌লে বিশ্বাস করবে না যে, জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা ভালো করে' কথা বল্‌তে পর্য্যন্ত শেখেনি?—ও বলে, 'অধিকতর বেশি সুখী।' নিজের কানে শুনেছি। ওর কপাল খুব সুন্দর, সেই কথা বল্‌ছ? আমার মোটেই তা মনে হয় না। বিচ্ছিরি কপাল। হাত পর্য্যন্ত ধোয় না।"

"খালি ওরই কথা কইবে?"

"না না। ভুল হ'য়ে গেছ্‌ল।"

আরো একটু সময়। কি যেন ভাবি, চুপ করে' থাকি।

"তোমার চোখ ভিজা কেন?" এভা শুধোয়।

বলি,—"সুন্দর ওর কপাল, মিষ্টি দু'খানি হাত, একবার শুধু কেন জানি একটু ময়লা ছিল। সবই ভুল বলেছি।" হঠাৎ রাগ করে' দাঁত খিঁচিয়ে বলি,—"সমস্তক্ষণ তোমারই কথা ভাবছিলাম, এভা। তুমি শুন্‌লে অবাক হ'য়ে যাবে ঈশপ্‌কে প্রথম দেখে ও বল্লে: ঈশপ্? সে ত' প্রকাণ্ড পণ্ডিত,—ফ্রিজিয়ান্।' শুন্‌লে—কি বোকা। সেই দিন ঐ কথাটা ও নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে' এসেছিল!"

প্যান্

"হ্যাঁ,"—এভা বলে,—"তাতে কি ?"

"মনে হচ্ছে, আরো বলেছিল ঈশপের মাষ্টারের নাম জ্যান্থাস্। হা হা হা।"

"বটে ?"

"কি বোকা! এতগুলি লোকের সাম্‌নে বল্লে জ্যান্থাস ঈশপের মাষ্টার। তোমার মন নিশ্চয়ই আজ ভালো নেই এভা, নইলে এই কথা শুনে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফাট্‌ত।"

"হ্যাঁ এটা মজার কথা বটে।" এভা বলে, জোর করে' হাসতে যায়। পরে বলে,—"আমি তোমার মতো অত ভালো বুঝি না।"

চুপ করে' বসে থাকি, ভাবি চুপ করে'।

"তুমি কি এমনি চুপ করে' বসে থাকবে নাকি ? কথা কইবে না ?" ওর চোখে কি অপার সারল্য! আমার চুলের মধ্যে ওর হাতখানি গুঁজে দেয়।

"চমৎকার তুমি।" ওকে বুকের ওপর টেনে আন্‌লাম। "তোমার ভালবাসার ক্ষুধায় আমি জর্জ্জরিত হচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

"হ্যাঁ।" ও বলে।

ওর সম্মতি আর আমি শুনতে পাই না, ওর নিঃশ্বাসে অনুভব করি। আমার আলিঙ্গনে ও আত্মদান করে।

একঘণ্টা বাদে ওকে বিদায়চুম্বন জানাই,—চলি। দরজার সাম্‌নে ম্যাক।

ম্যাক্ নিজে।

চম্‌কে উঠে চারিদিকে তাকায়, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই থাকে,—কিছু বল্‌তে পারে না।

"আমাকে দেখ্‌বেন বলে' আশা করেন নি নিশ্চয়।" টুপি তুলে বলি।

এভা নড়ে না।

ম্যাক নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে,—"তোমার ভুল হয়েছে, তোমাকে খুঁজ্‌তেই আমি এখানে এসেছি। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, পয়লা এপ্রিল থেকে এখানে আধ মাইলের মধ্যে পাখী মারা বারণ হ'য়ে গেছে। তুমি আজ দু'টো পাখী মেরেছ— সবাই দেখেছে।"

"দু'টো জলো পাখী শুধু।"

"যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি আদেশ অমান্য করেছ।"

"করেছি। আইনের কথা মনে ছিল না।"

"কিন্তু মনে থাকা উচিত ছিল।"

"যে মাসে ঐ জায়গায় আমি আরো দু'টো পাখী মেরেছিলাম, সে আপনারি হুকুমে। সেই চড়ুইভাতির দিনে।"

"সে আলাদা কথা।" ম্যাক্ বলে।

"তা হ'লে আপনাকে কি করতে হয় জানেন?

"খুব।"

যাবার পথে এভা স্বামীর পিছু-পিছু একটু এল, মাথায় রুমাল বাঁধা,—ঐ দূর দিয়ে চলে' গেল। ম্যাক্ বাড়ির মুখে পা বাড়িয়েছে।

ভাবলাম—নিজেকে বাঁচাবার জন্য হঠাৎ কি-সব বাজে কথা পাড়া'। কি চোখা চোখ। দু'টো গুলি, দু'টো পাখী, জরিমানা —কী এ সব? উনি-ই যেন সব-কিছুর কর্ত্তা।

বৃষ্টি এসেছে, বড-বড ফোঁটা,—ভাবি স্থকোমল। টুনটুনিরা উড়ে' চলেছে। বাড়ি এসে ঈশপ্‌কে ছেড়ে দিলাম, ঘাস চিবোতে লাগ্‌ল।

২২

সাম্‌নে সমুদ্র, বৃষ্টি হচ্ছে,—পাহাড়েব আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পাইপ্ টান্‌ছি, অনেকক্ষণ,—ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিযে উঠ্‌ছে,—তেম্‌নি আমারো যত আজগুবি চিন্তা। মাটির ওপব কতগুলি শুক্‌নো ডাল পড়ে' আছে,—কোনো পাখীর ঝবা নীড়। তেম্‌নি আমাব জীবন।

দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমাব মনে আছে।

সমুদ্র আব বাতাস কথা কযে' উঠেছে, ওদেব আৰ্ত্তনাদ যেন আব শোনা যায় না। জেলে-নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে,—কোথায তাদেব ঘব কে জানে, কোথায় চলেছে ওবা। ফেনিল সমুদ্র মাথা কুট্‌ছে,—যেন কোটি দৈত্য পরস্পবেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। যেন বা কোন্ আনন্দ-উৎসব! হয় ত' বা মীনকুমার তাব শাদা ডানা দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত করছে! সুদূব,—একাকী সমুদ্র!

একা আছি, এই আমাব সুখ, আমাব চোখে কারু চোখ পড়ে না। আব কেউ আমাকে দেখ্‌ছে না ভাব্‌তে বেশ

নিরাপদ লাগে,—পাহাড়ের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসি। ভাঙা চীৎকার করে' পাখী উড়ে' যায়, বাইরে বৃষ্টি পড়ে, আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মধুর একটি উত্তাপ ও বিরাম উপভোগ করছি,—কত সুখ! জামার বোতামগুলি লাগাই, এই উত্তাপটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! খানিক বাদে ঘুমিয়েই পড়ি।

সন্ধ্যা। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ি ফিরি। আমার সাম্নে পথের ওপর এড্ভার্ডা দাঁড়িয়ে,—অদ্ভুত! একেবারে ভিজে গেছে, যেন বহুক্ষণ ধরে' ভিজ্ছে—অথচ মুখে হাসি। হঠাৎ রেগে উঠি মনে-মনে, বন্দুকটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে' ওর দিকে এগোই। ও তেম্নি হাসে।

"সুপ্রভাত।" ও-ই আগে বলে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে ঠাট্টার স্বরে বলি,—"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

ঠাট্টার স্বর শুনে ও একটু চম্কে ওঠে। ভীরু ওর হাসি, আমার দিকে তাকায়।

"পাহাড়ে গেছ্লে আজ?" শুধোয়। "তা হ'লে নিশ্চয়ই ভিজেছ। আমার সঙ্গে একটা রুমাল আছে, নিতে পার দরকার হ'লে,—দিয়ে দিতে পারি।...তুমি কি আমাকে চেন না?" .

চোখ দু'টি ধীরে নামায়, রুমাল নিই না বলে' যেন দুঃখিত হয়।

"রুমাল ?" রেগে বলি,—"আমার জামা আছে গায়ে, তুমি তা ধাব নেবে ? দিয়ে দিতে পাবি এটা। যে চায় তাকেই দিতে পারি, একটা জেলে-মেয়ে চাইলেও।"

ও ওব সমস্ত মন ঢেলে শুন্‌ছে, তাই ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে ভাবি,—ঠোঁট দু'টো বুজে বাখ্‌তে পর্য্যন্ত ভুলে' গেছে। হাতে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শাদা বেশ্‌মি রুমাল,—এই মাত্র ঘাড়েব থেকে খুলে নিয়েছে। জামাটা গায়েব থেকে খুলে ফেলি।

ও বলে' ওঠে,—"মাথা খাও, জামাটা খুলো না, পব ফের। এত বাগ কবেছ কেন আমাব ওপব ? সত্যি, পব জামা, একেবাবে ভিজে যাবে যে।"

জামা গায়ে দিলাম।

"কোথায় যাচ্ছ ?" গম্ভীর হ'যে জিগ্‌গেস কর্‌লাম।

"কোথাও না। কেন যে তুমি জামাটা তখন খুলে ফেল্‌লে · "

"ব্যারন্‌-এব সঙ্গে আজ কি হ'ল। এই বিশ্রী দিনে নিশ্চয়ই বেরোয নি।"

"গ্লাহ্‌ন্‌, একটা কথা তোমাকে বল্‌তে এসেছিলাম "

বাধা দিয়ে বল্লাম,—"তাঁকে আমাব সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ো।"

দু'জনের দিকে দু'জনে তাকাই। ও কথা বল্‌তে গেলেই ওকে বাধা দেব। হঠাৎ ওর মুখ যেন বেদনায় করুণ হ'য়ে ওঠে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলি,—"সত্যি কথা বল্‌ছি, তুমি এই মহাত্মাটিকে বিদায় দাও, এড্‌ভার্ডা। ও তোমার উপযুক্ত নয়। এ কয়দিন ধরে' ও অনবরত ভাব্‌ছে তোমাকে বিয়ে করবে কি না,—এ কি তোমার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ?"

'না, ও-সব কথা রাখ। গ্নাহ্‌ন, তোমাকে আমার খালি মনে পড়ে। তুমি আরেক জনের জন্যে এম্‌নি শুধু-শুধু জামা খুলে ভিজে মরবে ? কেন ? তোমার কাছে আমি এসেছি…"

নিষ্ঠুর হ'য়ে বলি,—"তার চেয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। তার বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বল্‌বার নেই। টাট্‌কা যৌবন, বুদ্ধিমান,—তুমি আর একবার ভেবে দেখ্‌লে পার।"

"কিন্তু দাঁড়াও, এক মিনিট্‌, একটা কথা শোন।"

ঈশপ্‌ আমার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। টুপিটা তুলি, একটু নুয়ে পড়ে' ফের ওকে বলি,—"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

চল্‌তে পা বাড়াই।

ও কেঁদে ওঠে,—"তুমি আমার মন ছিঁড়ে ফেল্‌ছ টুক্‌রো-টুক্‌রো করে'। তোমার কাছে এসেছিলাম আজ, তোমার জন্যে এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি আস্‌তেই হাস্‌লাম। কাল

প্যান্

সাবাদিন ভারি বিমনা ছিলাম, সমস্তক্ষণ কি ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল,—তোমাবই কথা ভাব্ছিলাম খালি। আজ ঘরে বসে' ছিলাম, কে এল। জান্তাম কে, তবু চোখ তুল্লাম না। 'দেড় মাইল দাঁড় টেনেছি।' ও বল্লে। বল্লাম,—'শ্রান্ত হও নি?' 'ভীষণ!'—ও বল্লে,—'হাতে ফোস্কা পড়েছে।' একটুবাদে ও বল্লে,—'কাল বাতে আমাব জানালাব ও-পিঠে কে ফিস্ফিস্ করে' কি কথা কইছিল। নিশ্চয়ই তোমাব ঝি, আব ঐ গুদাম-ঘবের কেউ,—বেশ ভাব দু'জনেব।' 'হ্যাঁ, শিগ্গিরই ওদের বিয়ে হবে।' বল্লাম। 'কিন্তু তখন যে রাত দু'টো।' 'তাতে কি? সমস্ত রাত্রিই ত' ওদেব।' সোনাব চশ্মাটা নাকেব ওপর আর একটু তুলে ও বল্লে,—'কিন্তু রাত দু'টোয়,—কি বল! এটা কি ভালো দেখায়?' তবু চোখ তুল্লাম না, তেম্নি আবো দশ মিনিট্ কেটে গেল। 'একটা শাল এনে তোমাব পায়ে জড়িয়ে দেব?' ও শুধোল। 'না, ধন্যবাদ।' 'যদি তোমার একখানি হাত আমাকে ধর্তে দাও।' কিছু বল্লাম না আমি, কি যেন ভাবছিলাম, কা'র কথা। আমার কোলের ওপর ছোট্ট একটা বাক্স রাখ্লে, বাক্সের মধ্যে একটা ব্রোচ্। তাতে মুকুটের ছাপ-মারা, দশটা পাথব বসানো তাতে··· গ্লাহ্ন, সেই ব্রোচ্টা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, দেখ্বে? পায়ের নীচে ফেলে ওটাকে টুক্বো-টুক্বো করে' গুঁড়ো করে' দিয়েছি,—এই দেখ।···

'এই ব্রোচ্ নিয়ে আমি কি করব? জিগ্গেস করলাম। 'পর।' ও বল্লে। ব্রোচটা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম,—'আমাকে একা থাক্তে দিন্। আমি অন্য এক জনের কথা ভাব্ছি।' 'কে সে?' 'বনের শিকারী।'—বল্লাম,—'আমাকে সে দু'টি মরা পাখীর পালক দিয়েছিল, স্মৃতিচিহ্ন; আপনার ব্রোচ্ ফিরিয়ে নিন্।' কিন্তু কিছুতেই নেবে না। এই প্রথম ওর দিকে তাকালাম, ওর চোখ জ্বল্ছে। 'আমি কক্ষনো ফিরিয়ে নেব না, তোমার যা ইচ্ছা কর, গুঁড়ো করে' ফেল।' ও বল্লে। দাঁড়ালাম, জুতোর গোড়ালির তলায় ওটাকে রাখ্লাম, গুঁড়ো করে' ফেল্লাম। সে হচ্ছে সকাল বেলা।...বহুক্ষণ বাদে রাস্তায় ওর সঙ্গে ফের দেখা হ'ল। জিগ্গেস করলে,—'কোথায় যাচ্ছ?' 'গ্লাহ্নের সঙ্গে দেখা করতে।'—বল্লাম,—'তাকে বল্তে সে যেন আমাকে না ভোলে।...একটা থেকে এইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দূর থেকে দেখ্তে পেলাম, তুমি দেবতার মতো দেখ্তে। তোমার ঐ দেহ ভালবাসি, তোমার চিবুক, তোমার কাঁধ,—তোমার সমস্ত।...কেন এত অধীর হচ্ছ? তুমি খালি চলে' যেতে চাও, খালি; আমি যেন তোমার কেউ নই, আমার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না।...”

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। ওর কথা ফুরোল, হাঁট্তে লাগ্লাম।

নৈরাশ্যে একেবারে শ্রান্ত হ'য়ে গেছি, হাস্লাম ;—আমি নিষ্ঠুর।

ন্যুয়ে পড়ে' বল্লাম,—"তাই নাকি? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা?"

আমাব এই ঘৃণায় ও বিমুখ হ'য়ে উঠ্ল। বল্লে,—"তোমাব সঙ্গে কথা? কৈ না ত', কোন কথা ছিল না ত'।"

ওর স্বব কাঁপে,—কাঁপুক, কিছুই এসে যায় না আমাব।

পব দিন সকালে এড্ভার্ডা তেম্নি কুঁড়েব বাইবে দাঁড়িয়ে আছে, বাইবে বেরুতেই দেখা হ'ল।

সাবা রাত ভেবে মন ঠিক কবে' ফেলেছি। একটা খেয়ালি, বাজে জেলে-মেয়েব পেছনে কতদিন ঘুর্ব?—ও আমাব সমস্ত হৃদয় শুষে' নিয়েছ। ঢেব হয়েছে। তবু মনে হ'ল ওব প্রতি এই নির্ম্মম আচরণের ফলেই ওর কাছে যেন আবো এগিয়ে এসেছি,—ওব এতক্ষণ ধবে' বক্তৃতা দেওয়াব পব বল্লাম কি না,—"তাই না কি? এই আমাব সঙ্গে তোমাব কথা?" ওকে ঘৃণা কর্তে পেরেছি বলে' ভালো লাগে।

বড পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এখুনিই যেন আমাব কাছে ছুটে আস্বে,—এত অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। ও ওব বাহু মেলে ধবেছে, নীচু হ'য়ে হাত কচ্লাতে লাগ্ল এবার। টুপি তুলে ওকে নিঃশব্দে নমস্কার কর্লাম।

প্যাম্‌

"তোমাকে একটি কথা তবু বল্‌তে এসেছি, গ্লাহ্‌ন—" অনুনয় করে' ও বল্‌ছিল,—"শুন্‌লাম তুমি কামারের বাড়ি যাও। একদিন সন্ধ্যায় গেছ্‌লে,—এভা একা ছিল।"

চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্লাম,—"তোমাকে কে বল্লে?"

ও চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"আমি গোয়েন্দা নই, বাবার মুখে কাল বিকেলে শুন্‌লাম। কাল রাতে ভিজে যখন বাড়ি ফির্‌লাম, বাবা বল্লেন: 'তুমি ব্যারনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আজ।' বল্লাম: 'না।' তিনি জিগ্‌গেস কর্‌লেন: 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বল্লাম: 'গ্লা'ন্‌নের কাছে।' তখন বাবা বল্লেন।"

বলি,—"এখানেও ত' এভা আসে।"

"এখানে আসে? এই ঘরে?"

'হ্যাঁ, কত দিন। বসে' বসে' দুজনে কত গল্প করেছি।"

"এখানেও?"

চুপচাপ।

নিজেকে বলি, "কঠিন হও।" তারপর: "আমার ওপর তোমার যখন এত দরদ, তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? কাল তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তারকে বিয়ে কর্‌তে,—ভেবে দেখেছ সে-কথা? ঐ ব্যারন-রাজপুত্র একেবারে অসম্ভব—"

রাগে ওর চোখ জলে' ওঠে; বলে,—"না, নয়—তুমি কী জান তার? তোমার চেয়ে ঢের ভালো, তোমার মতো সে গ্লাশ

বাটি ভাঙে না, জুতোতে হাত দেয় না কারুর। ভদ্রসমাজে কি করে' মিশ্‌তে হয় সে তা জানে,—তুমি একেবারে বাজে, বুনো—অস [redacted]ঝ্‌লে ?"

বুকে [redacted]ওর কথা বেঁধে। মাথা নত করে' বলি,—"বুঝেছি। তোমাদের ভদ্রসমাজে মিশ্‌বার উপযুক্ত আমি নই। বনে থাকি সেই আমার সুখ। এখানে নিজের মনে একা থাকি, মানুষের ভিড়ে গেলেই ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। দুই বছর ধরে'ই ত এই বন-নির্ব্বাসন—"

ও বল্লে,—"এর পর তুমি যে কী সর্ব্বনাশ করবে কে জানে ! সব সময়েই তোমার ওপর চোখ রাখা অসম্ভব।"

কি নিষ্ঠুর ওর কথা,—এখনো ফুরোয় নি, আরো আছে। ও বল্লে,—"এভাকে এনে রাখ্‌তে পার, তোমার ওপর চোখ রাখ্‌বে। কিন্তু বেচারির যে বিয়ে হ'য়ে গেছে—"

"এভা ? এভার বিয়ে হ'য়ে গেছে ? বল কি ?"

"হ্যাঁ, হ'য়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে ?"

"তুমি তা জান নিশ্চয়ই। ও-ই কামারের বৌ।"

"আমি ত' জানতাম ওর মেয়ে।"

"না, ওর স্ত্রী। তুমি কি ভাব্‌ছ আমি মিথ্যে কথা বল্‌ছি ?"

তা ভাবি নি ; একেবারে অবাক হ’য়ে গেছি। এভার বিয়ে হ’য়ে গেছে !

“বেশ পছন্দ করেছ যা হোক্।” এড্ভার্ডা বল্লে।

এর শেষ নেই ; রেগে বল্লাম,—“তুমিও পছন্দ করে’ ডাক্তারকে নাও গে, যাও। বন্ধুর পরামর্শ শোন, তোমার ঐ রাজপুত্তুর একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ।” রেগে তার বিষয়ে ঢের মিথ্যা কইলাম, ওর বয়েস বাড়িয়ে বল্লাম,—ওর মাথায় প্রকাণ্ড টাক, রাত-কানা, নিজের আভিজাত্য দেখাবার জন্য শার্টের বোতামে মুকুটের ছাপ নিয়ে বেড়ায়। “ওর সঙ্গে আলাপ করতে পর্য্যন্ত ইচ্ছে যায় না।” বল্লাম,—“কিছুই ওর নেই, ও একটা ভুয়ো, যা-তা!”

“ও অনেক, ও অনেক।” এড্ভার্ডা বল্লে,—“তুমি ত’ একটা বুনো জানোয়ার, তুমি ওর কি জান ? দাঁড়াও—ও নিজে এসে তোমার সঙ্গে কথা কইবে, আমিই ওকে বল্‌ব এখানে আস্‌তে। তুমি ভাব্‌ছ আমি ওকে ভালবাসি না,—তোমার ভুল। আমি ওকে খুব ভালবাসি। এভা যদি চায় ও আসুক না এখানে,—হাঃ হাঃ,—আসুক ও—আমার তাতে কিছুই এসে যাবে না,—আমি পালাই···”

কয়েক পা খুব জোরে ফেলেই একবার পেছনে তাকাল, মড়ার মতো ম্লান মুখ,—আর্ত্তনাদ করে’ উঠ্‌ল,—“তোমার মুখ আর দেখ্‌ব না।”

২৩

গাছের পাতা হল্‌দে হচ্ছে,—আলুর চাবা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ফুল ধবেছে। আবাব শিকাবে বেবিযেছি,—খোলা আকাশ, নিস্তব্ধ, সুশীতল বাত্রি, স্বচ্ছ ভাষা, এবং বনে-বনে সুমধুব মর্ম্মবধ্বনি। পৃথিবী বিশ্রাম নিচ্ছে—বিশাল পৃথিবী, প্রশান্ত পৃথিবী।

"সেই দু'টো জলো-পাখী মেবেছিলাম, তাব কি হ'ল ম্যাক্‌-এব কাছ থেকে কিছুই জান্‌তে পেলাম না।" ডাক্তাবকে বল্লাম।

ও বল্লে,—"তার জন্যে তুমি এড্‌ভার্ডাকে ধন্যবাদ দাও! আমি জানি, ও-ই তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"সে-জন্যে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পার্‌ব না।" বল্লাম।

মধুর গ্রীষ্ম! পাণ্ডুব অবণ্যের শিয়বে তারাব মালিকা দোলে,—রোজ বাতেই একটি করে' নতুন তাবা চোখ চায়। ম্লান চাঁদ,—বিষণ্ণ একটি রজতলেখা!

"এভা, তোমাব বিয়ে হ'য়ে গেছে?"

"তুমি কি তা জান্‌তে না?"

"না ত'।"

নীরবে ও আমার হাত স্পর্শ কর্‌লে।

"কি কর্‌ব তা হ'লে এখন?"

"তুমিই জান। এখুনি যাচ্ছ না ত'। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক, ততক্ষণই খুব ভালো লাগে।"

"না, এভা।"

"হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি কাছে থাক।"

ওকে ভারি নিঃসঙ্গ লাগে,—আমার হাত তেম্‌নি নিবিড় স্নেহে ধরে' থাকে।

"না, এভা, তুমি যাও,—আর না।"

রাত যায়, দিন আসে। তার পর তিন দিন চলে' গেল। এভা মোট্ নিয়ে আসে। ও কতদিন একা-একা এত ভার মাথায় নিয়ে বন পেরিয়ে বাড়ি গেছে,—তাই ভাবি।

"তোমার মোট্ নামিয়ে রাখ, এভা। দেখি, তোমার চোখ তেম্‌নি নীল আছে কি না।"

ওর চোখ লাল।

"না, মুখ ভার ক'রো না এভা, হাস'। আমি নিজেকে আর ধরে' রাখ্‌তে পারি না, আমি তোমার,—তোমার।"

প্যান্

সন্ধ্যা। এভা গান গায়, তাই শুনি,—সমস্ত দেহ-প্রাণ তপ্ত হ'য়ে ওঠে।

"তুমি আজকে সন্ধ্যায় গান গাইছ।"

"খুব ভালো লাগ্‌ছে।"

ও আমার থেকে একটু বেঁটে, তাই একটু লাফিয়ে ও আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে' ধরে।

"এ কি, এভা, তোমার হাত ছড়ে' গেছে?"

"ও কিছু না।"

ওর মুখ আশ্চর্য্য-রকম উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

"এভা, তোমার সঙ্গে ম্যাক্-এর কথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, একবার।"

"কি বল্লে ও? তুমিই বা কি বল্লে?"

"আমাদের সম্বন্ধে এখন সব কড়াক্কড়ি করেছেন আজকাল, আমার স্বামীকে দিনরাত্রি খাটাচ্ছেন,—আমাকেও। আমাকে এখন মুটে-মজুরের কাজে লাগিয়েছেন।"

"কেন এ-সব কর্‌ছে?"

এভা চোখ নামায়।

"কেন এ-সব ও কর্‌ছে, এভা?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি বলে'।"

"কিন্তু কি করে' ও জান্‌ল?"

প্যান্

"আমি-ই ওকে বলেছিলাম।"

চুপচাপ।

"এভা, ও যেন তোমার প্রতি নিষ্ঠুর না হয়, ভগবান তাই করুন।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। কিছু না।"

ওর কণ্ঠস্বর যেন বনের মধুর মর্ম্মরসঙ্গীত।

অবণ্য আবো পাণ্ডুর,—শরৎ কাছে এসেছে; আকাশে আরো কয়েকটি তারা চোখ মেলেছে,—চাঁদ এখন যেন স্বর্ণলেখা! শীত নেই,—একটি শীতল নিস্তব্ধতা, বনের অন্তরে যেন দুর্নিবার প্রাণ-চাঞ্চল্য! গাছগুলি যেন দাড়িয়ে-দাড়িয়ে কি ভাব্ছে।

তারপরে এল একুশে আগষ্ট—তিনটি কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নিঃসাড় রাত্রি।

২৪

তুষারাহত প্রথম রাত্রি।

ন'টায় সূর্য্য ডোবে। মরা অন্ধকার মাটির বুক জুড়ে বসে,—একটি তারাও দেখা যায় না, দু'ঘণ্টা বাদে চাঁদের আভাস জাগে—একটুখানি। বনে বেড়াই, সঙ্গে বন্দুক আর কুকুর,—আলো জ্বালাই। কুয়াসা নেই।

"শীতের প্রথম রাত।"—সমস্ত অরণ্য আমার অন্তরে শিহরিত হচ্ছে।

"মানুষ ও পশু ও পাখী, তোমাদের ধন্যবাদ, বনে এই নির্জ্জন রাত্রিটির জন্য ধন্যবাদ তোমাদের। এই অন্ধকার ও এই বনমর্ম্মরের জন্য ধন্যবাদ,—নিঃশব্দতার এই কোমল সঙ্গীত,—সবুজ পাতা, মুমূর্ষু পাতা,—ধন্যবাদ! এই যে প্রাণধারণের ছন্দ,—মাটির ওপরে কুকুর নিঃশ্বাস ফেলছে,—চড়ুই-পাখীর ওপরে বন্য বিড়াল থাবা তুলেছে,—সব-কিছুর জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধরণীর হৃদয়ের এই অবারিত স্তব্ধতার জন্য, তারার,—ঐ আধখানা চাঁদের,—ধন্যবাদ সব-কিছুর জন্য।"

দাঁড়িয়ে শুনি। কেউ নেই। ফের বসে' পড়ি।

"ধন্যবাদ—এই একাকী রাত্রি, পাহাড়, সমুদ্র ও অন্ধকারের দুর্নিবার স্রোত,—আমার আপন বুকের মধ্যে। এই জীবন পেয়েছি বলে' ধন্যবাদ,—এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, অন্তত আজ রাতটি যে বাঁচ্‌লাম,—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। পূব ও পশ্চিম,—শোন তোমরা! যে-নিঃশব্দতা আমার কানে কথা কইছে, এ স্তব্ধতা যেন প্রকৃতির রক্ত! যেন এ-পার থেকে বহুদূরে কে তরী টেনে চলেছে,—শেষহীন উত্তরের দিকে,—ধন্যবাদ, সে-তরীতে আমি-ই যাত্রী, আমি-ই!"

স্তব্ধতা। ফার্-গাছের শাখা ভেঙে পড়ে।—তাই ভাবি। চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে,—শেষ রাতে বাড়ি ফিরি।

শীতের দ্বিতীয় রাত্রি,—সেই অপূর্ব্ব স্তব্ধতা, সুকোমল শান্তি। গাছে ঠেস দিয়ে বসে' ভাবি,—তাকিয়ে থাকি।

যন্ত্রচালিতের মতো একটা গাছের দিকে এগিয়ে যাই, চোখের ওপর ঘন করে' টুপি টেনে দিই, গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াই, ঘাড়ের তলায় হাত রেখে। তাকাই আর ভাবি,—যে-আগুন করেছিলাম তার শিখা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, খেয়াল নেই। মুহ্যমান হ'য়ে খালি আগুন দেখি,—আগে পা অবশ শ্রান্ত হ'য়ে আসে, বসে' পড়ি।

কি কর্‌ছি!—আগুনের দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি কেন?

ঈশপ্ মাথা তুলে কি শোনে,—কার পদশব্দ যেন; গাছের আড়ালে এভা এসে দাঁড়ায়।

"আজ বিকেলটা খুব খারাপ যাচ্ছে,—মনে একটুও সুখ নেই।" বলি।

সহানুভূতিতে ও কিছু বলে না।

"তিনটে জিনিস আমি খুব ভালবাসি।" বলি,—"যে-প্রেম হারিয়েছি, সেই প্রেমের স্বপ্ন ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে, আর এই জায়গাটুকুকে।"

"এর মধ্যে সব চেয়ে কা'কে ভালবাস?"

"সেই স্বপ্ন।"

আবার স্তব্ধতা। ঈশপ্ এভাকে চেনে, এক পাশে ঘাড় কাৎ করে' ওর দিকে তাকায়।

বলি,—"রোজ একটি মেয়েকে পথে দেখি, তার প্রেমিকেব সঙ্গে বাহুবদ্ধ হ'য়ে বেড়ায়। আমার দিকে তাকিযে মেয়েটি হেসে উঠ্‌লে,—আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না।"

"কেন হাস্‌ল?"

"জানি না। আমাকে দেখেই হয় ত'। কেন জিগ্‌গেস কর্‌ছ?"

প্যান্

"তুমি চেন তাকে ?"

"হ্যাঁ, আমি নমস্কার কর্‌লাম।"

"আর, ও তোমাকে চেনে না ?"

"না, এমন ভাব দেখাল যেন চেনে না।···ওখানে বসে' তুমি আমার মনের সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বা'র কর্‌বে নাকি ? তার নাম তোমাকে কিছুতেই বল্‌ব না।"

চুপচাপ।

ফের বলি,—"কি দেখে হাস্‌ছিল ? ও একটা ফ্লার্ট।—আমি ওর কি ক্ষতি করেছি ?"

"তোমাকে দেখে ও হেসেছিল,—ও খুব নিষ্ঠুর।" এভা বলে।

"না, নিষ্ঠুর নয়। কেন তুমি তাকে নিন্দা কর্‌ছ ? কোনোদিন ও কঠিন হয় নি, ও যে আমার দিকে চেয়ে হেসেছে,—সে ওর দয়া, ওর অধিকার আছে। চুপ কর, যাও এখান থেকে, আমাকে একা থাক্‌তে দাও। শুন্‌ছ ?"

এভা ভয় পেয়ে চলে' যায়। অনুতাপ হয়, ওর কাছে বসে' পড়ে' বলি,—"বাড়ি যাও এভা,—তোমাকেই, তোমাকেই আমি ভালবাসি। লোকে কখনো স্বপ্ন ভালবাসে ? তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, কাল আমিই তোমার কাছে যাব,—মনে রেখো, আমি তোমারই। ভুলো না,—বিদায় !"

এভা বাড়ি চলে' যায়।

শীতের তৃতীয় রাত্রি,—নিদারুণ। আলো জ্বালি।

"এভা, কেউ চুল ধরে' যদি হেঁচ্ড়ে টেনে নেয়, বেশ লাগে এক-এক সময়। কি সহজেই মানুষের মন তুম্ড়ে দেওয়া যায়! পাহাড়, মাঠ,—সমস্ত কিছুর উপর দিয়ে মানুষকে চুলে ধরে' টেনে নিয়ে যাওয়া যায়—যদি কেউ শুধোয়,—কি হচ্ছে? সে আনন্দে বলে' ওঠেঃ 'আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুলে ধরে'।' যদি কেউ ফের বলেঃ 'তোমাকে রক্ষা করব?' সে জবাব দেয়ঃ 'না।' যদি তা'রা বলেঃ 'কি করে' এ যন্ত্রনা সইছ?' সে বলেঃ 'আমি সইতে পারি, যে-হাত আমাকে চুলে ধরে' টান্ছে সেই হাতকেই আমি ভালবাসি।' এভা, জান—আশা করে' চেয়ে থাকায় কী সুখ?"

"জানি বোধ হয়।"

"চমৎকার এই আশা,—ভারি অদ্ভুত! ধর, একদিন ভোরবেলা পথে বেরুলে; আশা,—তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়?—হয় না। কেন হয় না? কেন না সে হয় ত' সেই ভোরবেলা কোনো কাজে ব্যস্ত আছে।··· একদিন পাহাড়ে আমার এক বুড়ো অন্ধ ল্যাপ্-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল,—আটান্ন বছর ধরে' ও চোখে কিছু দেখে

নি, তখন তার বয়স সত্তর। ওর মাথায় কি করে' যেন ঢুকেছে যে, আস্তে-আস্তে ও একটু-একটু করে' চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। যদি এম্‌নি উন্নতি হ'তে থাকে তবে ও কয়েক বছরের মধ্যেই সূর্য্যকে আবিষ্কার করে' ফেল্‌বে। ওর চুল এখনো কালো, কিন্তু চোখ একেবারে শাদা। ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসে' তামাক খেতাম, অন্ধ হ'বার আগে যত জিনিস ও দেখেছিল সব কিছুব গল্প কর্‌ত। ওব আশা এখনো অটুট আছে, যেমন অটুট ওব স্বাস্থ্য। আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বল্‌ত,—'এই দক্ষিণ, আব এই উত্তর। এই পথ ধরে' চল বরাবব, খানিকটা এগিয়ে ঐ দিকে বেঁকে যেয়ো।' বল্‌তাম,—'ঠিক।' বুড়ো খুসি হ'য়ে হেসে বল্‌ত,—'নিশ্চয়! চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে কিছু ঠাহর হ'ত না,—একটু-একটু করে' চোখে এখন আলো আস্‌ছে।' এই বলে' নীচু হ'য়ে তেম্‌নি ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢুক্‌ত,—ছোট্ট ঘরটি ওর। আগুনেব পাশে গিয়ে আস্তে বস্‌ত,—মনে সেই আশা, কযেক বছর বাদেই ও ওকেবারে ভালো হ'য়ে যাবে, আকাশ ওর দিকে চেনা বন্ধুব মতো চেয়ে অভিবাদন জানাবে। ...এভা, আশা জিনিসটা সত্যিই কি মজার! ধর, এইখানে আমি বসে' আছি, আর ভাব্‌ছি যাকে সত্যিই আজ রাস্তায় দেখি নি, তাকে যেন ভুলে যাই।"

প্যান্

"কি যে মাথামুণ্ডু বল্‌ছ !"

"কাল আমি একেবারে বদ্‌লে যাব দেখ্‌বে। আজ আমাকে একা থাক্‌তে দাও। কাল হ'তে তুমি আমাকে চিন্‌বেই না,—কাল হাস্‌ব, তোমাকে চুমু খাব। শুধু আজকের এই রাতটা, তারপর আমি একেবারে তোমার। আর কয়েকঘণ্টা মোটে বাকি। শুভরাত্রি, এভা।"

"শুভরাত্রি।"

একটি শুক্‌নো ডাল ভেঙে পড়ে। অতলস্পর্শী সমুদ্রের মতো এই রাত্রি। চোখ বুজি।

একঘণ্টা বাদে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন ছন্দে দুলে' ওঠে—আমি যেন এই বিস্তৃত স্তব্ধতার সঙ্গে এক সুরে অনুরণিত হচ্ছি। ভাঙা চাঁদের পানে তাকাই,—ওর প্রতি পরম অনুরাগ অনুভব করি, আমি যেন প্রথম প্রেমের ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছি,—এম্‌নি মনে হয়। "ঐ আমার চাঁদ।" ধীরে বলি,—"আমার সুধাংশু।" ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে হৃদয় আবেগে স্পন্দিত হয়। হঠাৎ পথচারী বাতাস আসে,—বলে' উঠি,—কে? কেউ না। বাতাস আমাকে ডাকে, আমার প্রাণ শব্দ করে' উঠে—মনে হয় যেন অতীত পরিচয়ের সব বন্ধন কাটিয়ে কোন্ অদৃশ্য মহানিঃশব্দতার মধ্যে এসে পড়েছি,—আমার চোখ ভিজে উঠে,—কাঁপি,—ঈশ্বর আমার সামনে দাঁড়িয়ে

প্যান

আমাকে দেখ্‌ছেন। আবার বিদেশী বাতাস বিদায় নেয়,—
মনে হয় কে যেন বনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলে' যাচ্ছে···

দারুণ শ্রান্তি বোধ হয়, ঘুমিয়ে পড়ি।

কী অতন্দ্র বেদনায় জ্বল্‌ছিলাম!

যাক্‌, কেটে গেছে।

২৫

শরৎ এসেছে। কি চঞ্চলপদেই গ্রীষ্ম বিদায় নিল! বেশ ঠাণ্ডা পড়ে' এসেছে, বনে গান গাই, গুলি ছুড়ি, মাছ ধরি। এক-এক দিন সমুদ্র থেকে প্রগাঢ় কুয়াসা ভেসে আসে,—নিবিড় অন্ধকার। একদিন ত' বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ডাক্তারের বাড়ি এসে উঠ্‌লাম। ঢের লোক ছিল—মেয়েদের আগে দেখেছি,—ছোক্‌রারা নাচ্‌ছে,—পাগ্‌লা-ঘোড়ার মতো।

একটা গাড়ি এসে দোরের কাছে থাম্‌ল। গাড়িতে এড্‌ভার্ডা। আমাকে দেখে একেবারে চম্‌কে উঠেছে।

আমি বল্লাম,—"যাই।" ডাক্তার আমাকে যেতে দেবে না।

এড্‌ভার্ডা আমাকে দেখে যেন বিরক্ত হয়েছে, আমার কথা বল্‌বার সময় ও চোখ নামিয়ে নিল;—পরে অবশ্যি কথা কইলে, এমন কি সেধে দু' একটা প্রশ্নও কর্‌লে। ভারি ম্লান মুখখানা,—ওর মুখে কুয়াসা লেগে আছে। গাড়ি থেকে নাম্‌ল না।

"আমি একটা খবর দিতে এসেছি।" ও বল্লে,—"গির্জ্জেয় গেছলাম, কাউকে পেলাম না সেখানে, তোমাদের এতক্ষণ

ধবে' খুঁজ্ছি। কাল আমাদেব ওখানে ছোট-খাটো একটা পার্টি হবে,—আসছে সপ্তাহে ব্যাবন চলে' যাচ্ছে,—আমাব ওপব নিমন্ত্রণ কবাব ভাব। নাচ ও হবে,—কাল, বিকেল।"

সবাই ওকে ধন্যবাদ জানালে।

আমাকে বল্লে ও,—"তুমি কিন্তু আবাব গা-ঢাকা দিয়ো না। শেষ মুহূর্ত্তে এক চিঠি পাঠিয়ো না যেন,—যেতে পাবব না, ক্ষমা কোবো। ও সব চল্‌বে না।"—এ-কথা ও আব কাউকে বল্লে না। খানিকবাদে গাড়ি হাকিয়ে চলে' গেল।

এই অপ্রত্যাশিত দেখায় মন গোপনে কী অপবিমেয় আহ্লাদে ভবে' গেছে। ডাক্তাব ও তাব অতিথিদেব থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চল্‌লাম। কি অপাব করুণা ওব,—অনির্ব্বচনীয়। কি কবে' এব প্রতিদান দেব? আমাব দুই হাত অসহায় লাগ্‌ছে,—মধুব অবসাদে ভবে' উঠেছে। ভাবি, এইখানে দাড়িয়ে আমি, আনন্দে আমাব সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে এসেছে,—এই নিরুপায় আনন্দেব প্রাবল্যে চোখে আমাব অশ্রু দুল্‌ল। কি কবব বলতে পাব?

বাড়ি ফিব্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। একটা জেলেব সঙ্গে দেখা, শুধোলাম,—"ডাকেব জাহাজ কাল আস্‌বে?'

ডাকেব জাহাজ আস্‌ছে হপ্তাব আগে আস্‌ছে না।

আমার সব চেয়ে যেটা ভালো জামা সেটা বেছে নিয়ে

পরিষ্কার কর্‌তে বস্‌লাম,—একেবারে চক্‌চ:কে করে' তুলেছি। মাঝে-মাঝে ছেঁদা হ'য়ে গেছে, সেলাই কর্‌তে বসলাম।

তারপর বিছানায় শুলাম একটু,—একটুখানি শুধু। হঠাৎ কি মনে হ'তেই একেবারে লাফিয়ে উঠে মেঝের ওপর এসে দাঁড়ালাম। ছল,—সমস্ত ছল! সেখানে যদি আমি গিয়ে না পড়্‌তাম, তা হ'লে কথনো ও আমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌ত না। আর, ও ত' আমাকে স্পষ্ট করে' বলে'ই দিয়েছে যেন শেষ মুহূর্ত্তে ওকে একটা চিঠি পাঠাই,—কোনো ছুতো করে' যাওয়া বন্ধ রাখি···

সারা রাত ঘুম হ'ল না, ভোরবেলা বনে চলে' এলাম,—শীতার্ত্ত, নিদ্রাহীন। আবার পার্টি! তাতে কি? আমি যাব-ও না, চিঠি-ও পাঠাব না। ম্যাক্ বেশ সমঝ্‌দার লোক,—ব্যারনের জন্যই এই পার্টি। কিন্তু আমি যাচ্ছি না, ঠিক জেনো।

চরাচরব্যাপী কুজ্ঝটিকা। মাঝে-মাঝে বাতাস এসে ঘুমন্ত কুয়াসা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যা; অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে—কুয়াসায় সব ডুবে গেছে,—কে পথ দেখাবে, রোদের একটি টুকরো'ও নেই কোথাও! তাড়াতাড়ি নেই, আস্তে-আস্তে বাড়ি চলেছি। ভুল পথ ধর্‌লাম বুঝি বনে,—অচেনা জায়গায় এসে প'ড়েছি। গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বন্দুকটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কম্পাস্‌টা দেখি। পথ ঠিক ঠাহর করে' পা চালাই।

প্যান্

কি-একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল—

কুয়াসার মধ্যে কি বাজ্না শুন্তে পাচ্ছি,—আমি কোন্খানে? সিবিলাণ্ড-এ এসে পড়েছি যে। যে-পথ এতক্ষণ এড়িয়ে চল্ছিলাম, আমার কম্পাস্ কি আমাকে সেই পথই দেখিয়ে দিল? কে চেনা গলায় আমাকে ডাকে—ডাক্তার। বাড়িব ভেতরে যেতে হয।

হায়, আমাব কম্পাস্টা নষ্ট হ'যে গেছে।···অদৃষ্ট!

২৬

সারা সন্ধ্যা ধরে'ই ভাব্‌ছিলাম পার্টিতে না এলেই ভালো ছিল। আমি যে এসেছি, কেউ একবার চেয়েও দেখ্‌ল না,—এত ব্যস্ত সবাই; এড্‌ভার্ডা একটু অভিনন্দন করলে না পর্য্যন্ত। খুব করে' মদ খেতে লাগ্‌লাম, আমাকে কেউ চায় না এরা,—তবু চলে' গেলাম না।

ম্যাক্‌ বেশ অমায়িক, খুব হাস্‌ছে,—সুন্দর সেজেছে। একবার এ-ঘরে আরেকবার ও-ঘরে—এমনি ছুটোছুটি কর্‌ছে, অভ্যাগতদের সঙ্গে ফষ্টি-ইয়ার্কি কর্‌ছে, মাঝে-মাঝে একটু নাচ্‌ছে-ও। ওর দুই চোখের তলায় যেন কি একটা লুকোনো ইসারা।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে গান ও বাজনার জোয়ার চলেছে। বড় নাচঘরটা ছাড়া আরো পাঁচটা ঘর এই সব নিমন্ত্রিতদের দিয়ে একেবারে ঠাসা। আমি যখন এসে পৌঁছুলাম, রাতের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। পরিচারিকারা মদের গ্লাশ্‌ আর চুরুট্‌ নিয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে,—কিছুরই অভাব নেই। বাতিদানে নতুন বাতি জ্বল্‌ছে।

এভা রান্নাঘরে থেকে সাহায্য করছিল বুঝি,—একবার ওকে দেখ্‌লাম। এভা পর্য্যন্ত এখানে।

ব্যারন্-এর ওপরেই সবাইর চোখ—যদিও আজ ও বেশ নম্র,—বেশি চাল দিচ্ছে না, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খুব বক্‌ছে, চোখে-চোখে রাখ্‌ছে, আত্মীযের মতো সম্বোধন করছে,—মদ-ও খেল দু'জনে। ওর প্রতি তেম্‌নি বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, কঠিন ও কটু দৃষ্টি নির্ম্মল না করে' ওর দিকে তাকাতে পারছি না। কিছু জিগ্‌গেস করলে দু'-এক কথায় জবাব দিচ্ছি।

সে-সন্ধ্যার একটা কথা আজো মনে আছে। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলাম,—কোনো গল্প-ই বল্‌ছিলাম হয় ত',—শুনে ও হাস্‌ছিল। হাস্‌বার মতো বিশেষ কিছুই নয়,—তবু ব্যাপারটাকে এমন ভাবে বল্‌ছিলাম যে ও হেসে উঠেছিল,—মনে নেই সে-কথা। যাই হোক্, চোখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে এড্‌ভার্ডা। ও যেন আমাকে চিন্‌তে পেরেছে,—এতক্ষণে।

তারপরে দেখ্‌লাম ও সেই মেয়েটিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে,—আমি ওকে কি বলেছি! সমস্ত সন্ধ্যা অস্থির হ'য়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে' এখন এড্‌ভার্ডার এই ভীতু চাহনিটি পেয়ে যে কত সুখী হ'লাম কেমন করে' বল্‌ব? মন খুব ভালো লাগ্‌ল, কত জনের সঙ্গে কত কথা কইলাম!

বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। এভা কি নিয়ে যেন

ও-ঘরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছুঁয়ে হেসে চলে' গেল। একটিও কথা হ'ল না। যেই ওর পেছনে যাচ্ছিলাম—বারান্দায় এড্ভার্ডা,—আমাকে দেখ্ছে। ও-ও কিছু বল্লে না। ঘরের মধ্যে গেলাম।

হঠাৎ এড্ভার্ডা জোরে বলে' উঠল,—"লেফ্টেনেণ্ট্ গ্লাহ্ন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাকর-বাকরদের সঙ্গে রসিকতা করে!" কেউ-কেউ শুন্ল। যেন ঠাট্টা করে' বলছে, তাই ও হাস্ল একটু, কিন্তু বিবর্ণ ওর মুখ।

এব কিছু প্রতিবাদ কর্লাম না, শুধু আবছা গলায় বল্লাম,—"হঠাৎ দেখা হ'যে গেল,—ও আস্ছিল, বারান্দায় হঠাৎ ..."

কিছুক্ষণ কাট্ল, এক ঘণ্টা হয় ত'। একটি মহিলা তাঁর পোষাকের উপর একটা মদের গ্লাশ উল্টে ফেলে দিলেন।. যেম্নি দেখা, এড্ভার্ডা চেঁচিয়ে উঠ্ল,—"কি হ'ল? গ্লাহ্ন নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে।"

মোটেই নয়,—গ্লাহ্ন তখন ঘরের আরেক কোণে বসে' গল্প করছে।

ব্যারন্ মেয়েদের নিয়ে খুব মেতেছে,—ওর জিনিষ-পত্র সব প্যাক্ করা হ'য়ে গেছে, তাই সেগুলো দেখাতে পারা গেল না বলে' ওর আপ্শোষের অন্ত নেই,—শ্বেত-সাগরের আগাছা, কোরহোলমার্ণ-এর মাটি,—সমুদ্রের তলা থেকে কত রকম পাথর!

মেয়েরা কৌতূহলী হ'য়ে ওর জামার বোতাম দেখ্ছে,—পাঁচ মুখ-ওয়ালা রাজমুকুট,—ও ব্যারন্ই বটে। ডাক্তার কিন্তু চুপচাপ বসে' আছে,—খালি মাঝে-মাঝে এডাভার্ডার ভাষার ভুল ধর্ছে।

এড্ভার্ডা বল্লে,—"যদ্দিন না আমি মরণের দেশ পেরিয়ে যাই।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে,—"কি পেরিয়ে?"

"মরণের দেশ!—তাই কি বলে না?"

"আমি ত' শুনেছি মরণের নদী। তুমি কি তাই বল্তে চাও?"

দরজার পাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকি। এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ভাব করে' আলাপ স্থরু করি,—যুদ্ধের কথা, ক্রিমিয়ার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ঁ,—মহিলাটি সব খবর রাখে,—আমাকে বহু খবর দিলে। একটা সোফায় বসে' দু'জনে গল্প করি।

এডভার্ডা আসে, আমাদের সমুখে দাঁড়ায়। হঠাৎ ও বলে,—"তুমি আমাকে মাপ কর, লেফ্টেনেণ্ট্। আমি ও-রকম কাজ আর কর্ব না।

একটু হাস্ল, আমার দিকে যদিও চাইল না।

বল্লাম,—"জোমফ্রু এডভার্ডা, চুপ কর।"

আবার ওর চোখ কুটিল হ'য়ে উঠেছে। বল্লে,—"রান্নাঘরে

যাচ্ছ না যে? এভা সেখানে আছে,—তোমাব সেখানে যাওয়া উচিত।"

ওব চোখে কী ঘৃণা।

"তোমাব কি একটুও ভয় হচ্ছে না যে তোমাব কথাব মানে লোকে অন্য ভাবে নেবে, ভুল বুঝবে?'

"কি কবে'?—হয় ত', কিন্তু, কি কবে' আব অন্য অর্থ হবে তাব?"

"না বুঝে শুঝে কি-সব বাজে বকছ তুমি। যেন তুমি আমাকে সত্যি-সত্যিই বান্নাঘবে যেতে বলছ, লোকে হয় ত' তাই ভাব্বে, কিন্তু তা ত' নয়,—তুমি ত' এত অবুঝ নও।"

চলে' গেল,—আবাব এসে ব'ল্লে,—"কিছুই ভুল বুঝবাব নেই লেফ্টেনেণ্ট্,—ঠিকই শুনেছ তুমি, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বান্নাঘবে যেতে বল্‌ছি।"

"এ কি এড্‌ভার্ডা!" শিক্ষয়িত্রী চেঁচিয়ে উঠেছে।

আবাব আমবা যুদ্ধ ও ক্রিমিয়াব অবস্থা নিয়ে গল্প স্বুরু কর্‌লাম। সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে,—যেন মাটিতে কোথাও অবলম্বন নেই। সোফা ছেড়ে উঠে চলে' যাচ্ছিলাম, ডাক্তাব এসে বাধা দিল।

বল্লে,—"এতক্ষণ তোমাব প্রশংসা শুন্‌ছিলাম।"

"প্রশংসা! কাব কাছে?"

"এড্ভার্ডা প্রশংসা করছিল। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে ও তোমাকে দীপ্ত মুগ্ধ চোখে দেখ্ছে। সেই চোখ আমি ভুল্ব না,—প্রেমে পরিপূর্ণ দুটি চোখ! জোরে বল্ছিল পর্য্যন্ত যে, ও তোমাকে ভালবাসে।"

"বেশ, বেশ!" হেসে বল্লাম।...সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

ব্যারন্-এর কাছে গিয়ে নীচু হ'য়ে ওর কানে-কানে কিছু বল্তে চাইলাম,—আর যেই ওর কানের কাছে মুখ এনেছি, এক গাদা থুতু ছিটিয়ে দিলাম। ও লাফিয়ে উঠে আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। পরে দেখ্লাম এই কথা আবার এড্ভার্ডাকে বল্ছে,—এড্ভার্ডার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'যে গেছে! ওর হয ত' তখন মনে পড়্ছিল সেই ওর জুতো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিযেছিলাম, সেই গ্লাশ্বাটিগুলি ভেঙে ফেলেছিলাম,—নিশ্চয়ই ভাব্ছিল সে-সব। ভারি লজ্জিত বোধ করছিলাম,—যে-দিকে ফিরি সেই দিকেই বিরক্ত ও বিস্মিত চোখ আমার পানে চেয়ে আছে। বিদায় বা ধন্যবাদ কিছুই না জানিয়ে চুপে-চুপে সিরিলাণ্ড থেকে পিট্টান দিলাম।

২৭

ব্যারন্ চলে' যাচ্ছে,—বেশ, ভালো কথা। আমি আমার বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এড্‌ভার্ডার আর ওব সম্মানে একটা গুলি ছুঁড়্‌ব। একটা পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে' পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেব—ওর আর এড্‌ভার্ডার সম্মানে। যেই ওব জাহাজ পাল তুলে চল্‌তে সুরু কর্‌বে অম্‌নি একটা পাহাড়ের ঢিপি গড়িয়ে এসে সমুদ্রে আছ্‌ড়ে পড়ে' ভীষণ শব্দ করে' উঠ্‌বে। আমি জানি, কোন্‌খান থেকে পাহাড়ের ঢিপি সোজা সমুদ্রের মধ্যে গড়িয়ে আসে,—দিব্যি রাস্তা হ'য়ে গেছে। নীচে একটি ছোট নৌকোঘর।

কামারকে বলি,—"আরো দুটো পাহাড় বিঁধ্‌বার সূঁচ্‌ চাই।"

কামার তৈরি করতে বসে' যায়।

এভা ম্যাক্-এর একটা ঘোড়া নিয়ে কারখানা থেকে জাহাজ-ঘাটের মধ্যে খালি ছুটোছুটি কর্‌ছে। ওকে মুটে-মজুরের কাজ দেওয়া হয়েছে,—ময়দার বস্তা নিয়ে বেড়ানো। ওর সঙ্গে দেখা,—তাজা চোখের কি মিষ্টি চাহনি! কি সুস্নিগ্ধ ওর হাসি! রোজ সন্ধ্যায়-ই ওর সঙ্গে দেখা হয়।

প্যান্

"তোমাকে দেখে মনে হয় এভা, তোমার মনে কোনো দুঃখ নেই। তুমি আমার প্রিয়া।"

"তোমার প্রিয়া! আমি অশিক্ষিতা—তা হ'লেও আমি তোমার বাধ্য থাকৃব চিরকাল। ম্যাক্ দিন-কে-দিন ভারি কড়া হচ্ছে, কিন্তু আমি তা কেয়ার করি না। মাঝে-মাঝে দারুণ খাপ্পা হ'য়ে ওঠে, কিন্তু আমি কোনো কথারই জবাব দিই না। একদিন আমার হাত ধরে' শাসিয়েছিল। শুধু একটা চিন্তাই আমাকে পীড়া দেয়।"

"কি ?"

"ম্যাক্ তোমাকে ভয় দেখায়। আমাকে বলেঃ 'তোমার মাথায় কেবল লেফটেনেণ্ট্ ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বলিঃ 'হ্যাঁ, আমি তার।' তখন সে বলেঃ 'আচ্ছা, দাঁড়াও,—শিগ্গিরই ওকে তাড়াচ্ছি।' কাল-ই এ কথা বলেছিল!"

"বলুক গে,—দেখাক্ ভয়।…এভা, তোমার পা দু'টি আরেকবার দেখ্‌তে দেবে ?—সেই ছোট্ট দু'খানি পা। চোখ বুজে থাক, আমি দেখি।"

চোখ বুজে ও আমার ঘাড়ের ওপর মুখ রাখে। কাঁপে। ওকে বনে নিয়ে যাই। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।

২৮

পাহাড়ে বসে' পাহাড় খুঁড়ি। স্বচ্ছ শরৎ আমাকে বেষ্টন করে' হাস্‌ছে। আমার পাহাড় ভাঙ্‌বার শব্দ বেজে চলেছে। ঈশপ্‌ আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। হৃদয় সান্ত্বনায় ভরা,—কেউ জানে না যে এই নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর একা বসে' আছি।

উড়ো-পাখীরা বিদায় নিয়েছে,—স্বখে উড়ে এসেছিল ; আবার ফিরে আস্‌বে বলে' তোমাদের অভ্যর্থনা করছি। ' সব মধুরতর লাগ্‌ছে ;—একটা ঈগল দুই ডানা বিস্তৃত করে' পাহাড়ের ওপর উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা। হাতুড়িটা ফেলে রেখে একটু জিরোই। আবছায়া,—উত্তরে চাঁদ ওঠে, প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে পাহাড়গুলি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।—পূর্ণিমা ; যেন একটা উজ্জ্বল দ্বীপ,—অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি। ঈশপ্‌ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

"কি ঈশপ্‌? আমি না হয় বেদনায় শ্রান্ত ;—আমি তা ভুলে যাব একদিন, নিশ্চয়ই। চুপ করে' শুয়ে থাক, ঈশপ্‌। আমিও

চুপ করে' থাক্‌ব। এভা আমাকে শুধোয়ঃ 'তুমি আমাব কথা মাঝে মাঝে ভাব?' বলিঃ 'সব সময।' এভা আবাব বলেঃ 'আমাকে ভাব্‌তে তোমাব ভালো লাগে?' বলিঃ 'সব সময়েই ভালো লাগে।' এভা বলেঃ 'তোমাৰ চুলে পাক ধবেছে।' বলিঃ 'হ্যাঁ, পাক ধব্‌তে স্থক কবেছে।' এভা বলেঃ 'নিশ্চযই তোমাব মাথায় কিসেব চিন্তা,—তাই।' বলিঃ 'হ'তে পাবে।' তাবপব এভা বলেঃ 'তা হ'লে তুমি আমাব কথাই খালি ভাব না' ঈশপ্, চুপ কবে' থাক,—তোমাকে আব একটা গল্প বল্‌ছি"

হঠাৎ ঈশপ্ দাঁড়িযে উঠে জোবে নিঃশ্বাস ফেলে, আমাব জামা ধবে' টানে, টেনে নিয়ে চলে। উঠে পড়ি। বনেব মধ্যে আকাশে বক্তেব আভা দেখে শিউবে উঠি। জোবে পা ফেলে চলি,—সমুখে দেখি, ভীষণ আগুন। স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে থাকি আবো একটু এগোই,—আমাব কুঁড়ে ঘবে আগুন লেগেছে।

২৯

এই আগুন লাগানো নিশ্চয়ই ম্যাক্-এর কাজ,—গোড় থেকেই বুঝ্তে পেরেছিলাম। সব পুড়ে গেল—আমার পাখীর বাসা, পাখীর পালক, হরিণের চামড়া,—সব। কি আর কর্‌ব এখন ? খোলা আকাশের তলে শুয়ে দুই রাত্রি কাটাই, আশ্রয় খুঁজতে কোথাও যাই না, সিরিলাণ্ড-এও নয়। শেষে একটা প'ড়ো জেলে-বাড়ি ভাড়া কর্‌লাম। বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমোই। আর কি,—আমার অভাব মিটে গেছে।

এড্‌ভার্ডা একদিন সংবাদ পাঠাল যে, আমার বিপদের কথা শুনে ও দুঃখিত হয়েছে, —ওর বাবাব হ'য়ে সিরিলাণ্ড-এ আমাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডার মনে লেগেছে! দয়ালু এড্‌ভার্ডা! কোনো জবাব দিলাম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি আর আশ্রয়হীন নই,—এড্‌ভার্ডাকে চিঠি দিলাম না ভেবে খুব গর্ব্ব অনুভব কর্‌ছি। রাস্তায় ওকে হঠাৎ দেখ্‌লাম, সঙ্গে ব্যারন্,—বাহুতে বাহু বেঁধে বেড়াচ্ছে দু'জন। ওদের দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে নমস্কার কর্‌লাম।

এড্ভার্ডা থেমে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ঃ “তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাক্‌বে না ?”

“নতুন জায়গা পেয়েছি, সেইখানেই আছি বেশ।” বল্লাম।

ও আমাব মুখেব দিকে তাকাল, ওব বুক দুল্‌ছে।—“আমাদের কাছে এলে তোমার কিছু ক্ষতি হ'ত না হয় ত'।”

ধন্যবাদ তোমাকে, এড্ভার্ডা। কিন্তু কথা বল্‌তে পার্‌ছিলাম না।

ব্যাবন্ আস্তে আস্তে হাঁট্‌ছে।

এড্ভার্ডা বল্লে,—“তুমি বুঝি আমাব সঙ্গে আব দেখা কব্‌তে চাও না।”

“আমাব ঘব পুড়ে গেছে শুনে তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছ, তাব জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, এড্ভার্ডা। তোমাব বাবা বিমুখ হ'লেও তোমাব এই করুণা অতুলনীয।” টুপি তুলে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

হঠাৎ ও বল্লে,—“তুমি কি আমাব মুখ আর দেখ্‌বে না গ্লাহ্‌ন ?”

ব্যাবন্ ওকে ডাক্‌ছে।

বল্লাম,—“ব্যাবন্ তোমাকে ডাক্‌ছেন, যাও।” আবাব সসম্ভ্রমে টুপি তুল্‌লাম।

আবাব পাহাড়ে চলে' এসেছি,আবাব গর্ত্ত কর্‌ছি। কিছুতেই

আর আত্মসংযম হারাচ্ছি না। এভার সঙ্গে দেখা হ'ল। চেঁচিয়ে উঠ্লাম: "কি বলেছিলাম তখন? ম্যাক্ আমার কি কর্তে পারে? আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আবার ঘর পেয়েছি···"

এভা একটা আল্‌কাতরার গামলা নিয়ে যাচ্ছিল। "কি খবর, এভা?"

ম্যাক্ তার নৌকোয় আল্‌কাতরা লাগাতে ওকে হুকুম করেছে। ওর ওপর লোকটা ভারি চোখা চোখ রাখছে,—ওর সমস্ত কথা শুন্‌তেই ও বাধ্য।

"কিন্তু ঐ নৌকোঘরের মধ্যে কেন? জাহাজঘাটে হ'লেও ত' পার্‌ত।" বল্লাম।

"ম্যাক্ তাই যে বলেছে, নৌকোঘরে···"

"এভা, এভা, তোমাকে ওরা দাসী বানিয়েছে, তুমি একটুও অভিযোগ কর না। তুমি হাস্‌ছ, তোমার হাসিতে কি অপূর্ব্ব মাদকতা,—কিন্তু তবু, তবু তুমি ওদের দাসী।"

খুঁড়্‌ছি—হঠাৎ কি দেখে তাক্ লেগে যায়। কে যেন এখানে এসেছিল;—পায়ের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করি—এ যে ম্যাক্-এর লম্বা-মুখো জুতোর দাগ। ও এখানে কেন এসেছিল? চারদিকে তাকালাম,—কেউ নেই।

আবার হাতুড়ি পিটিয়ে শাবল দিয়ে গর্ত্ত কর্‌তে লাগ্‌লাম। স্বপ্নেও ভাবি নি—

৩০

ডাকের জাহাজ এসে গেছে। আমার ইউনিফর্মটা এনেছে নিশ্চয়ই। এই জাহাজে চড়ে'ই ব্যারন্ তার মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেবে। এখন বস্তাতে বোঝাই হচ্ছে, বিকেলেই নোঙর তুল্‌বে।

বন্দুক নিই,—প্রত্যেকটা পিপেয় বারুদ বোঝাই করি। ঠিক হয়েছে, মাথা নাড়ি। পাহাড়ে গিয়ে গর্ত্তগুলিও বারুদ দিয়ে ভর্ত্তি করি। সব তৈরি। চুপ করে' প্রতীক্ষা করি।

অনেক্‌গুলি ঘণ্টা কেটে যায়। জাহাজের চাকা ঘুর্‌ছে দেখ্‌তে পাই; সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে, এই ছাড়্‌ল বুঝি। আরো কয়েকটা মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে,—চাঁদ এখনো ওঠে নি, সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে উন্মাদের মতো আর্ত্ত চোখ মেলে চেয়ে থাকি।

দেশ্‌লাই জ্বালি। এক মিনিট্ কাটে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গর্জ্জন শোনা যায়,—পাথরগুলি টুকরো-টুক্‌রো হ'য়ে চারিদিকে বিকীর্ণ হ'তে থাকে,—সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠেছে,—যেন সমস্তটা পাহাড় রসাতলে চলেছে। চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি ওঠে।

বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বারুদভরা পিপে লক্ষ্য করে' আবার ছুঁড়ি, —দ্বিতীয় বার,—সেই আর্ত্তনাদ যেন দিকে-দিকে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। যে-জাহাজটা চলে' যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পাহাড়গুলি যেন চীৎকার করে' উঠেছে। আরো সময় যায়,—বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে আসে, প্রতিধ্বনি আর জাগে না, পৃথিবী যেন ঘুমুচ্ছে, —এমনি মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

উত্তেজনায় তখনো কাঁপ্ছি। তাড়াতাড়ি বন্দুক আর শাবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাই,—হাঁটু দু'টো কাঁপে। সোজা পথ ধরি। ঈশপ্ শুধু মাথা নাড়্ছে আর বারুদের গন্ধে হাঁচ্ছে।

নীচে নৌকোঘরের কাছে এসে একেবারে থ হ'যে যাই,— চীৎকার করুতে পারি না। একটা নৌকো ভাঙা পাথরের চাপে গুঁড়িয়ে গেছে,—এভা, একপাশে এভা পড়ে' আছে,—একেবারে পিষে' গেছে, চেনা যাচ্ছে না। এভা আর নেই।

৩৭

আর কি লিখ্‌ব? বহুদিন আর গুলি ছুঁড়িনি। খাওয়া নেই—শুধু চুপ করে' বসে' থাকি আর ভাবি। এভার মৃতদেহটা ম্যাক্‌-এর শাদা রং-করা নৌকো করে' গির্জ্জায় নিয়ে গেল,—গির্জ্জায় গেলাম।

এভা মরে' গেছে। তার ছোট মাথাটি তোমাদের মনে আছে,—সেই কোঁকড়ানো কোমল চুলে ভরা? এত আস্তে-আস্তে ও আস্‌ত, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে মৃদু-মৃদু হাস্‌ত। মনে আছে সেই হাসিতে কি মাদকতা ছিল! চুপ কর, ঈশপ্‌! বহুদিনের পুরোনো এক আষাঢ়ে গল্প মনে পড়ে, ইসেলিন্‌-এর সময়কার গল্প—ষ্টেমার তখন পুরুত।

রাজপ্রাসাদে বন্দী একটি মেয়ে। এক রাজপুত্রকে ভালবাস্‌ত। কেন? বাতাসকে শুধোও, তারাকে, জীবনদেবতাকে—এরা ছাড়া আর কে জানে কাকে বলে ভালবাসা? রাজপুত্র ছিল তার বন্ধু, তার প্রিয়তম,—সময় যায়,—একদিন আরেকজনকে দেখে রাজপুত্র ভাবলে তাকেই সে ভালবাসে।

প্যান্

সে প্রেমে কি অপূর্ব্ব মদিরতা ছিল! মেয়েটি ছিল ওর জীবনের আশীর্ব্বাদ, ওর মনের বিহঙ্গম,·· মেয়েটির আলিঙ্গন কি মধুর উত্তাপে ভরা! রাজপুত্র বল্‌ত: 'তোমার হৃদয় আমাকে দাও।' মেয়েটি দিত। রাজপুত্র বল্‌ত: 'আরো কিছু চাইব?' অসহ্য সুখে মেয়েটি বলত: 'হ্যাঁ।' তাকে মেয়েটি সব দিত, —সব; কিন্তু তবু রাজপুত্র ওকে ধন্যবাদ দিত না, কৃতজ্ঞতা জানাত না।

কিন্তু আরেকজনকে সে ভালবাস্‌ত বন্দী ভৃত্যের মতো, পাগলের মতো, ভিক্ষুকের মতো। কেন? পথের ধূলোকে শুধোও, যে পাতা ঝরে তাকে, জীবনদেবতাকে,—এরা ছাড়া আর কে বল্‌বে কাকে বলে ভালবাসা? মেয়েটি ওকে কিছু দিত না, কিছুই না - তবু মেয়েটিকে সে কত সুস্নিগ্ধ অভিবাদন কত ধন্যবাদ জানিয়েছে। মেয়েটি বলত: 'আমাকে তোমার বুদ্ধি দাও, বন্ধুত্ব দাও।' রাজপুত্র দুঃখিত হ'ত কেন ও তার জীবন চাইছে না?

মেয়েটি থাক্‌ত রাজপ্রাসাদে ·····

"ওখানে বসে' কি কর তুমি? শুধু বসে' থাক আর হাস?"

"দশ বছর আগেকার পুরোনো কথা ভাবি। তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে?

প্যান

"এখনো।"

সময় যায়।

"তুমি ওখানে বসে' কি কর, কুমারী? কেন বসে' থাক, কেন হাস?"

"একটা কাপড়ে স্থতো দিয়ে তার নাম লিখ্‌ছি।"

"কার নাম?—যে তোমাকে এখানে বন্দী করে' রেখেছে?"

"হ্যাঁ, যাকে আমি কুড়ি বছর আগে দেখেছিলাম!"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে?"

"এখনো।"

আরো সময় যায়।

"ওখানে বসে' কি কর, বন্দিনী?"

"দিনে-দিনে বুড়িয়ে যাচ্ছি,—আর সেলাই করবার চোখ নেই। দেয়াল থেকে চূন্ বালি খসাই, তাই দিয়ে একটা পেয়ালা তৈরি করছি, তাকে উপহার দেব।"

"কার কথা বল্‌ছ?"

"আমার যে প্রিয়তম, যে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে!"

"তাই কি তুমি হাস,—সে তোমাকে বন্দী করে' রেখেছে বলে'?"

"সে এখন কি বলবে তাই খালি ভাব্‌ছি। সে হয় ত' বলবে:

'দেখ দেখ, আমার প্রিয়া আমাকে একটি পেয়ালা উপহার— দিয়েছে, এই বিশ বছরেও সে আমাকে ভোলেনি !' "

আরো সময় কাটে।

"বন্দিনী, এখনো চুপ করে' বসে' আছ, আর হাস্‌ছ ?"

"বুড়িয়ে গেছি, চোখে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। শুধু ভাব্‌ছি।"

"যাকে চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলে ?"

'যাকে প্রথম যৌবনে দেখেছিলাম। হয় ত' চল্লিশ বছর আগেই।"

"সে যে এতদিনে মরে' গেছে—তা কি তুমি জান না ? তুমি মলিন, জরাগ্রস্ত ; তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না, তোমার ঠোঁট দু'টো শাদা হ'য়ে গেছে,—তুমি আর নিঃশ্বাস ফেল্‌ছ না ' "

তাই। বন্দিনী মেয়ের গল্প। দাঁড়াও, ঈশপ্,—একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। একদিন মেয়েটি তার প্রিয়তমের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল, সে হঠাৎ নতজানু হ'য়ে লজ্জায় পুলকিত হ'য়ে উঠেছিল। এক দিন !

তোমাকে কবর দিচ্ছি, এভা,—তোমার কবরের উপর বালিতে বেদনায় চুম্বন কর্‌ছি। যখনই তোমার কথা ভাবি— স্বপ্নে-স্বপ্নে স্মৃতি রঞ্জিত হ'য়ে উঠে। তোমার হাসির কথা যখন ভাবি, যেন আনন্দে স্নান করে' উঠি। তুমি আমাকে সব

দিয়েছিলে,—বিনামূল্যে—তুমি সৃষ্টির প্রাণবন্ত শিশু ছিলে। কিন্তু যারা আমাকে তাদের একটি দৃষ্টি-ও উপহার দেয় না, তাদের কথাই আমার মন জুড়ে' থাক্‌বে? কেন? শুধোও বৎসরের প্রতিটি দিবস ও রাত্রিকে, সমুদ্রের জাহাজগুলিকে, জীবনদেবতাকে—

৩২

একজন বল্লে,—"তুমি আজকাল আর শিকারে যাও না? ঈশপ্ ত' বনে খুব ছুটোছুটি কর্‌ছে,—একটা খরগোসের পিছু।"

বল্লাম,—"আমার হ'য়ে ওটাকে মেরে এস।"

কয়েকদিন গেল। ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা,—আমাকে ডাক্‌লে। চোখ বসে' গেছে,—মুখ পাঁশুটে। ভাব্‌লাম—সত্যিই কি আমি আর-সবাইর মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পারি? পারি হয় ত'।

নিজেকেই জানি না।

ম্যাক্ সেই দুর্ঘটনার কথা তুল্‌লে, সেই পাহাড়-ভেঙে-পড়ার কথা। ভাগ্যের বিড়ম্বনা বই আর কিছুই অপরাধ নেই ওতে।

বল্লাম,—"আমার আর এভার মধ্যে যদি কেউ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে চায় এবং কোনো অসদুপায়ে যদি তার সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হ'য়ে থাকে, তবে তার ওপরে ভগবানের অভিশাপ পড়ুক।"

ম্যাক্ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। কবরের কথা নিয়ে প্রশংসা কর্‌লে। 'কিছুই বাদ যায় নি।'

আমি ওর কথা-ঘুরিয়ে-নেওয়ার চাতুরীকে প্রশংসা না করে' পারি না।

প্যান্

পাহাড়-পড়ার দরুণ যে-নৌকোটা চুরমার হ'য়ে গেছে, তার জন্য ও কিছু ক্ষতিপূরণ চায় না। ওর দয়া।

বল্লাম,—"সেই নৌকো, আলকাতরার বাক্স ও ব্রাস্টার জন্যে কিছু চাই না আপনার?"

"না না,—কি বল্‌ছ পাগলের মতো?" ওর দুই চোখে ঘৃণা।

এড্‌ভার্ডাকে আর দেখিনি,—তিন সপ্তাহ কেটে গেল। হঁ্যা, একবার শুধু দেখেছিলাম,—দোকানে। রুটি কিন্‌তে গিয়েছিলাম। ও কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে নেড়ে-চেড়ে কতগুলি কাপড়ের ছিট্ দেখ্‌ছে।

আমি অভিবাদন কর্‌লাম, ও শুধু ফিরে তাকাল, কথা কইল না। মনে হ'ল, যতক্ষণ ও আছে, আমার রুটি কেনা হবে না। আমি দোকানির কাছে কিছু বারুদ আর গুলি চাইলাম। ওরা যখন তা মেপে দিচ্ছিল দু' চোখ ভরে' এড্‌ভার্ডাকে দেখ্‌ছিলাম তখন।

ধুসর পোষাক,—এখন তা কত ছোট হ'য়ে এসেছে; বোতামের গর্ত্তগুলো ছেঁড়া,—ওর সমতল বুকটা চঞ্চল হ'য়ে দুল্‌ছে। এক গ্রীষ্মেই কত বদল হয়েছে ওর! চিন্তাকুল দু'টি ভুরু,—ওর ললাটের প্রান্তে যেন দু'টি জীবন্ত রহস্য!—ওর সমস্ত গতিভঙ্গী-ই এখন মন্থর হ'য়ে এসেছে। ওর হাত দু'টির দিকে

তাকালাম, ওর লীলায়িত আঙুলগুলি মনকে আবার দ্রুত নাড়া দিয়েছে।—এখনো ওর কাপড় দেখা শেষ হ'ল না?

ইচ্ছা করছিল ঈশপ্ এসে কাউণ্টারের পিছন থেকে ওর দিকে ধাওয়া করে, তা হ'লে আমি ঈশপ্‌কে একটু বকে' ওর কাছে একটু ক্ষমা চাই। তখন কি বল্‌বে ও?

"এই যে আপনার—" দোকানি বল্লে।

দাম দিলাম, জিনিসগুলি নিয়ে আবার অভিবাদন জানালাম। ও তাকাল, কিন্তু এবারো কোনো কথা কইল না। ভালো, ভালো।—ভাব্‌লাম ও যে ব্যারন্-এর প্রিয়া—

রুটি না নিয়েই চলে' গেলাম।

কতদূরে এসে সেই জান্‌লার দিকে তাকালাম। কেউ আমাকে দেখ্‌ছে না।

৩৩

তারপর একরাত্রে বরফ নেমে এল, কুঁড়েতে বেজায় শীত। উনুন একটা ছিল বটে, কিন্তু কাঠগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; জ্বল্‌ছিল না। দেয়াল ফুঁড়ে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা আস্‌ছে। শরৎ আর নেই, দিনগুলি ছোট হ'য়ে এসেছে। দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে বরফ একটু গলে বটে, রাত্রে নিবিড় বেদনাব মতো আবার তা সঞ্চিত হয়,—জল ঝরে' পড়ে। সব ঘাস, সব পোকা মরে' গেল।

সমস্ত লোক যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে,—দুই চোখে তাদের আলোকের প্রতীক্ষা। বন্দর চুপচাপ—সূর্য্য অনন্তকালের জন্য সমুদ্রের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটি নৌকার শব্দ। দাঁড় বেয়ে একটি মেয়ে এল।

"কোথায় ছিলে এতদিন?"

"কোথাও না ত'।"

"কোথাও না? আমি তোমাকে চিনি, গত গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

নৌকোটা ভিড়ালো, পারে নেমেই ছুটে এল।

"তুমি ছাগল চরাচ্ছিলে, মোজার ফিতে বাঁধ্‌বার জন্যে নীচু হয়েছিলে,—সেই রাত্রি।"

ওর গাল হু'টি রাঙা হয়েছে, লজ্জায় একটু হাস্‌ছে।

"তুমি রাখালি। আমার ঘরে এস, তোমাকে ভালো করে' দেখি একটু। তোমার নাম পর্য্যন্ত আমি জানি,—হেন্‌রিয়েট্ !"

কোন কথা না বলে'ই ও চলে' যায়। এই শীত ওকে পর্য্যন্ত গ্রাস করেছে। ও-ও যেন অচেতন হ'যে গেছে।

৩৪

এই প্রথম ইউনিফর্মটা পরে সিরিলাণ্ড-এ গেলাম। সমস্ত হৃদয় তুল্‌ছে।

সব মনে পড়ে,— সেই এড্‌ভার্ড ছুটে এসে সবাইর সামনে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল। এখন সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এখানে-সেখানে, সমস্ত চুল পেকে গেছে আমার, আমারই দোষ! হ্যাঁ, আমারই দোষ বই কি। আজ যদি ওর পা দু'টি ধরে' আমার সমস্ত হৃদয় ওর কাছে উজার করে' ঢেলে দিই, তা' হলে মনে-মনে ও আমাকে কী ঠাট্টাই না করে! হয় ত' আমাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেবে, মদ আনাবে,—এবং যেই ও আমার সঙ্গে খাবে বলে' গ্লাশটা ঠোঁটের কাছে তুল্‌বে, তখুনি বলবে: "লেফ্‌টেনেন্ট্‌, এতকাল আমরা একসঙ্গে ছিলাম বলে' তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তা' কখনো ভুল্‌ব না।' হয় ত' আমি একটু খুসি হ'য়ে উঠব, হয় ত' আবার একটু আশা হবে! ও পান কর্‌বার একটু ভাণ করে' গ্লাশটা নামিয়ে রাখ্‌বে,—একটুও না খেয়ে। আর ও যে ভাণ কর্‌ছে, তা পর্যন্ত আমার

কাছ থেকে লুকোবে না। বরং চেষ্টা করবে, আমি যেন ওর সেই ভাণ ধরে' ফেলতে পারি! ঐ ওর ধরন।

বেশ,—শেষ-বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আস্ছে।

রাস্তা ধরে' চল্‌তে-চল্‌তে ভাব্‌তে লাগলাম,—আমার পোষাক ওকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে, ঝালরগুলো এখনো নতুন, জ্বলজ্বলে আছে। তলোয়ারটা বারে-বারে মেঝের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে ঝনঝন্ করে' উঠবে। যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লাম,—মনে-মনে বল্লাম,—কী-ই বা না হ'তে পারে? এখনো আশা আছে। মাথা তুলে হাত প্রসারিত করে' দিলাম। আর বিনয় নয়—অহঙ্কার! আমি আর কোনো কিছু গ্রাহ্য করি না, যা হবার হবে। নিজের থেকে প্রেমভিক্ষা করবার আর আমার দুর্ব্বলতা নেই। আমাকে ক্ষমা কোরো প্রিয়তমে, আমি আর তোমার পাণিপ্রার্থী নই।

উঠানে ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা; চক্ষু কোটরে সেঁধিয়েছে, মুখ বিবর্ণ।

"চলে' যাচ্ছ? সত্যি? ইদানি তোমার সময় ভালো যাচ্ছিল না। তোমার ঘর পুড়ে গেল।"···ম্যাক্ হাস্‌ল।

পরে বল্লে,—"ভেতরে যাও, এড্‌ভার্ডা আছে। তোমাকে এখান থেকেই আমি বিদায় জানিয়ে যাচ্ছি। জাহাজ ছাড়্‌বার আগে ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।" মাথা নীচু করে' চলে' গেল,—যেন কি ভাব্‌ছে।

প্যান্

এড্ভার্ডা নিরালায় বসে' আছে,—কিছু একটা পড়্ছে বোধ হয়। আমার দিকে চেয়েই একটু চম্কাল—আমার ইউনিফর্ম'টা ওর চোখে পড়েছে। একটু লজ্জিত-ও হ'ল হয় ত', বিস্মিত-ও।

"তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছি।" কোনো রকমে বল্লাম যা হোক্।

ও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়্ল।—"চলে' যাচ্ছ? এখুনি?"

"হ্যাঁ, ঘাটে জাহাজ ভিড়্লেই।" হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরি, দু'টি হাত-ই,—আনন্দে সমস্ত শরীর শিথিল হ'য়ে আসে, ডাকি: "এড্ভার্ডা!" আর, ওর দিকে চেয়ে থাকি।

একটি মূহূর্ত্ত শুধু! ও তেম্নি উদাসীন, পাষাণ। আমাকে বাধা দেয়, নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আমি যেন ওর সাম্নে ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে আছি; ওর হাত ছেড়ে দিই, ও সরে' দাঁড়ায়। মনে আছে তখন শুধু যন্ত্রচালিতের মতো বলে' যাচ্ছিলাম: "এড্ভার্ডা, এডভার্ডা!" কতক্ষণ ধরে' বল্ছিলাম জানি না; ও যখন বল্লে,—"কেন ডাক্ছ? কি বল্তে চাও।" তখন কিছুই বল্তে পার্লাম না।

ও ফের বল্লে,—"তা' হ'লে সত্যিই চলে' যাচ্ছ? আগামী বছরে কে তবে আস্বে তোমার জায়গায়?"

"আরেক জন। তার জন্য আবার ঘর তৈরি হবে।"

চুপচাপ। ও ওর বইর জন্য হাত বাড়িয়েছে।

ও বল্লে,—"বাবা বাড়ি নেই বলে' আমি দুঃখিত। তিনি এলে তাঁকে বল্‌ব যে তুমি এসেছিলে।"

কিছু বল্লাম না। এগিয়ে গিয়ে ওর একখানি হাত আবার ধর্‌লাম, আবার বল্লাম—"বিদায়, এড্‌ভার্ডা!"

ও বল্লে,—"বিদায়।"

দোর খুল্‌লাম, যেন যাবার জন্যই। ও এরি মধ্যে ফের বই নিয়ে পড়্‌তে বসেছে, সত্যি-সত্যিই পড়ছে, পাতা উল্টোচ্ছে। আমাকে বিদায় দিয়ে ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, ওর কিছুই এসে যায় না।

একটু কাশ্‌লাম।

ও পেছনে তাকিয়ে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে,—"তুমি, এখনো যাও নি। ভেবেছিলাম চলে' গেছ বুঝি।"

বল্লাম,—এই যাচ্ছি।

হঠাৎ ও উঠে আমার কাছে এল। বল্লে,—"যাবার সময় তোমার কাছে কিছু-একটা চাই যা আমার কাছে তোমার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হ'য়ে থাক্‌বে। একটা জিনিস চাইতে ভারি ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস হয় না। তোমার ঈশপ্‌কে দেবে আমাকে?"

স্বচ্ছন্দে বল্লাম,—"হ্যাঁ, দেব।"

"তা' হ'লে কাল্‌কে ওকে নিয়ে এসো, কেমন আসবে ত'?"

প্যান্

চলে' গেলাম।

জান্লায় ফিরে চাইলাম। কেউ নেই। সব ফুরিয়ে গেছে·

কুটীরে এই আমার শেষরাত্রি। সারা রাত বসে'-বসে' ভাব্লাম, মূহুর্ত্ত গুন্লাম, ভোর হ'তেই আমার শেষ খাবারটুকু তৈরি কর্লাম। ভারি ঠাণ্ডা দিন।

ও কেন আমাকে কাল নিজে গিয়ে কুকুরটা উপহার দিয়ে আসতে অনুরোধ কর্ল? বিদায়ের অন্তিম ক্ষণে শেষবার ও কি আমাকে কিছু বল্‌তে চায়? আমার ত' আশা কর্‌বার আর কিছুই নেই। আর, ঈশপ্-এর সঙ্গে ও কেমনই বা ব্যবহার কর্‌বে?..

ঈশপ্, ঈশপ্, তোমাকে ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দেবে। আমার ওপর চটে' ও তোমাকে মার্‌বে, একটু আদর-ও করবে হয় ত', কিন্তু বেত মার্‌বে নিশ্চয়ই, কারণ থাক্ বা না থাক্; তোমার সর্ব্বনাশ করে' ছাড়বে—

ঈশপকে নিজের কাছে ডাক্‌লাম, আদর কর্‌লাম, আমার আর ওর মাথা দু'টো একত্র পাশাপাশি রেখে চুপ করে' বসে' রইলাম, তার পর বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম। ও আনন্দে শব্দ করে' উঠেছে; ভেবেছে—আমরা এখুনি শিকারে বেরুব বুঝি।

আবার দু'জনের মাথা একসঙ্গে রাখি; আস্তে-আস্তে বন্দুকের মুখটা ঈশপ্-এর ঘাড়ের ওপর রেখে ঘোড়া টিপে দিই।

একটা লোক ভাড়া করে' আন্‌লাম,—ঈশপ্-এর মৃতদেহটা এড্‌ভার্ডার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

৩৮

বিকেলের দিকে জাহাজ ছাড়্বে।

ঘাটে এসে দেখ্‌লাম আমার যা-কিছু জিনিসপত্র সমস্তই জাহাজে তোলা হয়েছে। ম্যাক্ আমার হাত ধরে' খুব উৎসাহ দিচ্ছিল,—দিব্যি আকাশের অবস্থা, পরিষ্কার,—ও-ও যেতে পারলে খুবই খুসি হ'ত না কি।

ডাক্তার এল, সঙ্গে এড্‌ভার্ডা। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হচ্ছিল।

"তোমার যাত্রা নিরাময় হোক্।" ডাক্তার বল্লে।

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লে,– "দয়া করে' যে-কুকুর পাঠিয়েছ—তার জন্যে ধন্যবাদ।" ঠোঁট দু'টো চেপে বল্লে; ওর দু'টি ঠোঁটই শাদা।

ডাক্তার একজনকে জিগ্‌গেস করলে,—"জাহাজ কখন ছাড়্বে?"

"এই আধঘণ্টার মধ্যে।"

এড্‌ভার্ডা চঞ্চল হ'য়ে একবার এ-দিক আরবার ও-দিক পানে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ ও বল্লে,—"ডাক্তার, এবার বাড়ি চল। যার জন্যে এসেছিলাম তা ত' হ'য়ে গেল,—আর কি!"

ডাক্তারের দিকে তাকালাম।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

বল্লাম,—"বিদায়। প্রত্যেকটি দিনের জন্যে ধন্যবাদ।"

এড্‌ভার্ডা বোবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে জাহাজের দিকে।

জাহাজে উঠ্‌লাম। এড্‌ভার্ডা এখনো পারে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে উঠ্‌তেই ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"বিদায়।"

ফের পারের দিকে তাকালাম। এড্‌ভার্ডা তখুনি ফিরে তাড়াতাড়ি বাড়ির মুখে চলেছে, ডাক্তারকে ফেলেই। ওই ওকে শেষ দেখ্‌লাম।

মন বিমর্ষ হ'য়ে উঠ্‌ল।

জাহাজ চল্‌তে সুরু করেছে। ম্যাক্-এর সেই সাইন্‌বোর্ডটা এখনো দেখা যাচ্ছে: 'নুন ও পিপে।' খানিক পরেই মুছে গেল। চাঁদ ও তারারা ভিড় করে' এসেছে, দূরে আমার অসীম অরণ্য। ঐ সেই কারখানাটা,—ঐ, ওখানে আমার কুটীর ছিল, পুড়ে গেল একদিন, ঐখানে বোধহয় সেই প্রকাণ্ড পাথরটা আজো নিঃশব্দে পড়ে' আছে। আমার ইসেলিন্, আমার এভা,—বিদায়।

৩৬

সময় কাটাবার জন্য এতটা লিখ্‌লাম। সেই নর্ড্‌ল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাব্‌তে কত আনন্দ লাগে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনে যেতাম—সময় কেমন স্বচ্ছন্দে কাট্‌ত। সব বদ্‌লে গেছে। এখন আর সময় কাটে না।

সময় যেন থেমে গেছে। ভাব্‌তে অবাক হ'য়ে যাই। আর আমার কিছু চাকৃরি-বাক্‌রি নেই, রাজার মতো স্বাধীন,—লোকের সঙ্গে দেখা হয়, গাড়ি চড়ি; চোখ বুজে আকাশের স্বপ্ন দেখি, চিবুকটা দিয়ে চাঁদকে যেন আদর করি, আর—ভাবি, লজ্জায় ও যেন হাস্‌ছে। সব-কিছুই হাসে মনে হয়। মদের বোতল খুলি, ফুর্ত্তিবাজ লোকেরা এসে জড়ো হয়।

এড্‌ভার্ডার কথা আর ভাবি না। ওকে ভুল্‌বই বা না কেন? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার কোনো দুঃখ আছে? সোজা বলি,—"না।" কোনো দুঃখ নেই।

কোরা শুয়ে-শুয়ে আমাকে দেখে। আগে ছিল ঈশপ্, এখন কোরা। তাকের ওপর ঘড়িটা টিক্-টিক্ করে, আমার জানালার বাইরে সমস্ত নগরীর অশ্রান্ত গর্জ্জন শোনা যায়।

হঠাৎ দরজায় কার টোকা শুনি, পিওন আমার হাতে একটা

চিঠি দেয়। চিঠিতে মুকুটের ছবি দেওয়া। এ চিঠি কে পাঠিয়াছে বুঝ্তে দেরি হয় না, হয় ত' এই লেখিকাটিকে কোনো দিন স্বপ্নে দেখে থাকৃব। কিন্তু ভেতরে কিছুই লেখা নেই, শুধু সবুজ পাখীর দু'টি পালক।

দু'টি সবুজ পালক ; সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে আসে। নিজেকে বলি, তাতে কি ? এতে ব্যথিত বোধ করবার কি আছে !

জান্‌লা দিয়ে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছিল বুঝি। জান্‌লা বন্ধ করে' দিলাম।

ভাবি,—পাখীর ঐ পালক দু'টো, ওদের আমি চিনি,—নর্ড্‌ল্যাণ্ড-এ একটি ছোট দিনের ছোট ঘটনা মনে পড়ে। ওদের আবার দেখ্তে পেয়ে বেশ লাগ্‌ছে। হঠাৎ যেন কার একখানি মুখ দেখি, যেন কা'র কণ্ঠস্বর শুনি, কে যেন বল্‌ছে : "এই তোমার পালক ফিরিয়ে নিয়ে যাও, লেফ্‌টেনেণ্ট্।"

ঘরের মধ্যে ভারি গরম বোধ হয়—জানলা বন্ধ করেছিলাম কেন ? আবার খুলে দাও,...দরজাও খোল। উন্মুক্ত করে' দাও। সবাই আমার ঘরে অতিথি হ'য়ে আসুক।

দিন যায়, কিন্তু সময় কাটে না।

কোথায় যেতে চাই,—আফ্রিকায় কিম্বা ভারতবর্ষে। আমার স্থান বনে,—নির্জ্জনতায়।

শেষ